# বর-বিনিময়

( মিলন-মধুর উপন্যাস )

'মিলন-মন্দির' 'পথের আলো' 'ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা'

প্রণেতা

স্বরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী

সচিত্র সংস্করণ

নবম পর্য্যায়

—প্রকাশ-স্থান—

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

১১৪নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

*Copy right reserved by the Publishers* ] মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

প্রকাশক
শ্রী গোষ্ঠবিহারী দত্ত
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল — কমলিনী সাহিত্য মন্দির।
১১৪, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক-দ্বয় কর্ত্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩২৯ সাল—সিদ্ধেশ্বর প্রেস
তৃতীয় সংস্করণ—কার্ত্তিক, ১৩২৯ সাল—কার্ত্তিক প্রেস
চতুর্থ সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল—সিদ্ধেশ্বর প্রেস
পঞ্চম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৩০ সাল—কার্ত্তিক প্রেস
ষষ্ঠ সংস্করণ—মাঘ, ১৩৩০ সাল—কার্ত্তিক প্রেস
সপ্তম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৩০ সাল—সুধীর প্রেস
অষ্টম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল—কৌমুদী প্রেস
নবম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল—কার্ত্তিক প্রেস

Library
Accn. No. Date

কার্ত্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

# প্রীতি-উপহার

শ্রী..............................................................

B 7192

২২ দিনে 'বিয়েবাড়ী'র ১ম সংস্করণ ৩০০০ কর্পূরের মত
উপিয়া গিয়াছে!

উলু—উলু—উলু—উলু—বিয়ে বাড়ী!

বিয়ে-বাড়ী! বিয়ে-বাড়ী! বিয়ে-বাড়ী!

—•—

বঙ্গীয় উপন্যাসিক-শিরশ্চূড়ামণি
—উপন্যাসাচার্য্য পণ্ডিত—
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

পত্র পুষ্প পতাকা পরিশোভিত—আলোকমালা সজ্জিত

# বিয়ে-বাড়ী

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

বিয়ে বাড়ী বর্ত্তমান পঞ্চম বর্ষের ৩য় সংখ্যায়
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের ১৲ এক টাকা সংস্করণ
উপন্যাস সিরিজ দূরবীক্ষণের দ্বারা
দৃষ্টি পথে আসিতেছে।

—:*:—

বাদ্য-কোলাহল-মুখরিত—"বিয়ে-বাড়ী"
মাঙ্গলিক-হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি-নিনাদিত—"বিয়ে-বাড়ী"
শত নক্ষত্র খচিত—চন্দ্রাতপ-মণ্ডিত—"বিয়ে-বাড়ী"
উৎসব রজনীর ভূরিভোজ—সজ্জিত—"বিয়ে-বাড়ী"

এ' বিয়ে-বাড়ীর নিমন্ত্রণে সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

**কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,**
১৪৩নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সদ্যস্নাতা ।

# বর-বিনিময়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### — গৌরচন্দ্রিকা —

গৃহে স্বামী-স্ত্রীতে কথোপকথন হইতেছিল, এবং বাহিরের মধ্যাহ্নের শরদ্রৌদ্র—বর্ষণার্দ্র-ধরণীর বক্ষ হইতে সিক্তগন্ধ টানিয়া বাহির করিতেছিল।

স্বামী নলিনীলোচন, বয়সে নবীন, কাজেই স্ত্রী ইন্দুনিভাননীও নবীনা ;—উভয়েই সুন্দর,উভয়েই শিক্ষিত,উভয়েই উভয়ের কর্ম্ম-জীবনের নিতান্ত নিকট সঙ্গী। দাম্পত্য-প্রেমের মধুর-রসে উভয়ের হৃদয়ই পরিপূর্ণ,—যেন বসন্ত-পল্লীর প্রস্ফুট বনকুসুমের আহৃত মধুর মধুচক্র।

নলিনীলোচনকে সকলে 'নলিনী' এবং ইন্দুনিভাননীকে 'নিভা' বলিয়া ডাকিত।

নলিনীবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের এম্‌-এ, নিভা—পল্লীর পাঠশালায় ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে মহানগরীর বৃহৎ প্রাসাদের মহাপণ্ডিত নলিনীবাবুকে পল্লীবাসিনী সামান্ত শিক্ষিতা নিভার নিকট তর্কে পরাজিত হইতে হইত। আমাদের কথা হঠাৎ শুনিতে অতি অসম্ভব বোধ হইবে, কিন্তু পাঠক মহাশয় নিজের দিকে চাহিলেই অকাট্য প্রমাণ পাইবেন।

নলিনীবাবু ও নিভাতে তখন কথা হইতেছিল, ভালবাসা লইয়া। উভয়ে যুবক-যুবতী—শরৎ-মধ্যাহ্নের বিশ্রাম-অবসরে একটা কিছু

অবলম্বনও চাই ; কাজেই ভালবাসা-তত্ত্বের মীমাংসার জন্য উভয়ে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল ! তাহার ফলাফল কি, তাহাদের তর্ক-মীমাংসা হইলে, সংসারের কোন বিষয়ে উন্নতি বা অবনতি হইতে পারিবে, তাহাদের সেই তর্ক-মীমাংসায় যাহা স্থির হইবে, তাহা জগতের কয়জন লোক গ্রহণ করিবে, বা কাহারো সে কথা কর্ণগোচরই হইবে না ; এ সকল ভাবনা-চিন্তার কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই। আন্দোলন-আলোচনা, তর্ক-কলহ-মীমাংসা করিয়া আনন্দ—তাই করিতেছিল। কর্ম্মহীন মধ্যাহ্নকাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া আনন্দ—তাই করিতেছিল।

কথায় কথায় নিভা বলিল,—"তোমাদের মতে চণ্ডীদাস কেমন কবি ?"

নলিনীবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"আমাদের মতে আর তোমাদের মতে কি সকল বিষয়ই পৃথক মনে কর ?"

নিভা। ওমা ; তা' আবার করি না ! আমরা মুখ্যু-সুখ্যু—তা'তে মেয়ে-মানুষ। আর তোমরা বড়-পণ্ডিত—তা'তে পুরুষ-মানুষ,—আশ্‌মান্‌-জমিন্‌ প্রভেদ।

নলিনী। তবে আমাদের মত তোমরা গ্রহণ কর না, কেন ?

নিভা। সব জায়গায় তোমাদের মত খাটে না। যেমন ক্রোধান্ধ ব্যক্তি সব বিষয় জানিতে-শুনিতে ও বিবেচনা করিতে পারে না, তেমনি আমরা বিবেচনা করি—শিক্ষান্ধ তোমরা, সকল বিষয় গুছাইয়া বুঝিয়া করিতে পার না।

ন। ( হাসিয়া ) ওঃ—তবে তোমার মতে আমরা শিক্ষান্ধ হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি ?

বস্ত্র-বিনিময়

নি। (হাসিয়া) একেবারে শূন্য না হইলেও, কতক কতক যে গোলযোগ পাকাইয়া ফেল, তাহা নিশ্চিত।

ন। বেশ,—একটা শিক্ষা হইল!

নি। (হাসিয়া) অনেক শিক্ষা হইবে—তবে ক্রমে ক্রমে। এখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম,—

ন। কি, বল? কিন্তু অঙ্কের মীমাংসায় কি শ্রীমতী সন্তুষ্ট হইবেন?

নি। (হাসিয়া) সন্তোষ-অসন্তোষ আমার কাছে,—তোমার মত তুমি বলিয়া যাও!

ন। বিষয়টাই বল না—গৌরচন্দ্রিকাতেই যে, বহু সময় কাটিয়া গেল, পালা আরম্ভ হ'বে কখন্?

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### — সূচনায় অবিশ্বাস —

নিভা হাসিয়া বলিল,—"যাহা বলিবার, তাহা ত' বলিয়াছি; চণ্ডীদাস কেমন কবি?"

ন। হাঁ, চণ্ডীদাস বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি।

নি। তাহার কতকগুলি পদের প্রকৃত অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমি বিবেচনা করি, এই কথাটায় ভালবাসা-তত্ত্বে—দুগ্ধে যেমন নবনীত, পুষ্পে যেমন গন্ধ, আখে যেমন মিষ্টতা বিদ্যমান, তেমনই বিদ্যমান আছে। চণ্ডীদাসের একটী পদের শেষে আছে,—

"চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী
পীরিতি না কহে কথা ;
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ত্যেজিলে
পীরিতি মিলয়ে তথা ।"

এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

ন। তাৎপর্য্য, এমন কঠিন কি ? প্রেম জিনিষটা মানুষের পক্ষে অতিশয় মাদকতাপূর্ণ। মানব-মানবীকে সংসারে প্রমত্ত করিয়া রাখিতে—ডুবাইয়া রাখিতে—বিস্মৃত করিয়া রাখিতে এমন আর কিছুই নাই ! কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি ইহার পরিসমাপ্তি হইয়া যায়, তবে হতাশ প্রেমিক—ব্যথিত প্রেমিক কি আশায় বুক বাঁধিয়া অপ্রাপ্য হৃদয়ের দেবতাকে ধ্যান করে ? যদি দেহের সঙ্গে সব লয় হইয়া যায়, তবে কোন্ ভরসায় এই তীব্র জ্বালা মানুষ সহ্য করিতে পারে ? তাই কবি, প্রেমের রাণী শ্রীরাধিকাকে স্মরণ করাইয়া দিবার ছলে, জগতের হতাশ প্রেমিক—ব্যথিত প্রেমিকগণকে শিক্ষা দিতেছেন,—এ মর-জগতে প্রেম না মিলিলেও ক্ষতি নাই, অপেক্ষা কর,—প্রতীক্ষা কর—তথায় মৃত্যুর পরে প্রেমের মধুর রস-ধারায় আত্মানন্দ লাভ করিতে পারিবে—যাহার জন্য বড় জ্বলিতেছ, তাহাকে লাভ করিয়া অনন্ত সুখে সুখী হইতে পারিবে।

নি। —"পীরিতি মিলয়ে তথা"—কবির এই 'তথা' জায়গাটা কোথায় ?

ন। (হাসিয়া) বোধ হয়, নরলোকে—স্বর্গেও হইতে পারে।

নি। হাসিলে যে ?

ন। শোন নিভা ;—কবির এই প্রবোধ-বাক্য ব্যর্থপ্রেমের হা—

হা—রব-মুখরিত-হৃদয়ে যে প্রকার অমৃত-ধারা বর্ষণ করে; সংযমীর—বিচারশীল চিত্তে বুঝি তেমন করে না।

নি। কেন?

ন। বৈজ্ঞানিকের মতে কবির উক্তি গ্রাহ্য নহে—উহা মাদকতাপূর্ণ বটে; কিন্তু যুক্তির আগুনে উহা পরীক্ষিত নহে। বৈজ্ঞানিক মীমাংসা ব্যতীত, মৃত্যুর পরে জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অনেকে প্রস্তুত নহেন।

নি। আর তুমি?

ন। প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস এক; ভাসা ভাসা বিশ্বাস আর। মৃত্যুর পরে জীবন—মৃত্যুর পরে কর্ম্ম-ফল ভোগ—মৃত্যুর পরে প্রেমের সোহাগে নিশি-জাগরণ—এ সকলের নিশ্চিত প্রমাণ কোথায়?

নি। দেখ, যথার্থ ইষ্টক-ভিত্তিতে গৃহ-নির্ম্মিত না হইলে, গৃহটি পড়িয়া যায়। আর যে বিশ্বাসের উপর জগতের লক্ষ লক্ষ লোক জগতের আদিকাল হইতে নির্ভর করিয়া আসিতেছে, সে বিশ্বাস কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে?

ন। জগতের বড় বড় মস্তিষ্ক এজন্য বহুকাল হইতে আলোড়িত হইয়াছে ও হইতেছে—কিন্তু প্রকৃত মীমাংসা কিছুই নাই। ঐ এক কথা—বিশ্বাস। যাহার বিশ্বাস হয়, সে একটু নিশ্চিন্ত হয়, যাহার বিশ্বাস না হয়—সেও ভাবিয়া ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হয়। ফল কথা, মরণের পরে কি হয়, ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে, একবার মরিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু মরিয়া যদি দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া আসা সত্য হয়, তথাপি সেই ভ্রান্তি—সেই শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর। কেন না, যে পুনরাগমন করে, তাহার আর কিছুই মনে থাকে না,—পূর্ব্ব-জীবনের জ্ঞান বিস্মৃতি-

গর্ভে নিহিত থাকে—মরিয়া ফিরিয়া আসিলেও এ বিষয়ে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-জ্ঞান কাহারও থাকে না। একটা দুর্ব্বোধ্য অভেদ্য প্রাচীরে জীবন ও মৃত্যু পরাপর বিভক্ত। মহা জ্ঞানী, মহা দার্শনিক, মহা বৈজ্ঞানিক এই প্রাচীরের কঠিন ভিত্তি ভেদ করিতে পারেন না; যুক্তি-তর্ক, বিশ্বাসীর আর্ত্তনাদ, অবিশ্বাসীর দণ্ড, সন্দিগ্ধের বাচালতা বাতাসে মিলাইয়া যায়।

নি। তোমার মত কি?

ন। আমার মত?—আমার মতে কি আসিয়া যায়?

নি। আমার বিশ্বাস—তোমার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

ন। সত্য?

নি। নয় কি মিথ্যা?

ন। তবে বলি শোন। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, আজ বিশ্বাসের উপর যাহার নির্ভরতা, তাহা আমি বিশ্বাস করি না।

নিভা বোধ হয়, কথাটায় তত সন্তুষ্ট হইল না। হিন্দুর মেয়ে—পরলোক আর জন্মান্তরবাদের উপর যাহাদের সমস্ত নির্ভর, তাহারা এ কথায় অন্তরে অন্তরে বেদনা অনুভবই করিয়া থাকে। কিন্তু মহাজ্ঞানী স্বামীর কথায় প্রতিবাদযোগ্য জ্ঞান তাহার কোথায়? কাজেই বেদনা-প্লুত-হৃদয়ে, উদাস চাহনীতে কয়েকবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে চণ্ডীদাসের কবিতা অগ্রাহ্য?"

নলিনীবাবু হাসিলেন,—সে কথার কোন উত্তর দিলেন না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### —পানে—

তখন বেলা তিনটা বাজে। নিভা বলিল,—“আমি তবে এখন যাই ?”

ন। কোথায় ?

নি। বাহিরে,—কাজ করিগে।

ন। আজিকার এই বেলাটুকু বাড়ী আছি, রাত্রির গাড়ীতেই কলিকাতায় যাইব, যে চাকরী—ছুটি নাই। আবার সাক্ষাৎ হয় যদি, তবে সেই বড়দিনের সময়।

নি। কেন, সম্মুখে পূজার ছুটিতে আসিবে না ?

না। না।

নি। ও মা, সেকি ? দশ-পনের টাকা মাহিনার লোকও যে দুর্গা পূজায় দীর্ঘ অবকাশ পায়, আর একশো টাকা বেতনের বাবু তুমি, তোমার ছুটি হবে না ?

ন। বড় মাইনের বড় গোলাম—অধীনতার শিকলও কি একটু কঠোর নয় ? আমি এই যে সাত দিন অবকাশ উপভোগ করিয়া গেলাম—পূজায় আর আমার অবকাশ নাই। অপর লোকে পূজার ছুটি পাইবে,—আমি আবার পাইব, সেই বড়দিনের সময়।

নি। তোমাদের আফিস বুঝি পূজার সময় বন্ধ হয় না ?

ন। না।

নি। আমায় কেন নিয়ে চল না ? সকলেই ত নিয়ে যায়।

ন। মা যে অস্বীকৃত।

নিভা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া—অনেকক্ষণ চাহিয়া, তারপর বলিল,—"মা হয়ত এখনি বকাবকি করিবেন। যাই, বাসন মাজিতে হইবে।"

ন। তুমি বাসন মাজিবে কেন?

নি। কে মাজিবে?

ন। কেন, ঝি?

নি। ঝি আসে না।

ন। আসে না,—সে কি! আমি ত এ কয়দিনের মধ্যে সেটা লক্ষ্যও করি নাই।

নি। মা তাহাকে জবাব দিয়াছেন। বলেন, 'কাজ এমন কি আছে যে, মাসে দুটো টাকা খরচ করিয়া ঝি রাখিতে হইবে।'

ন। ভদ্রলোকের পক্ষে বাসন মাজা, উঠান ঝাঁট দেওয়া, গোয়াল মুক্ত করা—এগুলা ভাল নয়।

নি। ওগুলা আমি করি।

ন। নীরি আর তুমি কর বুঝি?

নীরি বা নীরদা-সুন্দরী, নলিনী বসুর বিধবা ভগিনী। সে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে বিবাহিতা হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে বিধবা হয়। বিবাহের সময় ব্যতীত আর কখনও সে শ্বশুরবাড়ী যায় নাই। এখন সে ষোড়শী।

নি। না, ঠাকুরঝির মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, সে ওসব কাজ করে না।

ন। মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়? কৈ, মা'ত আমাকে সে সম্বন্ধে এ কয়-দিনের মধ্যে কিছু বলেন নাই! মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়;—তার অষুদ-পত্রের কোন ব্যবস্থা নাই কেন? তুমিও ত কিছু বলনি?

নি। এখন হয় না। পাঁচ-সাত মাস আগে সর্দ্দি করিয়া তিন-চারিদিন জ্বর হইয়াছিল।

ন। এই যে বলিলে, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়?

নি। মা তাই বলেন, আর ঠাকুরঝিকে কোন কাজ করিতে দেন না।

ন। কাজ করিতে না দেন, নাই-ই দিন, আহা! বুড়ীর কষ্টের বিষয় ভাবিলে বড়ই কষ্ট হয়। হিন্দু-বিধবা, সর্ব্বসুখ-বিবর্জ্জিতা! তবে ঝি রাখা, মার কর্ত্তব্য। নিতান্ত অর্থাভাব নাই,—ও-সকল বাজে কাজে—যে কাজে ভদ্রলোকের নিতান্ত কষ্ট—সামান্য অর্থের জন্য, তাতে তোমাকে নিযুক্ত করেন কেন? যাক্—আমি রাত্রির গাড়ীতে যাইব—আজিকার এ সময়টুকু তুমি ও-সকল কাজে যাইতে পাইবে না। হারমোনিয়ম আন,—একটা গান গাও।

নি। আমি তাহাতে স্বর্গ-সুখ মনে করিব, কিন্তু তুমি বাড়ী হ'তে চলিয়া গেলে, মা আমাকে নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও গালাগালি করিবেন।

ন। না না—তা' করিবেন কেন!

নিভা তখন উঠিয়া গিয়া হারমোনিয়ম পাড়িয়া আনিল এবং তাহার বস্ত্রাবরণ উন্মুক্ত করিয়া, নাড়িয়া-চাড়িয়া, বেলো করিয়া স্বামীকে বলিল,—"তুমি গাও।"

ন। না না, তুমি গাও।

নিভা স্বামীর আজ্ঞা পালন করিল। তাহার কণ্ঠের অমৃতধারা ঢালিয়া হারমোনিয়মের মধুর স্বরের সহিত স্বর মিলাইয়া গাহিল,—

তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই ;
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই।
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিশ্চয় জানিহ মুঞি ভোখিমু গরলে।
এছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ,
মোর আগে দাঁড়াও, তোমার দেখি চাঁদ মুখ।
খাইতে সোয়াস্তি নাই, নাহি টুটে ভুক,
কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুঃখ।
চণ্ডীদাস কহে রাই, ইহা না জুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

— মা —

গানের স্বর গ্রামে উঠিল, গ্রামে গ্রামে পড়িল ;—শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্র-দগ্ধ বাতাস তখন অপরাহ্নের শৈত্যসংস্পর্শে সুখস্পর্শ হইয়া আসিতেছিল ;—সেই সুখ-স্পর্শ-সমীরের সঙ্গে সেই মধুর স্বর গৃহের মধ্যে স্বর্গের সুধা ছড়াইয়া ফিরিতেছিল। নলিনীবাবু বংশীর মাদকতায় প্রমত্ত মৃগের ন্যায় সে গানে মগ্ন, মত্ত ও নিস্তব্ধ হইয়া মর্ত্ত্যের গৃহে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

এই সময় ভোজন দ্বার ঠেলিয়া নলিনীবাবুর মাতা সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, শরাহত হরিণীর ন্যায় নিভা চমকিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি গান বন্ধ করিয়া, হারমোনিয়মটা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

মগ্ন-মাতোয়ারা নলিনীবাবু সহসা মাতার আগমনে নিতান্ত আনন্দ জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু বিরক্তও হইলেন না। মনে হইল, বিশেষ কি কাজে বুঝি মা সেখানে আসিয়াছেন,—না আসিলে নয় তাই বুঝি মা আসিয়াছেন। এখনই সে কার্য্য আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে না জানাইলে কার্য্য হানি হয়, সেইজন্য মা আসিয়াছেন। নলিনীবাবু মাতার মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, তিনি রক্তমুখী—প্রসারিত-নয়না!

নলিনীবাবু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে মা?"

নলিনীবাবুর মাতা ক্রোধ-রক্ত নয়ন ভ্রূকুটী কুটিল করিয়া কর্কশ-কঠোর-কণ্ঠ গম্ভীর আরাবে পূর্ণ করিয়া, দম্ভ ও মাৎসর্য্যের ভাবে সে স্বর নমিত করিয়া বলিলেন,—"বাবা, পাড়গাঁয় বাস করা আমার দায় হ'ল—কেউ ঘটি দেবে না বাবা; ঘটি দেবে না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ—প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র—মেধাবী ও সাহিত্যবিৎ নলিনীবাবু, মাতার কথাগুলার সম্যক্ অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কাজেই বুদ্ধির অগম্য উপদেশপ্রাপ্ত শিষ্য যেমন শিক্ষকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, নলিনীবাবু মাতার মুখের দিকে তেমনই ভাবে চাহিয়া রহিলেন। নিভা সে কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও, বুঝিয়াছিল—ইহা পূর্ণার্থ-প্রকাশক বাক্যাবলী নহে,—ভূমিকামাত্র। আসল কথার প্রকাশ সত্বরেই হইবে। তাই বিদ্যুদ্বিকাশ দেখিয়া মেঘ গর্জ্জনের আশঙ্কায় পথিক যেমন সন্ত্রাসিত হয়, তেমনই হইয়া নিভা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

দম্পতির কেহই যখন 'ঘটি' না পাইবার কারণরূপ মূল্যবান তত্ত্বের বিশেষ বারতা জিজ্ঞাসা করিল না, তখন বাকব্যায়ে বৃথা সময় নষ্ট না

করিয়া নলিনীবাবুর মাতাই সে কথার বিস্তৃত ও বিশদ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন,—"কাজেই ঘটী দেবে কেন;—বামুন-কায়েতের বাড়ী—ভদ্দর লোকের বাড়ী—গেরস্তর বাড়ী—এখানে দিন-দুপুরে কোণের বউ—ও মা; ছিঃ ছিঃ ছিঃ—গান গা'বে! একি বোষ্টমটোলা, না বেশ্যাপাড়া! ঘটী ত দেবেই না,—পাড়ার বৌ-ঝি এবাড়ীতে আসা বন্ধ কোরেছে! সেদিন অম্‌নি ও বাড়ীর ন-ঠাকুর কত বোল্‌লেন,—যদুর মা তিনকেলে বুড়োমাগী—গিন্নিবান্নী মানুষ, দশ কথা শুনিয়ে দিলেন,—আমাব তখন মরণ হোলেই বাঁচতাম।"

কথা নলিনীবাবুর বুদ্ধিগম্য হইল। হাসিয়া বসিলেন,—"এতে কোন দোষ হয় না, মা।"

ন-মা। হেসো না বাবা;—হাসি ভাল লাগে না। তুমিই ত সর্ব্বনাশ কোল্লে। তোমার ইংরাজী পড়া খৃষ্টানী মত হিন্দুর বাড়ী খাটে কি? নিয়ে যেও, ও পাহাড়ে বৌ কল্‌কেতায় নিয়ে যেও, সেখানকার সব খৃষ্টানী মত—সেখানে গিয়ে ওসব চালিয়ো; যে ক'দিন আমি মরণ-অভাবে বেঁচে থাকি—সে ক'দিন এখানে অমন বেহায়ামো কাজ চল্‌বে না।

ন। শোন মা;—

ন-মা। ও, তোমার লেখায়-পড়া শেখায় আগুন লাগুক্—আমার ওপর রুকে উঠলে? যম; তুমি আমাকে নেও। মিন্সে—পোড়াকপালে মিন্সে—চোখখেগো মিন্সে—আমাকে এই সকল ভোগ কোর্‌বার জন্যে ফেলে রেখে নিজে স্বর্গে চ'লে গেলেন।

তাঁহার রক্ত-চক্ষুতে জল আসে-আসে হইল। অভিমানের আগুনে বিদগ্ধহৃদয়া নলিনীবাবুর মাতা যে মিন্সের উদ্দেশে এত কথা বলিলেন,

তিনি তাঁহার স্বর্গগত স্বামী,—নলিনীবাবুর পিতা। প্রায় দশ বৎসর হইল, নলিনীবাবুর পিতার মৃত্যু হইয়াছে।

নলিনীবাবু মাতার এতাদৃশ ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ,কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ, কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। একটু চাপা-গলায়, একটু জড়িত স্বরে, একটু রাগের ভবে, বলিলেন,—"যারা না আসে, তারা নাই বা এল!"

বিমর্দ্দিতপুচ্ছ-ভুজঙ্গিনীর ন্যায় নলিনীবাবুর মাতা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন! বোধ হইল, পুত্রের এই কথায় সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ক্রোধের আগুন ঝলকে ঝলকে বহিয়া গেল। অতি তাচ্ছিল্যভাবে অতি উদারতার ভাণ-অভিনয়ে,অতি প্রশান্ততার নির্ব্বেদ স্বরের ভাব প্রকাশে বলিলেন,—"পণ্ডিত ছেলের মা আমি, আমাকে এক ঘ'রে হ'তে হ'বে বৈ কি! বেশ বাবা;—বেঁচে থাক।"

নলিনীবাবু অধিকতর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন,—"মা! তুমি অতি শীঘ্র অত্যন্ত রাগিয়া যাও।"

ন-মা। তা' রাগি না! কোন্ বেটী চুপ করে থাকতে পারে গো! দিন দুপুরে ঘরের বৌ, গেরস্তের বৌ—হারমোনি বাজিয়ে গলা ছেড়ে গান গায়! আমার জাত গেল—মান গেল! ছোট লোকের মেয়ে এনে আমার নানান্ দুর্দ্দশা হোলো।

ন। বেশী বকা ভাল নয় মা,—সব বিষয়েরই মাত্রা আছে;—মাত্রা ছাড়া কোন কাজই ভাল নয়।

ন-মা। উপদেশে বড় সন্তুষ্ট হলাম মাণিক। আমি বোকা, তাই গায়ের গহনা বেচে—হাতের পয়সা বিনাশ ক'রে বড় আশায় তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম,—হায় হায়, তার পরিণাম এই গো! এখন আমি বিধবা মেয়েটাকে নিয়ে পথের কাঙাল হ'লাম।

ন। হ্যাঁ মা,—সে কি ? তুমি কি ক্ষেপলে না কি ?

ন-মা। ক্ষেপুক তোর আদুরে বৌ'র বাপ-মা! ছোটলোকের মেয়ে, লাগিয়ে-ভাঙ্গিয়ে তোমাকে বেশ তোয়ের করেছি বাবা! তা' করুক—বিধবা-মেয়েটাকে নিয়ে দশ দুয়রে ভিক্ষে করে খাব।

ন। অদৃষ্টে যদি তাই থাকে করিয়ো।

ন-মা। অত অহঙ্কার থাকবে না বাবা ;—এখনও চন্দ্র-স্থর্য্যি উদয় হচ্চেন। ঐ ছোটলোকের মেয়ে তোমাকে পেটে ধরেনি। ওর মা-বাপ প্রসব কোরে দেয় নি! অমন বৌ মরুক, মরুক,—আমি খোলসা হই! আমার রাড় মেয়েটাই কাল হ'য়েছে—তার জন্যেই আমার এত সহ্য করা—নইলে এ অপমান সহ্য কোরে কোন্ বেটী থাকতে পারে।

অতঃপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে নলিনীবাবুর মাতা অতি দ্রুতগমনে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

নির্জ্জিতা হরিণীর ন্যায় উদাস-কম্পিত-হৃদয়ে দীন-নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নিভা বলিল,—"শুন্‌লে ?"

দুঃখিতান্তঃকরণের বিষণ্ণ স্বরে নলিনীবাবু বলিলেন,—"শুন্‌লাম-দেখলাম—বুঝলাম , কিন্তু উপায় নাই। মা স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ !"

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### — হরিমতী —

সেই দিন রাত্রির গাড়ীতেই নলিনীবাবু চাকুরীস্থান কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

নিভা শাশুড়ীর ক্রোধ-করতলে পড়িয়া সমভাবে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল।

নিভার শাশুড়ী পাড়ার মধ্যে যে কলহপ্রিয়া দুঃশীলা বলিয়া পরিচিতা তাহা নহেন। বরং তিনি 'ভাল-গিন্নি' বলিয়াই খ্যাতা।

বাঙ্গালার শাশুড়ী-বৌয়ের মধ্যে এই দ্বেষাদ্বেষি চিরবিখ্যাত এবং ইহা যেন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। অল্পাধিক পরিমাণে শাশুড়ী-বৌয়ের কলহ প্রায় সকল ঘরেই দেখা যায়।

এই অশুভ ব্যাপারের দুইটি কারণ অনুভব করা যায়। এক—শাশুড়ী যখন পুত্রবধূ ঘরে আনেন, ভাবেন,—সে আসিলে আমার মানব জন্মের সফলতা সম্পাদিত হইবে,—গৃহ উজ্জ্বল হইবে;—পুত্রবধূর মধুর কথায় আর সেবা শুশ্রূষায় আমি দেবতার ন্যায় দিন অতিবাহিত করিব। আমার আদেশ—আমার ইঙ্গিত—আমার মনের ভাব,—দেবতার আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করিয়া বধূ বেচারা আমার সংসারে আসিয়া দিন কাটাইয়া দিবে। কিন্তু এই কল্পনার ইন্দ্রধনু বাস্তবের রাজ্যে গিয়া সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায়। যে আসে, সে শাশুড়ীর যতটুকু অধিকার প্রাপ্য সেটুকু প্রদান করিয়া, নিজের সুখ-শান্তি ও বিশ্রামের দিকে টানিয়া বসে! শাশুড়ীর বহুদিনের আমিত্বের মহামায়া, সংসার, বাক্স, পেটারা, মায়-ঘর-দুয়ার, এমন কি অতি স্নেহের পুত্রের উপর পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে বড় সংসারের আমিত্বের দাবী দিয়া বসিতে থাকে। দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে পুত্রবধূর যত আমিত্বের পসারও বিস্তৃত হইতে থাকে, শাশুড়ী ততই পুত্রবধূর আমিত্বের দৃষ্টিতে—প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখিতে থাকেন! তাঁহার তখন প্রতিকাজেই জ্ঞান হয়, বধূ যেন তাঁহাকে বাহু-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সংসার দখল করিয়া লইতেছে। দ্বিতীয়—এ জগতের সামাজিক নিয়তির চাল-চলন পরিবর্ত্তনশীল,—আজ যাহা ভাল, কাল হয়ত সে ভাল বলিয়া সমাজে চলে না।

সমাজের পরিবর্ত্তনে মানুষের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন,—প্রবীণা শাশুড়ীর স্বভাবে আর নবীনা পুত্রবধুর স্বভাবে কিছু পার্থক্য ঘটিয়া থাকে,—এই পার্থক্যজনিত ব্যাপারে শাশুড়ী বধুকে তাঁহার মত করিতে চাহেন, বধু তখনকার নিয়মানুসারে শাশুড়ীর কথা ভাল বলিয়া গ্রহণ করে না,—কাজেই ইহাও গোলযোগের একটা কারণ হয়।

ভরসা করি, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাপ্রাপ্তশাশুড়ী, বধু উভয়েই কথা গুলা একটু অনুধাবন করিয়া সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। নিভার শাশুড়ী ও নিভাতে কিন্তু কোনপ্রকার শান্তি-সন্ধি সংস্থাপিত হইল না! যত দিন যাইতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে অশান্তির আগুন ততই জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নিভা স্বামীকে এ সকল লিখিয়া জানান অকর্ত্তব্য মনে করিত,—সে স্বামীকে যে সকল পত্র লিখিত, তাহাতে কোন দিনও এ কথার একটু উল্লেখও করিত না। তাহার মনে হইত, তিনি বিদেশে পরের চাকুরীর প্রাণান্তকর খাটুনি খাটিয়া দিন কাটাইতেছেন, আর আমি বাড়ী বসিয়া, তাঁহার সেই কষ্টার্জ্জিত অর্থদ্বারা সুখসেব্য দ্রব্য ভোজন করিয়া দিন কাটাইতেছি;—তথাপি তাঁহাকে আবার এই বিষয় জানাইয়া বিরক্ত করিব! তিনি সে দিন যাইবার সময় বলিয়া ছিলেন,—'শুনলাম, দেখলাম, বুঝলাম—কিন্তু কি করি, মা!' তাঁহার যখন কোন হাত নাই—তখন শুধু লিখিয়া কষ্ট দিই কেন? নীরবে সহিয়া যাইব—স্বামীর মা, আমার গুরুর গুরু! কিন্তু দুঃখ হয়, আমি পুত্রবধু, আমাকে যত পারেন,—যত ইচ্ছা হয় গালাগালি দিন—বকুন,—মারিতে ইচ্ছা হয় মারুন,—কিন্তু আমার নিরপরাধ দেবতুল্য পিতামাতাকে ছোটলোক বলিবেন কেন? গালাগালি দিবেন কেন? তারপরে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত সে জ্বলন্ত জ্বালা বক্ষোমধ্যে চাপিয়া লইত।

এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিভা দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় বসিয়া ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা করিতেছিল এবং সন্ধ্যার দীপ গুছাইয়া অদূরে রাখিয়াছিল।

পাড়ার হরিমতি অনেকদিন পরে শ্বশুর বাড়ী হইতে তিন দিন হইল বাপের বাড়ী আসিয়াছে। এই সময়সে,সেই বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। সে আসিয়া আগেই নীরদাকে খুঁজিয়া লইয়াছে, যেহেতু হরিমতি নীরদার বাল্য-সহচরী! বহুকাল পরে উভয়ে উভয়ের সঙ্গেই আনন্দ লাভ করিল। অনেক কথা-বার্ত্তার পরে হরিমতি নিভার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

নিভার শাশুড়ী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"হরি, মা;—ঐ অসুকেই আমি যাই মা। সাত নয়, পাঁচ নয়;—আমার ঐ একটি ছেলে—ছেলের বৌ আমার সর্ব্বস্ব ধন! সবই ওর,—কিন্তু মা, বৌ আমার ভাল নয়!"

হরিমতি সে কথায় সম্পূর্ণ সমবেদনা জানাইয়া বলিল,—"কেন জ্যাঠাই মা; তোমার বৌ ত বড় ভাল ছিল! অমন মিশুক বৌ এ গাঁয়ে আর ছিল না। এখন কি হ'য়েছে?"

ন-মা। আমার অদৃষ্ট মা;—সব আমার অদৃষ্ট! জানিস্ মা; আমার এই পোড়াকপালী মেয়েই কাল হ'য়েছে।

হরি। সেকি! ওর আর সংসারে কিসের দরকার? একমুঠো ভাত, আর একখানা কাপড়। আর যা করবে—যা খাটবে, সবই ত' বৌয়ের জন্য। (হাসিয়া) পোড়ার মুখ কোথায় আছেন, দেখা কোরে চুল ছিঁড়ে দিয়ে এখনি বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্চি যে, বুড়ো ঢেঁকী এ হুঁস্ নাই? নীরির সঙ্গে বুঝি ঝগড়া করা হয়।

ন-মা। যে ঝগড়া করে, মানুষ ত' তারে পারে,—এ দিবা-রাত্রি মুখ বিষণ্ণ—বিরস, যেন পুকুরের জলে আগুন লেগেছে। কোন কাজের মধ্যে না, কেবল ঐ হতভাগী আটকপালীর কাজে খুঁত ধরা—আর পেন্‌পেনানি কাঁদা!

হরিমতি নিভাকে জানিত—নিভার সহিত তাহার প্রাণের পরিচয় ছিল,—সে নিভার শাশুড়ীর আরোপিত এ সকল দোষ গ্রাহ্য করিতে পারিল না। সেও এই মাত্র তিন দিন শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিয়াছে;—সে বুঝিল হতভাগিনীর মর্ম্মস্থলে আগুন ধরাইয়া দিয়া, শাশুড়ী, ননদীরূপে বর্ত্তমানে তাহাকে দহন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল,—"বৌ কোথায়?"

ন-মা! ঐ দক্ষিণের বারান্দায় আছেন। পোড়া কাঠ ব'সে ব'সে ভাবছেন। আমার দুরদৃষ্ট—একটি বৌ, খাওয়াব, পরাব,—মেয়েটিতে বৌটিতে সর্ব্বদা নাচের পুতুলের মত বেড়াবে—সুখী হব।

হ। তুমি একটু চেষ্টা করলে তা হবে বৈ কি। তোমার বৌ খুব ভাল।

ন-মা। তাই আশীর্ব্বাদ কর মা,—বৌ আমার সেরে যাক্।

নীরদা হাসিয়া বলিল,—"কেন, তোমার বৌয়ের কি বিকার হয়েছে নাকি?"

হরিমতি হাসিয়া বলিল,—"এও এক রকম বিকার বৈ কি?"

তারপরে হরিমতি নীরদার সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে বধূর উদ্দেশে দক্ষিণ ঘরের বারান্দায় গমন করিল।

সন্ধ্যার দীপ সজ্জিত হইয়া প্রজ্বলনের প্রতীক্ষায় নিভার বাম দিকে অবস্থান করিতেছিল এবং নিভা তাহার দক্ষিণে নাতিদূরে চণ্ডীদাস্‌-

পদাবলী হস্তে বসিয়া শাশুড়ীর সন্তাড়ন, ননদীর সর্ব্বকার্য্যে মিথ্যা দোষারোপ আর স্বামীর দীর্ঘ অদর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের চিন্তা করিতেছিল। সূর্য্য তখন পশ্চিম-গগনগাত্রে ডুবু ডুবু। সমীরণ সুশীতল এবং সুখদ।

হরিমতি হাসিমুখে তথায় দর্শন দান করিয়া বলিল,—"কি লো, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মত কোন একটা আবিষ্কার কর্‌বি নাকি?"

নিভা চাহিয়া দেখিল, হরিমতী। হরিমতি বিদূষী এবং তাহার বড় প্রিয়। অনেকদিন পরে সে আসিয়াছে—তাহার প্রাণে এই বিষাদ-কালে সুহৃদ্‌-মিলনের একটা আনন্দ তুফান উঠিল! ক্লিষ্ট—বিষণ্ণ অধরে মিলনানন্দের হাসি ফুটিল। বলিল,—"আবিষ্কারের চিন্তা নয়, নিষ্কারের চিন্তা,—কবে এলে?"

হ। কি, নিষ্ক যাদুমণি? নয়া প্রাণটা বুঝি? রাই ধনি!—অত উতলার কাজ নয়! প্রতিজনের প্রাণেই দাগা আছে,—এবং কিছু-কাল থাক্‌বেও; তার জন্য পিঠ আর পেটকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

নি। আর কান দুটোকে?

হ। যোগীর মত তুলো দিয়ে বন্ধ ক'র্‌তে হবে।

নি। রবির তেজ্‌ সর্ব্বত্র একরূপ নয় লো,—কোথাও হেমন্তের রৌদ্র, কোথাও শীতের রৌদ্র, কোথাও বসন্তের, কোথাও বা গ্রীষ্মের। যেখানে শরতের—সেখানে বড় প্রখর, আর গাত্রদাহও প্রাণান্তকর!

হ। তা' হোক্‌—এখন কেমন আছ?

নি। মন্দ কি?

নীরদা, হরিমতি ও নিভার এই কথোপকথনে আপনাকে কিঞ্চিৎ

অবমানিতা ও নিজ মাতাকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার হেতুভূতা মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সে চলিয়া যায়। কিন্তু হরিমতির খাতিরে তাহা পারিল না। হরিমতি সে গ্রামের প্রধান ব্যক্তির কন্যা এবং শিক্ষাতে প্রধানা। আমোদ-আহ্লাদ গল্প-গুজব ও সাধারণের কাজে সে সর্ব্বজন-পূজিতা।

হরিমতি নিভার আহ্বানে তাহার নিকট গিয়া উপবেশন করিল, এবং নীরদাকেও বসিতে ডাকিল!

নীরদা গিয়া হরিমতির পার্শ্বে বসিল। তিনজনে গল্প-গুজব হইতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—গৃহস্থবাটীতে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল এবং শঙ্খরবে সন্ধ্যা গমনের বার্ত্তা ঘোষিত হইল!

নিভা উঠিয়া সাজানো প্রদীপে আলো জ্বালিতে গেল, কিন্তু সাজানো প্রদীপটী গড়াইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার তৈল খানিক মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, কতক নীরদার অঞ্চলাগ্রে লাগিয়া গিয়াছে। তৈলসিক্ত সলিতাগুলা পড়িয়া রহিয়াছে!

অবস্থা দেখিয়া নিভা বুঝিল, নীরদার অসাবধানতাতে প্রদীপের এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সে কোন কথা বলিল না,—প্রদীপটাকে তুলিয়া সলিতাগুলা কুড়াইয়া, পুনরায় প্রদীপ সাজাইতে লাগিল।

হরিমতি হাসিয়া বলিল,—"সাজানো প্রদীপের ঘাড়ে যে নীরি চরণদানে ওকে প্রদীপজন্ম থেকে উদ্ধার করিস্‌ নি, এই সৌভাগ্য!"

নীরদা অপ্রতিভ হইল, কিন্তু এই সকল কার্য্যে তাহার মাতার নিকট সর্ব্বদা অবিচারের সোহাগ-জল সিঞ্চনে তাহার হৃদয়বৃত্তি এরূপ নিকৃষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল যে, অল্পেতেই ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িত এবং

সেই ক্রোধ নিভার সমস্ত দেহটাকে বিপ্লুত করিয়া রসিত। এ স্থলেও তাহাই হইল। রৌদ্রপূর্ণ আকাশের কোন প্রান্তের একটুখানি মেঘ—যেমন করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন করিয়া বসে,—নীরদার হাসিমাখা মুখেও মুহূর্ত্তে তেমনি হইল। সে মুখ ভারি করিয়া, উঠিয়া চলিল। হরিমতি বলিল, "নীরি, যাস যে!"

নী। যাই কাপড় ছাড়িগে। কাপড় যে, তেলে-তেলে হ'য়ে গেছে। দাদার রক্ত-ঘামান টাকা— এইরূপেই যায়!

হ। সে দোষ কার! তুই ত' পোড়ারমুখী, না দেখে প্রদীপটার ঘাড়ের উপর গিয়ে ব'সেছিলি। প্রদীপটা যে চালাক—তাই গড়াগড়ি দিয়ে স'রে প'ড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। আর প্রদীপ বোধ হয়, বৈয়াকরণদের মতে ক্লীবলিঙ্গ—তাই জীবন্ত আছে, নতুবা অমন অপ্সরা-রূপের অঞ্চল-স্পর্শে দ্বিখণ্ড হ'য়ে ফেটে যেত।

হরিমতির সে রহস্য—সে সখ্য-প্রেম নীরদার নিকট শ্লেষের অগ্নিবাণ জ্ঞান হইল। তাহার বুদ্ধি-তত্ত্বে এই প্রতিভাত হইল যে, ভাইখাকী বৌর ইঙ্গিত-প্ররোচনায় হরিমতি বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে এতগুলা বাক্য শুনাইয়া দিল। তাহার মুখ আঁধারের মেঘাচ্ছন্ন দিবসের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

নিভা হরিমতিকে বসিতে অনুরোধ করিয়া দীপ জ্বালিতে গমন করিতেছিল, কিন্তু হরিমতি বসিল না; বলিল—"আজ সন্ধ্যা হইয়াছে, কাল দুপুরে আসিয়া নিভার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করিব, আজ এখন যাই"

সে চলিয়া গেল। নিভাও সন্ধ্যার দীপ গুছাইয়া সন্ধ্যার কাজ সমাপন করিতে গেল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

— পুঁটুলি —

নিভা যাহা মনে করিয়াছিল, সন্ধ্যার পরে তাহাই ঘটিল। তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি ভেবেছ কি, স্পষ্ট কোরে বল,—আমরা তাই করি।"

নিভা সঙ্কুচিতভাবে, দীনার্ত্তস্বরে বলিল,—"আমি কি ভাবিব মা;—তুমি আমার শাশুড়ী,—গুরুলোক; আমি কিছুই ভাবি নাই। আমাকে যে আদেশ করিবে, আমি তাই করিব।

শা। আশা করিয়াছিলাম তাই,—আমার বড় কষ্টের ছেলে নলিন—দশ নয় পাঁচ নয় একটি ছেলে নলিন; তার বৌ তুমি, তোমাকে নিয়ে অ মোদ-আহ্লাদে ঘর-সংসার করব, ইহাই মনে ছিল।

নি। আমি কি করিতেছি মা?

শা। তুমি আসল ছোটলোকের মেয়ে, তোমাকে ঘরে এনে আমার সর্ব্বনাশ হ'ল।

নি। ভগবান জানেন, তোমার কি হ'য়েছে কিন্তু মা আমি তোমার বেটার বৌ, আমি তোমার দাসী, আমি যদি দোষ কোরে থাকি আমাকে ক্ষমা কর,—আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর।

শা। তুমি লেখা-পড়া শিখে কথার পুঁটুলি হয়েছ—বজ্জাতের ধাড়ী হয়েছ—কথায় তোমাকে কেউ আঁটবে না। কিন্তু তোমার প্রাণখানি সমস্ত বিষে ভরা; আসল কথা, তুমি আমার মেয়েটাকে দেখতে পার না। তোমার ইচ্ছা ওকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি তোমার

দাসী হ'য়ে থাকি—তোমার ভাত রাঁধি, সংসারের কাজ-কর্ম্ম করি, আর তুমি এয়ার-বন্ধু নিয়ে গান ও গল্প কোরে দিন কাটাও।

নি। মা! মা! এ সকল কথা বলা কেবল আমাকে অভিশাপের আগুনে দগ্ধ করা।

শা। ধেড়ের শাপে নদী শুকায় কি? আমার অভিশাপে তোমার কি হবে। যদি হ'ত, এতদিন তোমার সকল গায়ে কুড়ি ফুটে বেরুত।

নি। কেন মা! আমি তোমার কি করেছি?

শা। হারামজাদী;—ছোটলোকের মেয়ে, অত নেকামি ভাল লাগে না। ঐ এক কথা—কেন লা, খাওয়া-কাওয়ার মেয়ে;—যখন না তখন আমার মেয়েকে অপমান কোরবি? আমি তোর বরকে ভয় করি? না তোর বাবাকে ডরাই? ফের যদি আমার মেয়েকে কিছু বলবি—তোর ধড় এক ঠাঁই কোরে তবে ছাড়বো। তোর কোন বাবায় রক্ষা করে তখন দেখে নেব।

নি। ঠাকুরঝির আমি কি কোরেছি?

শা। কেন লা, হরিমতীর সাম্‌নে ওকে অমন তছনছ কোরে বললি কেন?

নি। আমি কি বলেছি? ঠাকুরঝি ত' এখানে আছে, জিজ্ঞাসা কর দেখি?

শা। চুপ্ কর হারামজাদী—ছোটলোকের মেয়ে, আমার সঙ্গে মুকুটী! কেন, ওর কাপড়ে প্রদীপের তেল ঢেলে দিয়ে, অমন ঠাট্টা করা হ'ল কেন? ওকি তোমার যোগ্যি মানুষ নয়? অহঙ্কারে আগুন লাগবে!

নি। আমার কিসের অহঙ্কার মা! আমার যা' নিয়ে অহঙ্কার মনে

কর, তাতে যদি আগুন লাগে, তবে আমার চেয়ে তোমার ক্ষতি যে অধিক মা! আমি কি ঠাকুরঝির কাপড়ে প্রদীপের তেল ঢেলে দিয়েছি? হ্যাঁ ঠাকুরঝি, মার কাছে কি তুমি ঐকথা বোলেছ?

শা। বোলেছে—ওর কি কর্‌বি লো—ভাই-খাকী?

নিভা কোন কথা কহিল না। তাহার দীর্ঘায়ত চক্ষুর জলে গণ্ড ভাসিয়া যাইতেছিল।

নিভার শাশুড়ীর ক্রোধ-বহ্নি ক্রমান্বয়ে প্রজলিত হইয়া যাইতেছিল। এ ক্রোধের প্রধান হেতুভূত কারণ, তাঁহার অভাগিনী বিধবা-কন্যা নীরদার উপরে পুত্রবধুর অত্যাচার ও আক্রোশ-আশঙ্কা। কন্যা নীরদাও মাতৃ-আদরের অযথা ও অপ্রাপ্য সোহাগের তরাস উত্তেজনায় দিনে দিনে গলিয়া উঠিয়া ভ্রাতৃ-বধুর উপরে চটিয়া যাইতেছিল! যদি গৃহিণী এ স্থলে কন্যা ও বধুর উপরে সমান শাসন ও পালন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন, তবে উভয়ের মনোবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইত না,—একে অপরের উপর বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিত না;—সংসারও রসাতলের দিকে যাইত না।

নলিনীর মাতা প্রথমেই পুত্রবধুকে নিজের অধিকার-বিচ্যুতি আশঙ্কার কারণরূপে দর্শন করিয়াছেন, তার উপরে তাহার আধুনিক চাল-চলনে তাহাকে কতকটা 'বেহায়া বৌ' এবং পুত্রকে তদনুগত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তদুপরি আবার নিজ-কন্যা নীরদা যে বধুর উপরে সর্ব্বকার্য্যে প্রভুত্ব করিতে পারে না, তাহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

মানুষ যে বৃত্তির অনুশীলন করে, যে চেষ্টা আলোচনা-আন্দোলনে অধিক সময় অতিবাহিত করে, ক্রমে তাহাতে ডুবিয়া পড়ে। ক্রমে সে

বিষয়ের সমস্ত বিচার শক্তি হারাইয়া ফেলে,—সামান্য কারণে তন্ময় হইয়া যায়।

ক্রমে নিভার শাশুড়ী সেই দশা প্রাপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি পুত্রবধূর উপরে এরূপ বিরক্ত ও ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িলেন যে, কেহ তাহার সুখ্যাতি করিলে, তাঁহার ভাল লাগিত না। কেহ তাহাকে মিষ্ট কথা বলিলে, তিনি রুষ্ট হইতেন। কেহ তাহার সহিত মিশিলে, তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন না। আর কন্যা নীরদাকে এত অযোগ্য করুণা দিতেন যে, সে যে কথা তাঁহাকে বলিত, তাহা বিচার-বিহীন অবস্থাতেই গ্রহণ করিতেন, যোগ্য কি অযোগ্য ভাবিবার অবসর তাঁহার ছিল না। পাড়ার কোন স্ত্রীলোক যদি নীরদার সহিত কথা না কহিয়া নিভার সহিত কথা কহিত, তাঁহার তাহাতে অপমান জ্ঞান হইত। কেহ যদি কোন দ্রব্য দিতে আসিয়া নীরদাকে না ডাকিয়া নিভার নিকট দিয়া যাইত, তাঁহার তাহাতে অতিশয় কষ্ট হইত!

সন্ধ্যাব পরে তিনি পুত্রবধুর উপরে শাশুড়ী-জনোচিত শাসনের উপযুক্ত ব্যবহার করিতেছিলেন, সেই সময় ও-পাড়ার রমণীমোহন খড়মের শব্দ করিতে করিতে নলিনীদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহার পদশব্দ পাইয়া, কোন ভদ্র-পুরুষের আগমন বুঝিয়া নিভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল;—নিভার শাশুড়ী অগত্যা ক্ষণিকের জন্য বুকের আগুন বুকে চাপিয়া আগন্তুকের অপেক্ষায় নীরব হইলেন। নীরদা যেমন মাতার পার্শ্বে বসিয়াছিল, তেমনই রহিল এবং অদূরে একটা অল্পমূল্য লণ্ঠনের মধ্যে মৃৎপ্রদীপে যে আলোটা বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল, সে জ্বলিতেই লাগিল।

রমণীমোহন ততক্ষণে বাড়ীর মধ্যে আগমন করিয়া ডাকিল,—"ঠাকুর-মা, কোথায় গো ?"

গ্রাম্য-সম্পর্কে নলিনীর মাতা রমণীর ঠাকুর-মা। তিনি বলিলেন—"এস, ভাই এস। এইখানে ব'সে আছি।"

তোয়ালেবান্ধা একটা পুঁটুলি হাতে করিয়া, রমণী সেই গৃহের সিঁড়ির উপরে উঠিয়া বলিল,—"নলিনী-কাকা এইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

নলিনীর মাতা পার্শ্বোপবিষ্টা কন্যা নীরদাকে বলিলেন,—"নীরি, নিয়ে আয়।"

সঙ্গে সঙ্গে রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি আজ কল্‌কাতা থেকে এসেচ ?"

র। হ্যাঁ ঠাকুরমা; আজ বিকালের গাড়ীতে এসেছি। নলিন-কাকা ভাল আছেন।

ন-মা। বাড়ী-টাড়ী আস্‌বেন ?

র। এখন আস্‌বেন কেমন ক'রে ? বড়দিনের সময় আস্‌তে পারেন। রমণীমোহনকে নলিনীলোচনই কলিকাতায় লইয়া গিয়া তাঁহাদের আফিসে কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে চাকুরী করিয়া দিয়াছে, সুতরাং সে নলিনীর নিতান্ত অনুগৃহীত এবং অনুরক্ত।

নিভা অপর গৃহ হইতে তাহার গলার স্বর শুনিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—উদ্দেশ্য, স্বামীর সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া। কারণ, শাশুড়ী-ননদী আজ তাহার উপরে যেরূপ বিরূপ হইয়াছেন, কখনই তাহাদের মুখে সে সংবাদ শুনিতে পাইবেন না। কলিকাতা হইতে—তাঁহার বাসা হইতে লোক আসিল—তিনি কেমন আছেন, সংবাদটা না

শুনিয়াই বা নিভা থাকিবে কি প্রকারে? কাজেই সে বাহির হইয়া গোপনে দাঁড়াইয়াছিল।

মাতার আদেশে নীরদা যখন সেই পুঁটুলি লইতে গেল, তখন রমণী একটু এদিক্-ওদিক্ করিয়া বলিল,—"ওটা কাকীমার কাছেই দিতে বলেছেন।"

"কাকীমার কাছে দিতে বলেছেন!—তবে তাই দাও।" গম্ভীর আওয়াজের বেদনাপ্লুতস্বরে এই কথা বলিয়া নলিনীর মাতা কন্যাকে বলিলেন,—"হতভাগী, এই দিকে আয়। হয়, তুই মর্—নয় আমি মরি, সব জ্বালা চুকে যাক্।"

নীরদা ক্ষুন্ন মনে ফিরিয়া আসিল।

নিভা সে কথা শুনিতে পাইল। তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা একটু কাঁপিয়া উঠিল—প্রাণটা একটু বেদনাতপ্ত হইল! মনে হইল,—তাঁহার এ কথা বলিয়া দেওয়াটা মোটেই ভাল হয় নাই। আহা, অভাগিনী বিধবার দাদা বই আর কেহ নাই। দাদা জিনিস পাঠাইয়াছেন—সে তুলিতে গেল, কিন্তু তিনি উহা আমার নিকটে দিতে কেন বলিলেন! আমার জিনিষ আমাকে উহারা অবশ্যই দিত!

হঠাৎ তাহার মনে হইল,—না, শাশুড়ী তাহা দেন না, তাই বোধ হয়, তিনি এবার আমার কাছে পঁহুছিয়া দিবার জন্য বলিয়া দিয়াছেন! সেবার একখানি ভাল আয়না ও তিনখানা চিরুণী পাঠাইয়াছিলেন,—ঠাকুর-ঝি ব্রত সারিবে বলিয়া মা তাহা আমাকে দেন নাই—এবং পাঁচ টাকা দামের আয়না খানা ঠাকুর-ঝির ব্রত-সারায় বিলাইয়া দিলেন।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকী-মা কোথায়?"

বিরক্তভাবে, মৃদুস্বরে নলিনীবাবুর মা বলিলেন,—"কি জানি, কোন্ যমের বাড়ী—খুঁজে নাও গে।"

রমণী হাসিয়া বলিল,—"দুর্গা দুর্গা! আশ্বিন মাসের দিন ঠাকুর-মা আমাকে যমের বাড়ী যেতে ব'ল্লে?"

ন-মা। ঠাট্টা-তামাসা ভাল লাগছে না ভাই! বুকের ভেতর তুষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্ব'লে যাচ্চে। বিধবা মেয়েটার জন্য যত ভাবনা হ'য়েছে। কোথায় যাব—কি কোর্‌ব—কিছুই বুঝতে পারছি না।

র। কেন ঠাকুর-মা; হ'য়েছে কি?

ন-মা। কি বল্‌বো ভাই;—আমার বুকের আগুন, বুকেই থেকে যাবে। কেউ বুঝবার নাই—দেখবার নাই।

র। তুমি রাজার মা!—তোমাব ভাবনা কি? এবার সাহেব নলিনী-কাকাকে তাঁর সহকারী ক'রে নেবেন। সাহেব এখন বিলেতে—এই মাসের শেষেই আস্‌বেন। সেখান থেকে চিঠি লিখেছেন—এসেই কাকাকে উন্নত ক'র্‌বেন। কাকার কাজে এবার অফিসের খুব উন্নতি হয়েছে। তাতে কাকার যেমম মান—মাইনেও তেমনি বেশী—আপাততঃ মাসে দুশো টাকা, পরে চারশো পর্য্যন্ত হতে পারবে। আর বছরে কিছু উপুরিও আছে।

ন-মা। হোন তিনি রাণীর বর—তাঁর বৌ সুখী হোক্, আমি হতভাগিনীকে নিয়ে কাশী যাব।

র। কেন, হয়েছে কি?

ন-মা। কিছু হয়নি ভাই; তুমি পরিশ্রম কোরে বাড়ী এসেছ, বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করগে,—ঐ তোমার কাকী-মা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন,—জিনিস ওখানে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাও;—কোন্ কথায়

কোন্ কথা বেরিয়ে যাবে, আর ছুটো ভাত পাচ্ছিলাম, তাও বন্ধ হবে। আপাততঃ তা' হ'লে দাঁড়াব কোথায়।

র। কেন, নলিনী-কাকা কি তোমাদের কিছু ব'লেছেন?

ন-মা। না—

র। তবে?

ন-মা। তবে আবার কি?

বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে কোন প্রকার সদুত্তর পাইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া রমণীমোহন নিজে সে পুঁটুলি কাকী-মার নিকট পঁহুছিয়া না দিয়া,—'কাকী-মাকে দিও' এই অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল। সিঁড়ির উপরে সে পুঁটুলি তদবস্থাতেই রহিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### — মেয়ের বুদ্ধি —

রমণীমোহন চলিয়া গেল, শত অপরাধে অপরাধীর মত নিভা মন্থর গমনে—যেখানে তাহার শাশুড়ী-ননদ ছিলেন, তথায় আগমন করিল এবং অতি ভীত-করুণ-ভাবে শাশুড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল,—"তিনি বোধ হয় ও-কথা ব'লে দেন নাই,—ওটা রমণীরই—বে-আক্কেল কথা!"

শাশুড়ী কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার মূর্ত্তি তখন বড় গম্ভীর।

বধূ বলিল,—"ঠাকুরঝি, পুঁটুলি এনে খুলে দেখ, ওতে কি আছে!"

ঠাকুরঝি উঠিল না, কোন কথাও কহিল না। শাশুড়ীও সে কথায় প্রতিবাদ বা কোন প্রকার উত্তর-প্রত্যুত্তর করিলেন না।

নিভা অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর স্থির করিল, পুঁটুলি তুলিয়া এই স্থানে খোলাই উচিত; নতুবা ইহা লইয়া বহু কথা ও দোষ জন্মিতে পারিবে। যাহা থাকে, যাহা হয়,—সাম্‌না-সাম্‌নি হউক। সে নিশ্চয় জানিত, তাহার স্বামী তেমন নহেন,—মাতা ও ভগিনীর অনাদর করিয়া কখনও তিনি স্ত্রীকে আদর করিবেন না। তাহার জন্য গোপনে কোন দ্রব্য পাঠাইবেন না। তবে মাতার কয়েকবারের অন্যায় অবিচারে এবার যদি কোন দ্রব্য আমার জন্য পাঠাইয়া থাকেন, তবে তাহাও তাঁহার মাতার সম্মুখে দেখাইয়া লওয়া ভাল। সে পুঁটুলি তুলিয়া আনিয়া লণ্ঠনের আলোর নিকটে খুলিয়া ফেলিল।

যেখানে বসিয়া নিভা পুঁটুলি খুলিল, তার পার্শ্বেই তাহার শাশুড়ী ননদ উপবিষ্ট ছিলেন। নিভা যখন পুঁটুলি খুলিয়া জিনিষ কয়টা বাহির করিল, তখন তীব্র-দৃষ্টির আড়-চাহনিতে তাহার শাশুড়ী তাহা দেখিতেছিলেন।

জিনিষ ছিল তাহাতে চারি দফা। এক দফা, তিনটা ছোট ছোট ফুলকপি। আর একদফা,—একটা মুখ-আঁটা ঔষধপূর্ণ শিশি, তৃতীয় দফা,—একখানা সূক্ষ্ম লাল-পেড়ে গরদের কাপড়, চতুর্থ দফা—এক বাক্স জে-মার্কা নিভ, আর একখানা খামে আঁটা চিঠি।

জিনিষগুলা মাটিতে খুলিয়া নামাইয়া রাখিয়া খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া, নিভা সেই মৃদু আলোকে পাঠ করিয়া এত দুঃখেও হাসিয়া ফেলিল।

নলিনীর মাতা নির্ব্বাক্। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

অনুরক্তি বা বিরক্তির কোন লক্ষণই তাহাতে প্রকাশ পাইল না। যেমন আড়-নয়নের তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন, তেমনিই চাহিতে লাগিলেন।

নিভা হাসিয়া বলিল,—"ও আমার ভাগ্য ;—এইজন্য বুঝি আমার কাছে পুঁটুলি দিতে বলা হ'য়েছে ! মা, চিঠি শোন।"

মা তথাপি কোন উত্তর করিলেন না, বা তাঁহার তখনকার অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন অথবা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেন না।

নিভা উপরের দুই ছত্র বাদ দিয়া শাশুড়ীকে পত্র পাঠ করিয়া শুনাইল,—

"জিনিষগুলি তোমার নিকট পাঠালাম। নীরাকে একখানা গরদের কাপড় পাঠাইতে হবে লিখেছ,—পাঠালাম, তোমার সাধ ;—তুমিই হাতে কোরে দিয়ো। মার প্রায়ই সর্দ্দি লাগে—ভবিষ্যতে খারাপ হ'তে পারে, বুড়ো মানুষের ঘন ঘন সর্দ্দি হওয়া ভাল নয়,—সেই জন্যে দশমূলারিষ্ট এক শিশি পাঠালাম। মা ওষুদ খেতে বড় নারাজ—শিশিটা তোমার কাছে রেখে, দু'বেলা দু'মাত্রা তাঁকে খাওয়াবে, যেন অমনোযোগী হ'য়ো না। তোমার লেখার নিভ নাই, দেখে এসেছিলাম—মোটা লেখার নিভ এক বাক্স পাঠাই, নেবে। কপি এখনও ভাল উঠে নাই,—কানপুরে সেই শক্ত কপি বাজারে চলছে ; ভাল নয় বলে মোটে তিনটে পাঠাইলাম। তোমরা সাবধানে থাকবে। নীরা যেমন পারে, তেমনি ক'রেই যেন আমাকে মধ্যে মধ্যে চিঠি লেখে। পার ত' তাকে একটু ভাল কোরে লেখাপড়া শিখিয়ো। মাকে খুব যত্ন করবে এবং নিত্য প্রাতঃকালে আমার প্রণাম জানিয়ো।"

পত্র শুনিয়া মাতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

নিভা বলিল,—"কি উদ্দেশ্যে কোন্ কথা পড়ে, না বুঝিয়া রাগ করিলে, ভয়ানক হইয়া উঠিতে পারে।"

পুত্রবধূর সে কথায় কোনপ্রকার উত্তর না দিয়া নলিনীর মা কন্যাকে বলিলেন,—"শুন্‌লি তোর দাদার চিঠি ; ছেলে আমার ভাল ছিল।"

নীরদা অভিমান-দীপ্তস্বরে বলিল,—"ওগো থাক্ তোমার ছেলে ভাল। আমি কি এতই নেকা—তা নই, তা নই!"

মা। কেন মা ;—কি হয়েছে ?

নী। ও সব সাটের চিঠি, সাটের কাজ!

মা। আমি বুঝ্‌লাম না, মা।।

নী। ও সকল বুদ্ধির মধ্যে কি তোমার বুদ্ধি প্রবেশ করতে পারে, মা ?

মা। কি মা, বল না ?

নী। আমার মাথা—আর মুণ্ডু!

মাতা কন্যার কথার অর্থবোধ করিতে পারিলেন না, কিন্তু ইহা বুঝিলেন,—মেয়ে আমার বড় বুদ্ধিমতী! তাহার চক্ষু এড়াইয়া কাজ করে, এমন লোক দুনিয়ায় দুটি নাই! যাহা হউক, সে দিন সেই পর্য্যন্ত।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### —পাথর ভাঙা—

ঐরূপ নিত্য কলহে—ঐরূপ বাদানুবাদে—ঐরূপ অশান্তির অগ্নি-প্রবাহের মধ্যে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। সুখে হউক, দুঃখে হউক দিন কাটিয়া যাইবেই। দিন বাধিয়া থাকে না,—কেহ হাসিয়া কাটায়

কেহ কাঁদিয়া কাটায়, কেহ হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে কাটায়। নিভার অদৃষ্টে কান্নার ভাগই সমধিক হইয়া পড়িয়াছিল,—আকাশের মেঘ যেমন কোন্ প্রান্তে একবিন্দু উদিত হইয়া, দেখিতে দেখিতে সমস্ত গগন-গাত্র ছাইয়া বসে,—নিভার অদৃষ্টাকাশেও শাশুড়ী-ননদীর তাড়না-যন্ত্রণা ও কলহ তেমনি দেখিতে দেখিতে অল্প হইতে অত্যন্ত অধিক পরিণত হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহার আহার নিদ্রাতেও অশান্তি উপস্থিত হইল। তাহার শাশুড়ী মধ্যে মধ্যে প্রহারদানেও উদ্‌যোগী হইতে লাগিলেন,—সে নীরবে, বড় সহিয়া যাইত বলিয়া, ধাক্কা-ধুক্কি ব্যতীত নিতান্ত নির্ঘাত প্রহার এতদিন হয় নাই।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ। সেদিন কোজাগর লক্ষীপূজা। বাঙ্গালার প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজার আনন্দোৎসব। নিভার শাশুড়ীও সে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত ;—অনেকগুলি লোক নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। লক্ষ্মীপূজা রাত্রে—আহারাদিও রাত্রে, কিন্তু প্রত্যূষ হইতে তাহার আয়োজন হইতেছে। নিভা ও নীরা গৃহিণীর আয়োজনকার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছে,—গৃহিণী আরও ব্যস্ত।

বৈকাল-বেলা—সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। গ্রামের মধ্যে—কৃষক-পাড়ায় অনেকক্ষণ হইতে লক্ষ্মীপূজা আরম্ভ হইয়াছে ;—যদিও এখন পূর্ণিমা প্রবৃত্তির দণ্ডৈককাল বিলম্ব আছে, তথাপি পুরোহিত-ঠাকুরের প্রায় পঞ্চাশ ঘরের পূজা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে,—যেহেতু তাঁহাকে আজ সাতখানি গ্রামের প্রায় বারশত ঘর যজমানের বাড়ী লক্ষ্মীপূজা সমাপ্ত করিতে হইবে। কাজেই দিবসের শেষভাগে আরম্ভ করিয়া রজনীর অবসান কাল পর্য্যন্ত পূজা না করিলে উপায় কি ? আর এই অজুহাতের উপর কোন্ যজমানের কথা কহিবার শক্তি আছে !

পূজার কপালে যাহাই হউক, কিন্তু ধূপ ধুনার পবিত্র গন্ধ, অভুক্ত রমণীগণের সভক্তি প্রার্থনা-বাক্য,আর মঙ্গল-শঙ্খ হুলুধ্বনির সহিত একত্র হইয়া পল্লীকে যেন পুণ্যভবনে পরিণত করিতেছিল। পথ ঘাট—গৃহ ভিত্তি ও প্রাঙ্গণতল আলিপনা মাখিয়া যেন পবিত্র হইয়া সাজিয়া ছিল।

নিভা তখন গৃহ-দেওয়ালে, বারাণ্ডায় এবং প্রাঙ্গণে তুলসী-মঞ্চে ও মরাই তলে আলপনা দিয়া ফিরিতেছিল। নীরা পুকুরে পূজার সাজ—থালা ঘটি বাটী কোসা-কুসী পঞ্চ-প্রদীপ ও ভোগ দিবার জন্ম মূল্যবান্ শ্বেত-পাথরের ছুইখানি পাথর ও ছুইটা পাথরের গ্লাস মাজিতে গিয়াছিল,—গৃহিণী পাক করিতেছিলেন।

নীরা সেগুলা মাজিয়া লইয়া যখন বাড়ীর দরজায় আসিয়াছে, সেই সময় রাস্তা দিয়া সরকারদের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রতীমা বাদ্যোদ্যমসহকারে লইয়া যাইতেছিল,—নীরা পূজার বাসনের চুপড়ী কক্ষে করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে প্রতিমা দর্শন করিতেছিল। সহসা একটা কুকুর তাহার পায়ের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—নীরা তাহাতে চমকিয়া উঠিল, চুপড়ীটা তাহার কক্ষ বিচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কঠিন মাটির উপরে সকল বাসনগুলি একত্রে পড়ায় এ উহার গায়, ও উহার গায় লাগিয়া শব্দ করিল, তাহাতে একটি পাথরের গ্লাস এবং পাথর ছুইখানি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল।

শব্দ শুনিয়া নিভা ছুটিয়া আসিল। নিভার শাশুড়ী রন্ধন-গৃহ হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'ল রে? পাথর ভাঙলি নাকি?"

নীরা কথা না কহিতে—নিভা বলিল,—"ভেঙেছে।"

শা। কি ভেঙেছে?

নি। ছু'খানা পাথর, আর একটা গ্লাস!

শাশুড়ীর স্বর সপ্তমে উঠিল, তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া চুল্লী ধূমাচ্ছন্ন রক্ত-নয়নে বলিলেন,—ছোটলোকের মেয়ে ঘরে এনে আমার সর্ব্বনাশ হ'লো। আমার শশুরের আমলের পূজোর পাথর গো! এতকাল পরে আঁটকুড়োর মেয়ে তা ভেঙ্গে ফেল্লে গা! ওগো,—এর জ্বালায় কি করি গো! ইচ্ছে হ'চ্চে, হাতের এই লোহার খুন্তী দিয়ে ওর মাথাটা গুঁড়ো করে দিই। ছোট লোকের মেয়ে হারামজাদী; ভাই খাগী! আজ আমার বাড়ী থেকে বেরবি তবে ছাড়বো।"

নিভা আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অপরাধ করিল কে আর গালি খায় কে!

মণ্ডলদের মেজ মেয়ে আমোদী, ঠাকুর আসিবার সময় সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ঠাকুর ও অনেক লোক পথে আসিয়া পড়ায়, পাশ কাটাইবায় জন্যও বটে, আর ঠাকুর দেখিবার জন্যও বটে, যেখানে—দরোজার ভিতর-পার্শ্বে নীরা বাসনের চুপড়ী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহার অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। জনতার সহিত ঠাকুর চলিয়া গিয়াছে, সেও ততক্ষণ যাইতে—হঠাৎ নীরার বাসনের চুপড়ী কক্ষচ্যুত হওয়ায়, কয়টি ভাঙ্গিল, বুঝি তাই দেখিবার জন্য গমনে কিঞ্চিৎ বাধা জন্মিয়াছিল, সে তখনও সেখানে ছিল; নিভার শাশুড়ীর গালাগালি শুনিয়া সে বলিল,—"ঠাকুরমা বুড়ী; তুমি গাল দিচ্ছ কাকে? ভাঙলো পিসি-ঠাকুরুণ—গাল দিচ্চ কাকীমাকে,—আচ্ছা বৌ-কুন্দলী মানুষ ত তুমি!"

আমোদী বড় মুখরা।

নীরা বলিল—"আ মর; আমি ভাঙলাম?"

আ। তবে কি কাকীমা ভাঙ্গ্‌ল?

নী। নয় ত কি, আমি?

আ। ও হরি ;—এই রকম কোরেই বুঝি তোমরা ভদ্দর লোকের মেয়েটাকে জ্বালা দাও!

নী। মর চোক্‌খাগী ;—তোর কি চোখ নেই?

আ। কি চোখ থাকবে? ভাঙলে তুমি—ভাঙার পরে কাকীঠাকরুণ এখানে এসেছে।

নী। বটে?

আ। বটে নয় ত কি অশ্বথে। আমি ত এখানে আগাগোড়া দাঁড়িয়ে। ঠাকুর দেখতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছলে,—কুকুরটা পায়ের গোড়া দিয়ে যেমন চলে গেল, নেকার মত অমনি চুপড়ীটা ফেলে দিলে! আর এখন দোষ, ওনার—এ মিথ্যা কথায় পরকাল হবে না।

নী। মর্ মর্—চুলোয় যা। চোক্‌খাগী,—কুকুর তাড়িয়ে আন্‌লে কে?

আ। আমি চোখ খাব কেন? যারা পরের নামে মিথ্যে দোষ দিয়ে আপন অপরাধ ঢেকে নেয়,—চোখ তারাই খাবে। উনি কোথা থেকে কুকুর তাড়িয়ে আনলেন? উনি ত তখন এ দেশেই ছিলেন না।

নী। তোকে সাক্ষী দিতে কে ডাকলে?

আ। সত্যি কথা কতবার বলবো—তোমাদের ভাল হবে না। আহা! নিরপরাধীর উপর এল এত গাল।

সে আরও কত কি বলিতে বলিতে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

তখন মায়ে-ঝিয়ে কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ বাধিল। মাতা আমোদীর সাক্ষাতে প্রথমে কন্যাপক্ষে একটু প্রতিকূল হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চক্ষুর জল, আর্ত্তনাদ ও বিধবা হইয়া ঐ বাড়ীতে থাকা, ইত্যাদি

বচন-বিন্যাসে তাহার অনুকূল হইয়া পড়িলেন এবং মায়ে-ঝিয়ে এক হইয়া নিভার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিলেন।

উননে খিচুড়ী চড়ান ছিল—নাড়া-চাড়া ও দেখার অভাবে তাহা জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিল। কলহব্যাপৃতা মাতার তখন জ্ঞান হইল,—সেখানে গিয়া খিঁচুড়ীর অবস্থা দেখিয়া,তাহা নামাইলেন—সে একেবারে জ্বলিয়া অঙ্গারে পরিণত হইয়াছিল। ঘরের মধ্যে দধির হাঁড়ি ও ক্ষীরের বাটী ছিল, ঐ অবসরে একটা খেঁকী কুকুর ঘরে ঢুকিয়া তাহা ভোজন করিয়া মুখ চাটিতে চাটিতে বাহির হইল।

এই সকল দর্শনে গৃহিণী ক্ষিপ্তার ন্যায় হইয়া উঠিলেন,—যত রাগ পুত্রবধুর উপরে হইল। তিনি সমস্ত দ্রব্য ছড়াইয়া, ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইলেন এবং অকথ্য-অশ্রাব্য ইতর ভাষায় নিভাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন।

নিতান্ত নিরপরাধ নিভা—সেও সেদিন নিতান্ত চুপ করিয়া ছিলনা। উভয় পক্ষে ঘোরতরবাক্‌যুদ্ধ হইল। অবশেষে শাশুড়ী একটী ঘটী ফেলিয়া পুত্রবধুকে প্রহার করিলেন। ঘটী মস্তকে গিয়া লাগিল—মস্তকের চামড়া কাটিয়া রক্তধারা ছুটিল, পাড়ার পাঁচজন ছুটিয়া আসিল।

নানা জনে নানা কথা বলিল। কেহ বধুকে নিন্দা করিল, কেহ শাশুড়ীর গৃহিণীপণার দোষ দিল। অধিকাংশ, আমোদির নিকট অবস্থা ও ঘটনা শুনিয়া নীরদাকে প্রধান আসামী সাব্যস্ত করিল।

## নবম পরিচ্ছেদ

—যুক্তি—

সেইদিনকার দুর্ঘটনা নিভাকে বড় কাতর করিল। সে বুঝিল, এ শাশুড়ী-ননদের নিকট তাহার আর বাস করা অসম্ভব! গালাগালি খাইয়া এতদিন কাটাইয়াছে, কিন্তু প্রহার খাইয়া কিরূপে কাটাইবে? বিশেষতঃ ভদ্রলোকের স্ত্রী ভদ্রলোকের কন্যা এরূপ ভাবে কলহ কেলেঙ্কারীর অশান্তিতে কি প্রকারে বসবাস করিবে! বস্ত্রের এক জায়গায় ছিঁড়িলে অচিরাৎ যেমন তাহার সর্ব্বত্র ছিঁড়িয়া ওঠে, তাহাদেরও কর্ম্মজীবনে তেমনি সর্ব্বত্র দেখিতে দেখিতে অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া উঠিল। সে তখন মনে করিল, স্বামীকে এ সম্বন্ধে না লিখিলে আর উপায় নাই,—অগত্যা তৎপর দিবস সমস্ত ঘটনা লিখিয়া স্বামীর নিকটে পত্র পাঠাইল।

পাঁচদিন পরে পত্রের উত্তর আসিল,—"নিভা, আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম যে, মা ও নীরার সহিত তোমার আদৌ বনিবনাও হইল না। ইহা আমারই দুরদৃষ্টের ফল। এত লোক মা-ভগিনী ও স্ত্রী হইয়া সংসার করে, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। ক্রমেই তোমরা বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিলে। এখন বুঝিতেছি, আমার অদৃষ্ট ভাল নয়। তোমাকে আমি এ অবস্থায় কলিকাতায় আনিতে পারি না,—তাহা হইলে লোকেও নিন্দা করিবে, মাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবেন। তুমি বুদ্ধিমতী—বুদ্ধি-পূর্ব্বক যাহা হয় তাহাই করিবে, আমি কি লিখিব—ভাবিয়া পাইতেছি না। তোমাদের অবস্থা ভাবিয়া মনে হয়—সংসার

ছাড়িয়া একদিকে চলিয়া যাই। মার একখানি পত্র পাইয়াছি, তাহাতে যাহা জ্ঞাত হইলাম, এবং তোমার পত্রে যাহা বুঝিলাম,—তাহাতে এইমাত্র বুঝিলাম, উভয় পক্ষই অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতেছ। এ আগুন নিবাইবার শক্তি আমার কোথায়? মাকেও পত্র দিলাম, তোমাকেও লিখিলাম—তোমরা যদি এখনও সাবধান হও, মঙ্গল;—নতুবা সংসার ছারেখারে যাইবে, আজীবন কষ্টে কাটাইতে হইবে।"

পত্র পাঠ করিয়া নিভা কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। স্বামী তাহার পত্রের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই,—সে যে নির্দ্দোষ, শাশুড়ী-ননদী বিনা অপরাধে—সামান্য অপরাধে তাহাকে যে তিরস্কার তাড়নার প্রজ্জ্বলবহ্নিতে বিদগ্ধ করিতেছেন—এমন বিশ্বাস,তাহার স্বামী করিতে পারেন নাই। তবে সে কি করিল? এতদিন পরে শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রহার করিয়াছেন,—সে বাস করে কেমন করিয়া? স্বামী যাহা লিখিয়াছেন, সে বহুপ্রকারে তেমন চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে; কিন্তু শুভ ফলের পরিবর্ত্তে অশুভ ফলই ফলিয়াছে।

তারপরে আরও কত কি ভাবিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল,সে বাপের বাড়ী যাইবে। অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই ঘটিবে—ভদ্রলোকের কন্যা হইয়া—প্রহার খাইয়া কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারিবে? আর সর্ব্বদা কলহ—সর্ব্বদা তাড়না—তিরস্কার,—সর্ব্বদা অশান্তির আগুন বুকে লইয়া দিনই বা কি প্রকারে অতিবাহিত করিবে! তাহার পিতার আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে—তাহাকে দু'টো ভাত আর একখানা কাপড় তিনি অবশ্যই দিতে পারিবেন! কিন্তু—

কিন্তু কি? তাহার মনের মধ্যে সহসা একটা বড় 'কিন্তু'র উদয়

হইল। সে 'কিন্তু' এই যে, তাহার স্বামী যদি রাগ করেন ? সে জগতের সব সহ্য করিতে পারে—স্বামী যদি তাহার উপর রাগ করেন, তবে ত সে সহ্য করিতে পারিবে না! তাহার উপরে তাহার বীতরাগ সে অন্তঃকরণে কুলিশাপেক্ষা অধিক জ্ঞান হইবে।

তার পরে ভাবিল, কেন—তিনি রাগ করিবেন কেন? আমি ত আর জন্মের মত চলিয়া যাইতেছি না। সংসারে অশান্তির আগুন বড় জ্বলিয়া উঠিয়াছে—দিন কতক বাপের বাড়ী গিয়া থাকিয়া আসি;—বড় দিনের সময় তিনি বাড়ী আসিলে, তখন আসিব। সমস্ত তাঁহাকে বলিব,—শুনিয়া যে ব্যবস্থা হয়, করিবেন।

সেই মীমাংসাই স্থির হইয়া গেল।

নিভা তখনই মাতাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া এক পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

তাহার পিত্রালয় অধিক দূরে নয়,—পাঁচ ক্রোশ মাত্র দূরে। পত্র পাইয়া তাহার মাতা কন্যার জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং স্বামীকে তিন দিনের দিন পাঠাইয়া দিলেন।

নিভার পিতা আসিলে, নিভা গোপনে সব কথা তাঁহাকে জানাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতার স্নেহ-প্রবন হৃদয় কন্যার সে ক্রন্দনে একেবারে করুণার্দ্র হইয়া গেল;—তিনি বেয়াইনকে কন্যা লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন।

নিভার শাশুড়ী বেয়াইকে সবিশেষ ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন,—"তুমি এমন ভদ্দর লোক, তোমার মেয়ে অত দুষ্ট—অত বজ্জাত কেন? আমি হেন মানুষ, যখন ওকে নিয়ে ঘর কর্‌তে পার্‌লাম্ না, তখন ওর জায়গা আর কোথাও হবে না।"

নিভার পিতা অধিক উত্তরে অসমর্থ, কারণ সাত চোর মরিয়া এক মেয়ের বাপ হয়। মেয়ের শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, স্বামী, দেবর—এমন কি সে বাড়ীতে ঝি চাকরাণীর পর্য্যন্ত অন্যায্য কথার উপর ন্যায্য কথাটি কহিবার শক্তিও থাকে না। এ ত স্বয়ং মেয়ের শাশুড়ীর কথা—খৃষ্টান যীশুর কথা, মুসলমান মহম্মদের কথা এবং হিন্দু শ্রীকৃষ্ণের কথার প্রতিবাদে বরং সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু মেয়ের বাবা হইয়া মেয়ের শাশুড়ীর কথায় প্রতিবাদ করে এমন সাহসিক লোক দুনিয়ায় দেখা যায় না। নিভার পিতা বুদ্ধিমান্—তিনিও প্রতিকূল কথা কহিলেন না। বলিলেন,—"ও বালিকা; ওর অপরাধ লইবেন না। আপনার নিকট শিক্ষা পাইলে, কালে সারিয়া যাইবে।"

নিভার শাশুড়ী কথা না কহিতে কহিতে পার্শ্বোপবিষ্টা নীরা ভ্রুকুটি-কুটিল-কটাক্ষের তীব্র চাহনিতে নিভার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তোমার খুকীমেয়ে তেমন নয় বাপু; আমার মায়ের মত দশগণ্ডা মানুষকে এক হাটে বেচে, আর এক হাটে কিন্‌তে পারে।"

নি-বা। তোমাদের হাতে দিয়েছি মা, ভাল হোক্, মন্দ হোক্—মার্জ্জনা কোরে ভাল কোরে নিতে হবে।

নী। ব'কোনা বাপু;—দুর্জ্জনকে পারে কে? এমন পাহাড়ে মেয়ে মানুষ, কেউ কখনো দেখেনি।

নি-বা। আমার অদৃষ্ট;—তবে ছোট কালে সুশীলা ব'লে ওর বড় খ্যাতি ছিল।

নী। তবে কি আমরা দুঃশীলা ক'রে দিয়েছি?

নি-বা। আমার অদৃষ্টে হ'য়েছে, তোমারা কি কোরবে মা! তবে আমি এক কথা ব'ল্‌ছি! ওকে দিনকতক বাড়ী নিয়ে যাই।

না। দিনকতক কেন ;—জন্মের মত নিয়ে যাও ; আমরা দন্ত-কিচকিচির দায় থেকে বাঁচি।

নি-বা। সে যা'হয়,—সুবিধা-অসুবিধা মতে হবে, এখন আপাততঃ তোমরাও জ্বালাতন হ'য়েছ—সেও হ'য়েছে ! দু' এক মাসের মত ত' নিয়ে যাই !

নী। বেশ, আপনি যদি বলেন কা'ল, আমি বলি আজ্।

নিভার পিতা নিভার শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আজ বিকালে ভাল দিন আছে—"

নিভার শাশুড়ী মুখখানা আঁধার-গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—"পাগলের মত কি ব'ল্চো ;—কে তোমার মেয়েকে নিয়ে যেতে বোল্বে ?"

নি-বা। কেন, আপনি ?

নি-শা। আমি কোথাকার ভাঁড়ারী !

নি-বা। অমন কথা বলতে নাই। আপনি তার শাশুড়ী—আপনি আমাদের মা !

নি-শা। শিক্ষিতা বৌয়ের শাশুড়ী অর্থে—ঝি। ইংরাজী পণ্ডিতের মোটা মাইনের ছেলের মা অর্থে বাড়ীর রাঁধুনী বাম্নী। আমি ভাই কেউ নই ;—তোমার মেয়ের মত হয়, নিয়ে যাও ; না হয় রেখে যাও। তিনি যা ব'ল্বেন, তন্ত্রসারের বীজ-মন্ত্রের মত আমার ছেলে তাই গ্রহণ ক'র্বে।

নিভার পিতা সে কথার খণ্ডনের জন্ত অনেক স্তব-বিনয় করিল, কিন্তু ব্যাস-মুখ-বিনির্গত বাক্যের ন্যায় তাহা অখণ্ডনীয় রহিয়া গেল,—কোন প্রকার পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা সংশোধন হইল না।

তখন তিনি মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু মনে মনে বিচার-বিতর্ক করিয়া স্থির করিলেন, এরূপ অবস্থায় কন্যা লইয়া যাওয়ায় অনেক স্থলেই বিষময় ফল ফলিয়াছে,—অতএব কন্যার অদৃষ্টে যাহা থাকে, এই স্থানে থাকিয়াই ঘটুক—বাড়ী লইয়া যাওয়া হইবে না। কন্যাকে বাড়ী লইয়া গেলে, শাশুড়ী-ননদ এখনই জামাতার নিকট পত্র লিখিবে যে, সে জোর করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। জামাতা চটিয়া লাল হইবেন—হয় ত বাড়ী আসিবেন, মা-ভগিনীর মুখে দশ কথা শ্রবণ করিয়া আরও ক্রোধান্ধ হইবেন, তখন হিতে বিপরীত ঘটিবে।

তিনি সকল কথা কন্যার নিকটে বলিলেন।

কন্যা বুদ্ধিমতী, সে বলিল,—"বাবা; তোমার কথা সত্য, কিন্তু আমি এখানে থাক্‌ব কি প্রকারে ?

নি-বা। আমি এক যুক্তি স্থির করিতেছি।

নি। কি বাবা ?

নি-বা। আমি দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় যাই। সেখানে গিয়া জামাতাকে সব কথা বলিগে,—বুঝাইয়া শুঝাইয়া বলিলে, তিনি সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। তখন যদি মত করেন, আমি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।

নিভা সেঁ যুক্তি যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিল।

নিভার পিতা সেই দিবসেই বাড়ী চলিয়া গেলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ

### — রোগ —

নিভা বড় আশায় বুক বাঁধিয়া যন্ত্রণা-জ্বালার মধ্যে দিন কাটাইতেছিল। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহার পিতা তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন, এবং সে অন্ততঃ কিয়ৎ দিবসের জন্যও এ অশান্তির আগুনের প্রবল দহন হইতে পরিত্রাণ পাইবে। কিন্তু আশা ভঙ্গ হইল,—যাহা ভাবিতেছিল ফলে তাহার বিপরীত ফলিল। প্রায় পনের দিবস পরে পিতার পত্র পাইল,—

"নিভা, মা,—বড় আশা করিয়া জামাতার নিকট কলিকাতায় গিয়াছিলাম,—ধারণা ছিল, আমার অনুরোধ জামাতা কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না; অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তোমাকে এ বাটীতে আনিবার অনুমতি দিবেন' কিন্তু তাহা হয় নাই। জামাতা বলিলেন—'এ অবস্থায় আমি যদি লইয়া যাইতে বলি, মাতাঠাকুরাণী রাগ করিবেন-একখানায় দশখানা করিয়া গ্রামের লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইবেন আর লোকে আমার নিন্দা করিবে। বিশেষতঃ, মা যদি রাগ করিয়া, অপমান জ্ঞান করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন—আমাদের উভয়ের অনিষ্ট হইতে পারে। সকল অশান্তির শান্তি আছে,—সকল পাতকের প্রায়শ্চিত্ত আছে, পিতা-মাতার অভিশাপের শান্তি নাই;—বিধি-লিপির ন্যায় ইহা একান্ত অখণ্ডনীয়। আপনি দয়া করিয়া, রাগ করিবেন না—আমি বড়দিনের সময় বাড়ী গিয়া মাকে সম্মত করাইয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিব, অতএব মা; এ-কথায় আর আমি কি করিতে পারি?

নিভা সে পত্র পাঠ করিয়া, স্বামীর ধৈর্য্য ও মাতৃভক্তির প্রশংসা করিল। কিন্তু তাহার উপায় কি? সে কেমন করিয়া দিন কাটায়?

যত দিন যাইতে লাগিল, তত তাদের কলহের মাত্রা বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

স্নানান্তে ভিজা-চুলের গোছ নিংড়াইতে নিংড়াইতে আপন খেয়ালে তন্ময় হইয়া, নিভা ভবিষ্যতের ভাবনায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় তাহার শাশুড়ী ডাকিয়া বলিলেন,—"ওগো, বড়-মানুষের মেয়ে; তোমাকে রান্‌তে যেতে হবে না; আজ রেঁধে কাল আবার বরকে লেখো যে, আমি বাড়ীর রাঁধুনী হ'য়েছি—রান্‌তে রান্‌তে আমার প্রাণ গেল, আর তোমার গোলাম বর অমনি কোলকেতা থেকে আমার উপর বাক্যবাণ ছেড়ে এক পত্র লিখে বোস্‌বেন। কাজ নেই বাপু, আমার বেটার বৌর হাতের রাঁধা-ভাতে;—ঐ পোড়া কপালী পেটের কাঁটা আছে,—ভাল পারুক্—মন্দ পারুক্—যা' হ'য় দুটো রেঁধে দিক্।"

নিভা কাতর-বিনীত স্বরে বলিল,—"ঠাকুরঝি কা'ল একবার রেঁধেছে—আবার আজ রাঁধলে অসুখ করবে।"

শা। আমার দয়ালু বৌ গো;—হঠাৎ এত দয়া কোথা থেকে উঠলো মা?

নি। আমার এখানে কেউ নেই মা;—তুমি মা, তুমি বাপ—তুমি যদি আমাকে ঠাট্টা-তামাসা কোরবে,—আমাকে অনাদর-অবহেলা কারবে, আমি বাঁচবো কেমন কোরে?

শা। না বাঁচ, মর—আমি ছেলের আবার বে' দেবো।

নি। আমি কি অপরাধ কোরলেম মা?

শা। চোক্‌খাগির মেয়ে;—স্নান করবার আগে, নীরোকে কি ব'লে গেলি?

নি। কি বলে গেছি—ঠাকুরঝিকে ডাক দেখি।

শা। ঠাকুরঝি তোর কাছে আস্‌বে? শোন্ ভাইখাগী, ফের যদি আমার মেয়েকে কিছু বোলবি—তোর চুল কেটে মাথায় ঘোল ঢেলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব।

নি। আমি ব'লেছি কি?

শা। আবার মুখ্‌টি?

নিভা প্রহারের ভয়ে নিতান্ত নির্জ্জিতার ন্যায় ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল। তারপরে ঘরে গিয়া হাপুস্ নয়নে কাঁদিতে লাগিল। কান্না আর থামে না। কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানকে ডাকিয়া বলিল,—"হে ভগবান্, অন্ততঃ দশ দিনের জন্যও আমাকে রোগ দাও, রোগের ঘোরে অজ্ঞান থাকিয়া কয়েক দিনের জন্যও অন্ততঃ এ জ্বালা জুড়াইয়া বাঁচি।"

নির্জ্জিতা রমণীর কাতর প্রার্থনায় বধির ভগবানের শ্রুতি-শক্তি তখন বোধ হয় নিমেষের জন্য ফিরিয়াছিল,—হঠাৎ তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল; সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—ক্রমে অত্যন্ত কম্প হইল,—সে শয্যা গ্রহণ করিল। আরও শীত,—আরও কম্প!

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### — কলহে —

অনেকে বলে, ভগবান্ কালা—সহস্র ডাকাডাকিতে, সহস্র আবেদন-নিবেদনে, সহস্র কান্না-কাটিতেও তিনি মানবের কথা শুনিতে পান না। অনেকে বলে, কান তাঁহার জগৎ-যোড়া—কাণের শ্রবণ-

শক্তিও সীমাহারা, তবে তিনি বড় গ্রাহ্য করেন না, মনটা তাঁর পাথরের গাঁথুনীতে গাঁথা—অতিশয় দুর্ভেদ্য; তার মধ্যে কিছু প্রবেশ করানো কঠিন। আবার অনেকে বলে, তিনি কালাও নহেন, কঠিন-মনাও নহেন—কিছু নষ্টবুদ্ধি; তুমি সুখেই হাস, আর দুঃখেই কাঁদ, তিনি দুই তাতেই মজা দেখেন। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, আলোক-আঁধার সকলই নাকি তাঁহার নিকট সমান। সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, মানুষ যখন প্রাণের অন্তঃস্তল হইতে ডাকে—তখন এক ডাকে, এক মুহূর্ত্তে তিনি ডাক শুনিয়া কাজ করেন। যাহা হউক, যখন তাঁহাকে চিনি না—জানি না—বুঝি না—তখন পাঁচ জনের পাঁচ কথায় কি মতামত প্রকাশ করিব, তবে এই পর্য্যন্ত জানা যায়, বড় পিপাসার্ত্ত-কণ্ঠে জলান্বেষণ করিলে, জল যেমন মিলিয়াই যায়, তেমনি অভাব-অভিযোগ—আপদ-বিপদে প্রাণ-ভরিয়া, চক্ষুর জলে মাখাইয়া, অনন্যমনা হইয়া প্রার্থনা করিলে, উত্তর আসে—কাজ মিলে!

না মিলিলে, নিভার প্রার্থনা পূরিল কেন? সেই যে সেদিন নিভার জ্বর হইয়াছে, সে জ্বর আর ছাড়িল না কেন? আজ কুড়ি দিন অতি-বাহিত হইয়া গেল, ইহার মধ্যে আর জ্বর একদিনও ছাড়ে নাই। প্রত্যহ বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শীত করিয়া জ্বর আসে, নিভা তাহাতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে—গায়ের উত্তাপ তখন ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়। শীত কম্প পিপাসা সমস্তই পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। রোগী অজ্ঞান, তথাপি অস্থির হয়—প্রলাপও বকে। সন্ধ্যার পর হইতে ঐ জ্বর হ্রাস হইতে থাকে; রাত্রি এগারটার পরে গায়ের উত্তাপ কোন দিন ১০২ ডিগ্রী, কোন দিন ১০১ ডিগ্রী হয়। তখন রোগী একটু সুস্থ বোধ করে—বেশ জ্ঞান হয়; পিপাসা ও প্রলাপ থাকে না, পরদিবস প্রভাতে

১০০ ডিগ্রী হয়। যথা সময়ে সেই জ্বরের উপর আবার জ্বর আসে।

কোন চিকিৎসক এ পর্য্যন্ত দেখে নাই। হরিমতির একটা থার্ম্মোমিটার ও এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আছে—সে-ই এ পর্য্যন্ত একটু আধটু ঔষধ দিতেছিল।

যখন একুশ দিন কাটিয়া গেল—রোগীর অবস্থা ক্রমে ভাল না হইয়া আরও মন্দের দিকে গেল, তখন সে নিভার শাশুড়ীকে বলিল,—"তোমাদের আমি গোড়া থেকেই বোল্‌চি, বৌর লক্ষণ মোটেই ভাল নয়—একজন ভাল ডাক্তার দেখাও। তা' তোমরা কাণেই কোরচ না। তার পরে আমি যে একটু আধটু ওষুধ দিয়ে যাই, তাও যত্ন কোরে খাওয়াও না—বৌটি কিন্তু এবার মারা যাবে।"

নিভার শাশুড়ী উত্তর করিলেন,—"আমি টাকা পাব কোথা যে, ডাক্তার আন্‌বো।"

হ। ওমা—টাকা তোমার নাই। না থাকুক, বৌর ত গা-পূরা গহনা আছে—সে গহনা ত' ওর বাপ দিয়েছে, তাই নয় একখানা বাঁধা দিয়ে টাকা এনে, চিকিৎসা করাও।

নি-শা। সে গহনায় হাত দিবার ক্ষমতা আমার কি আছে?

হ। তবে এতদিন্ নলিন-কাকার কাছে পত্র দেও নাই কেন?

নি-শা। দেওয়া হয়েছে!

হ। কবে?

নি-শা। পরশু।

হ। এতদিন দেওয়া উচিত ছিল।

নীরা দাঁড়াইয়াছিল,সে জিজ্ঞাসা করিল,—"রোগ কি একটু কঠিন?"

হরিমতি বিষণ্ণমুখে বলিল,—"বেশ কঠিন। সান্নিপাতিক জ্বরে পরিণত হ'য়ে উঠেছে। প্রলাপ, কাসি, জিহ্বা শুষ্ক, নাড়ী অতি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল—লক্ষণ প্রায় সবই দেখা দিয়েছে, কেবল পেট ভাঙ্গিতে বাকি।"

নী। ওগো, কিছু হবে না গো,—কিছু হবে না। কাছিমের প্রাণ—তিন চার দিন পরেই সেরে উঠ্‌বে।

হ। তিন চারি দিনের মধ্যে সেরে উঠবার আশা নেই।

নী। না হয় পাঁচ সাত দিন,—ফল কথা, মরবার ভয় নেই।

হ। কিসে জান্‌লে?

নী। কিসে আবার জানবো?

হ। তবে যে বললে?

নী। মনে এল।

হ। এমন মনে আসা ভাল নয়। একটা মানুষের জীবন,—খেলার জিনিষ নয়। বিশেষতঃ রোগের যাতনায় কষ্ট পাচ্ছে—তোমরা আত্মীয়, একটিবার চোখেও দেখবে না, তার উপর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কোরে বলা উচিত নয়।

নী। আ মরণ;—তোমাকে কেউ সালিসী—মধ্যস্থ করতে ডাকৃচে না।

হ। না ডাকৃলেও আপনি সেধে আস্‌তে হয়।

নী। যেখানে আস্‌তে হয়, সেখানে এস;—আমার ভাই অত ভাল লাগে না। আমার সঙ্গে ঝগড়া কর কেন। আমার কপাল মন্দ ব'লে শিয়াল কুকুরেও দু' কথা বলে যায়।

হরিমতি হাসিল। হাসি—অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের। হাসিয়া বলিল—"নীরা! তুই ত আগে, এমন ছিলি না,—বেশ মিশুক ছিলি! ক্রমে

ক্রমে দেখছি তুই ঝগড়ার পুঁটুলি হ'য়ে উঠলি! এর পরে যে কারও সঙ্গে তোর মিল-মিশ থাকবে না।"

নী। না থাকে, নাই-থাকলো।

হ। সেটা কি ভাল, নীরা? মানুষ বিনয়ী আর সৎ হবার জন্যে তার হৃদয়-বৃত্তিগুলোকে কত সংযমের পথে নিয়ে যায়—ব্রত-উপবাস জপ-তপ করে। বুঝা যাচ্ছে—বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া কোরে কোরে—আর হৃদয়-বৃত্তিগুলোকে সর্ব্বদা সেই পথে চালনা কোরে কোরে তুই বড় বিপন্ন হয়েছিস। এখনও সাবধান হ'।

নী। হই না হই, সে জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। তুমি আপন চরকায় আপনি তেল দাও গে।

হ। তুই আমার বাল্যকালের সাথী—তাই ব'লছি। তোর কপাল ভাল নয়, স্বামিহীনা,—তাই ব'লছি, এর পরে বড় কষ্ট পাবি—তাই ব'লছি।

নীরা সে কথার উত্তরে হরিমতিকে কতকগুলা কথা শুনাইয়া দিল। হরিমতিও কম পাত্রী নহে, সেও তদুত্তরে অনেক কথার অবতারণা করিল, তার পরে চলিয়া গেল।

নীরা যাহা বলিল, তাহা অসার—হরিমতি যাহা বলিল, তাহা সারবান ও যুক্তিপূর্ণ।

নীরার মাতা সেখানে ছিলেন, তিনি উভয়ের কথা শুনিলেন। এতদিন পরে তাঁহার হৃদয়ে আজ যেন একটু আঘাত লাগিল—হরিমতির স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ কথায় তাঁহার যেন একটু চমক ভাঙ্গিল। তাঁহার মনে হইল, বাস্তবিক তাঁহার কন্যা আদরে সোহাগে আর ক্রোধের বশীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে অসংযমের পিচ্ছিল পথে গড়াইয়া

পড়িতেছে। ইহার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর! তিনি কিছু চিরদিন জীবিত থাকিবেন না—নিভার মত গ্রামশুদ্ধ দেশশুদ্ধ লোক কিছু তাঁহাদের অত্যাচারের অধীন হইবে না—কিন্তু নীরা সকলের সহিত ঝগড়া করিয়া কি প্রকারে বাস করিবে? মাতা কন্যাকে বলিলেন, "নীরা, তুই হ'লি কি? পাড়ার লোকের সঙ্গেও ঝগড়া কোর্‌বি!"

নীরা রক্তমুখী হইল। হরিমতির সহিত কথা-কাটাকাটি করিতে করিতে তাহার অসংযমিত হৃদয়—যতটুকু অতি কষ্টে সংযম করিয়া দুঃখ পাইতেছিল, এবার তাহা মুক্ত করিল। দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিল,—"কি হইচি,—হারামজাদী? দশজন দিয়ে আমাকে অপমান কোর্‌বি? দে, আমাকে আজই আমার শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে দে!"

নী-মা। শোন মা;—সত্যই তুই ক্রমে রাগের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা হোয়ে উঠলি!

নী। তোর বাবার কি? আজ যদি আমাকে আমার শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে না দিয়ে জল খাস্, তোর ছেলের মাথা খাস্।

নী-মা। মর্, পোড়াকপালী, পাঠাব কোথায়? তোর আছে কে? এক শ্বশুর—তা' কোথায় থাকে তার খোঁজ নেই। হতভাগা কি কখনও একখানা চিঠি দিয়ে খোঁজে?

নী। না খোজে, না-ই খুঁজলে—তোর বাবার কি?

নী-মা। তবে পাঠাব কোথায়? যমের বাড়ী?

নী। সে ত আমার ভাল জায়গা, জগতে যার কেউ নাই—যমের বাড়ীই তার আশ্রয়। তা' যমও আমার শত্রু—সে-ও আমাকে নেয় না।

আমোদী অদূরে অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হরিমতির সহিত, তার পরে মাতার সঙ্গে নীরার ঝগড়া শুনিতেছিল। এইবার সে বলিল,—"যমেরও ত ঘর-সংসার আর বৌ আছে! তোমাকে নিয়ে গেলে, সে সংসারেও যে ঝগড়ার আগুন জ্ব'লে উঠ্‌বে—সেই ভয়ে সে তোমাকে নেয় না।"

তখন মাতাপুত্রী এক হইয়া আমোদীর প্রতি ধাবিতা হইলেন,—ছোট মুখে বড় কথা!

ভবিষ্য-জ্ঞাননিপুণা আমোদী ঐ কথা বলিয়াই প্রস্থান করিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে আর ধরিয়া পাইলেন না। কিন্তু মায়ে-ঝিয়ে তাহার উদ্দেশে অনেক কথার অবতারণা করিলেন।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### — আগমন —

রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে!—নিভার জ্বর একটু অল্পের দিকে আসিতেছে—কিন্তু তখনও জ্ঞান হয় নাই; তখনও প্রলাপ্ বকুনি যায় নাই। পিপাসা ও কাসি কেবল একটু কমিয়াছে। সে ঘরে কেহ ছিল না—দরোজা ভেজান ছিল এবং গৃহমধ্যে একটা আলো টীপ্ টীপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। নীরা ও নীরার মাতা গৃহান্তরে নিদ্রা যাইতেছে।

সেদিন শনিবার। আফিসে গিয়া নলিনী বাবু নিভার অসুখের সংবাদ পাইয়া বিবেচনা করিলেন, অদ্যই বাড়ী যাই;—ছুটীর আবেদন করিয়া ছুটি লইয়া যাইতে হইলে চারি পাঁচ দিন বিলম্ব হইতে পারে।

আজ রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী গিয়া কাল রবিবার বাড়ী থাকা যাইবে এবং রাত্রির গাড়ীতে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া সোমবারে আফিস করা চলিবে; যদি বাড়াবাড়ি হয়, সোমবারে আসিয়া ছুটী লইয়া আবার যাওয়া যাইবে; আর যদি অল্প হয়, আরোগ্যমুখ হয়, চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়া আসা যাইবে।

তিনি সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইয়া, দশটার সময় ষ্টেশনে নামিয়া এতক্ষণে বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন।

সদর দরজা খোলা ছিল,—কারণ কি,অনুভব করিতে পারিলেন না। হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—সর্ব্বত্র নীরব, নিস্তব্ধ। তাঁহার মনে হইল, হয় নিভার অসুখ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে; নয় নরম পড়িয়াছে। রোগের বাড়াবাড়ী থাকিলে, কখনই এত অল্প রাত্রে আমার মা ও ভগিনী সুখ-নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। নলিনীবাবু নিজ শয়ন-কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

দ্বার ভেজান ছিল, হাত দিবামাত্র খুলিয়া গেল। দেখিলেন, ঘরে একটা আলো বাহিরের বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছে। গৃহের একটা বিছানার উপর রোগজীর্ণা নিভা বিশুষ্ক মালতী-মালার ন্যায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—মধ্যে মধ্যে এক একবার বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছে। আর অদূরে নিভার পোষা বিড়ালী মেনী একটা আরসুলার উপর লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছে।

দ্বার খোলার শব্দে সে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল, এবং নলিনীবাবুকে দেখিয়া আহ্লাদে এক লম্ফ দিয়া তাঁহার পায়ের নিকট আসিয়া লেজ বুলাইয়া,ডাকিয়া,বিষন্ন-কাতর-বদনে গোঁফ ঘুরাইয়া বুঝি নিভার অসুখের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। নিভার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

হাতের লণ্ঠন ও ব্যাগটি নিভার শিয়রের নিকট নামাইয়া রাখিয়া নলিনীবাবু সেখানে বসিয়া পড়িলেন এবং স্নেহ-করুণ-স্বরে ডাকিলেন,—“নিভা, নিভা, তোমার কি বড় অসুখ করিয়াছে?”

নিভা শুনিতে পাইল না। নলিনীবাবু পুনরপি ডাকিলেন,—“নিভা! আমি এসেছি।”

সে স্বর নিভার কানে গেল,—বুঝি ‘কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, আকুল করিল তার প্রাণ।’

সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কস্তুরী-ভৈরবের একটি বড়ী সেবনে, বা এক আউন্স ব্রাণ্ডীর সহিত পাঁচ গ্রেণ কস্তুরী সেবনেও তত উত্তেজনা হইত না,—সে স্বর কাণে যাওয়ায় নিভার যত উত্তেজনা হইয়াছিল। নৈদাঘী-মধ্যাহ্নের খর-দিবাকর-কর-বিদগ্ধ কুসুম-কলিকার গাত্রে সন্ধ্যার সমীর সংস্পর্শ যেমন সঞ্জীবতার কারণ হয়, নিভার জ্বরোত্তপ্ত কপালে নলিনীবাবুর করস্পর্শ তেমনি সুখদ হইল। নিভা চক্ষু মেলিল। কোটরগত চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। ক্ষীণকণ্ঠের অতি মৃদুস্বরে বলিল,—“তুমি এসেছ? ভাল ছিলে ত?”

ন। হ্যাঁ, ভাল ছিলাম। কিন্তু তোমার অবস্থা এ কি হয়েছে?

নি। জ্বর হয়েছে—কতলোকের হচ্ছে; সেরে যাবে।

ন। সেবে যাবে না ত' আর কি হবে? কিন্তু শরীরের অবস্থা হ'য়েছে কি!

নি। জ্বর হ'লে এমনি হয়। আমাকে ধর—আমি উঠি।

ন। পারবে?

নি। দেওয়ালের গায় গা রেখে ব'সতে পারবো।

ন। উঠার প্রয়োজন?

নি। তোমার সঙ্গে কথা কইব,—কতদিন পরে এসেছ।

ন। শুয়েই কথা বল।

নি। মুখ না দেখলে কথা বলা ভাল হয় না।

ন। আমি তোমার পাশে গিয়ে বসি।

নি। তবে এস। তুমি কতক্ষণ এসেছ?

নলিনীবাবু ঘুরিয়া গিয়া নিভার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন এবং তাহার রোগ-বিশীর্ণ হস্তখানি নিজের হাতের উপর লইয়া বলিলেন,—"কি হয়েছে?"

নি। কতক্ষণ এসেছ?

ন। এই আস্‌ছি।

নি। হাত-মুখ ধুয়েছ?

ন। না,—এখনও মার খোঁজ পাই নাই।

নি। ডাক গে, তিনি তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন।

ন। তোমার এখানে কে থাকে?

নি। আমি জানি না।

ন। কেন?

নি। সমস্ত দিন অজ্ঞান থাকি—রাত্রি এগারটা বারটায় জ্বর একটু নরম পড়ে, তখন জ্ঞান হয়।

ন। তখন কি দেখ?

নি। কি দেখ্‌বো?

ন। ঘরে কে থাকে?

নি। কেউ না।

ন। কেউ না?

নি। দেখতে পাই না।

ন। তোমার চিকিৎসা ক'র্‌ছে কে?

নি। হরিমতি।

ন। হরিমতি! কোন ডাক্তার নয় কি?

নি। না।

ন। কেন?

নি। মা মেয়ে-মানুষ—কে ডেকে আনে!

ন। ওযুধ কৈ?

নি। ওষুধ কোথায়, তা' আমি এখন কি কোরে বোল্‌বো। তুমি হাত-মুখ ধোও।

ন। তুমি বেদানা খাবে?

নি। খাই, খাবো। তুমি যখন এনেছ—তখন খাবো বৈ কি, এখন তুমি পথ-শ্রান্তি দূর কোরে এস।

নলিনীবাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ব্যাগ খুলিয়া বেদানা বাহির করিলেন, এবং একটা বেদানা কাটিয়া কোয়া বাছিয়া বাছিয়া নিভার মুখে দিতে লাগিলেন,—নিভা তাহার কয়েকটা খাইল। তার পরে জ্বরক্লান্ত নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিল। সে ঘুমাইয়া পড়িল,—নলিনী-বাবু সেই স্থানে বসিয়া, অবশেষে নিশা যাপন করিলেন,—মাতা বা ভগিনীকে আর ডাকিলেন না।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### — শেষ নিশ্বাস —

পর দিবস প্রভাতে উঠিয়া নলিনীর মাতা পুত্রকে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন,—যেহেতু পুত্রবধূর তদবস্থাতেও তাঁহার নিকটে থাকা দূরের কথা, একটিবার চোখের দেখাও দেখিয়া যান নাই। নলিনীবাবু কিন্তু সে সম্বন্ধে মাতাকে কিছুই বলিলেন না। তিনি সকালে উঠিয়াই ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইলেন। সকালে নিভার বেশ জ্ঞান হইয়াছিল।

সে দিন রাস-পূর্ণিমা। সকাল হইতেই রায়েদের বাড়ী রাসের বাজনা বাজিতেছিল। নিভা স্বামীকে জ্ঞানপূর্ব্বক দর্শন করিয়া বড় আনন্দিত হইল। হাত-মুখ ধুইয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বসিতে পারিল না—বড় দুর্ব্বল, বড় ক্ষীণ, বড় শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

স্বামীর দিকে চাহিয়া, প্রশান্ত অথচ ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"উঠিয়া বসিতে ইচ্ছা হইতেছিল, পারিলাম না। একটা উঁচু বালিস পাইলে ঠেসান দিয়া বসিতাম।"

ন। যদি কষ্ট হয়, বসিবার প্রয়োজন কি ?

নি। তোমার সহিত জন্মের শোধ একটু গল্প করিতাম।

একটা তাকিয়া বালিস নিভার বিছানায় আনিয়া দিয়া নলিনীবাবু বলিলেন,—"জন্মের শোধ—ও কি কথা ? জ্বর কি আর কাহারও হয় না ! বাঙলা দেশে জ্বরে ভোগা, বিধি-লিপির ন্যায় অখণ্ডনীয়।" নিভা তাকিয়ার উপর মাথা তুলিয়া একটু উঁচু হইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"আমি নিশ্চয় বাঁচিব না।"

ন। কেন, খোয়ার দেখিয়াছ নাকি ?

নি। তুমি কি আত্মার পরলোক-যাত্রার মত স্বপ্নও বিশ্বাস কর না ?

ন। আগে আরোগ্য হও—ও তর্ক তখন হইবে।

নি। আরোগ্য হইব না,—মৃত্যু অনিবার্য্য। আমার দুঃখে-কষ্টে ব্যথিত হইয়া শ্রীভগবান্ আমাকে তাঁহার চরণে স্থান দিবেন।

নলিনীবাবু হাসিলেন।

নি। হাসিয়ো না, আত্মা আছেন। দেহের ধ্বংসই মৃত্যুর অপর নাম। জল কি উপাদানে গঠিত—উহার শক্তি কি—উহার আকার কি —এ সমস্ত তর্কের দ্বারা জলপানে শান্তি পাওয়া যায় না—প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না। পিপাসায় জল পান করিলে যেমন শান্তি মিলে,—দুঃখে রোগে শোকে যুক্তি-তর্ক ছাড়িয়া আত্মা ও পরলোকে বিশ্বাস করিলে, তেমনি শান্তি মিলে। যাহা যথার্থ শান্তি আনে—যাহা বুকের মধ্যে চাহিলে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহাই—সেই যুক্তি—সেই বিশ্বাসই সমস্ত বিজ্ঞানের—সমস্ত দর্শনের মস্তক-মণি।

নলিনীবাবু পুনরপি হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "রোগে পড়িয়া একা একা শুইয়া শুইয়া, যেন অনেক কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া যুড়িয়া গাঁথিয়া রাখিয়াছ!"

নিভার রোগ-মলিন মুখখানা উজ্জ্বল হইল। কোটরগত চক্ষু দুইটি একটু বিস্ফারিত হইল। বলিল,—"আমি একদিনও—এক মুহূর্ত্তও একা থাকি নাই।"

ন। ( হাসিয়া ) কোন্ মিন্সে তোমার কাছে থাকিত ?

নি। ( মৃদু হাসিয়া ) যে মিন্সে জীবনের সাথী—মরণের পরে চিরসঙ্গী—এখন যে সম্মুখে।

ন। আতিবাহিক দেহে নাকি ?

নি। তা' জানি না। তবে হৃদয় ছাড়া একদণ্ড হও নাই।

ন। তা হ'লে কেষ্ট-বিষ্ণুর মধ্যে গিয়েছি? থাক্—ডাক্তার আসিতে বিলম্ব হইতেছে কেন ;—লোকটাও ত' এখন ফিরিয়া আসিল না।

নি। ডাক্তার আর কেন ? আমি বাঁচিব না।

ন। ক্ষেপ্‌লে নাকি ?

নি। তুমি যে স্বপ্ন মান না—আত্মা মান না, পরলোক মান না ;—নতুবা বুঝিতে,আমি বাঁচিব না—এ কথা দৃঢ়তার সহিত কেন বলিতেছি।

ন। ও সকল কথাই কবির কল্পনা—মানসিক বিকার—বিজ্ঞানের বাহিরে। কিন্তু তুমি মরিবে কেন ? মরণের অত সাধ কেন ?

নি। অবিশ্বাসী তুমি—অনাস্তিক তুমি—কেন মরিতে চাহিতেছি, তোমাকে বলিলে, তুমি সে সুখের চিত্র দেখিতে পাইবে না। আমার কানের কাছে, মধুর মুরলী-স্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছে—"এই জীবনের শেষ নহে—নিজ শুদ্ধ প্রেমের পরিসমাপ্তি এখানে নহে।"

ন। ছিঃ ছিঃ—ও সকল কবির কল্পনামূলক কাব্য-কথায় জীবনের উপর হতশ্রদ্ধ হইও না,—

নি। কল্পনার কাহিনী নহে,—আমার কাণের কাছে, প্রেম-সঙ্গীতের মোহিনী রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। আমি যাব,—প্রাণতম হৃদয়-দেবতা, মৃত্যু কোথায় ? শোকাবেগ ভুলিয়া যাও। উর্দ্ধপানে চাহিয়া বোঝ—মানুষ মরে না—পরমাণুর সমষ্টি দেহের ধ্বংস হয় মাত্র। যতই বাঁশী শুনিতেছি,—ততই হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যাইতেছে,—ততই যেন সংসারের সকল দৃশ্য আমার চক্ষুর সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া দেখা

দিতেছে, গৃহ, দ্বার, ফল, ফুল, চন্দ্র, সূর্য্য, শ্যামল সমতল মাঠ, স্বচ্ছতোয়া নদী, পাখীর গান, মানবের হাসি—এ সকল আর ভাল লাগিতেছে না—সংসারের সব আনন্দ সব মাধুর্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, যেন একটা মোহ কাটিয়া গিয়াছে। শোন প্রাণেশ্বর,—শোন সর্ব্বেশ্বর ;—জন্ম একটা স্বপ্ন মাত্র—বিস্মৃতির একটা গভীর খাত। জীবাত্মা এখানে আসিয়া পরমাণুর গড়া দেহ-পুরে বাস করিতেছেন—কিন্তু ইহার বাসস্থান অপর কোন মধুপুরে। জন্মকালে আমাদের চতুর্দ্দিকে বিমল স্বর্গ—কিন্তু তার পরেই জীবাত্মা দেহ-কারাগারে বন্দী। বন্দীর সুখ কোথায় ?

ন। জ্বরে জ্বরে তোমার মস্তিস্কে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিয়াছে। অনেক রক্ত মাথায় উঠিয়াছে।

নি। তা' উঠুক ;—আমার কারাবাস-কাল শেষ হইয়াছে। বড় দুঃখে-কষ্টে কথাগুলি বলিতেছি—আর বলিবার অবকাশ পাইব না। আমি যাইব, তুমি দুঃখ করিও না। মরণে শোক কি ? মরণের বিভীষিকাই বা কোথায় ? মৃত্যু নিদ্রারই অবস্থাভেদ। কর্ম্মশ্রান্ত দেহ যেমন নিদ্রাতেই সুখ পায়—ব্যথিত প্রেমের জ্বলন্ত প্রাণ—যন্ত্রণায় ক্লান্ত-দেহ—সংসারের দুর্ব্বহ ভার বহনে অক্ষম মানুষের মৃত্যুই শান্তিপ্রদ।

ন। ও সকল বাজে বকুনিতে মাথার পরিশ্রম হইবে—তুমি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ—ততোধিক মস্তিস্ক দুর্ব্বল হইয়াছে, এখন ক্ষান্ত হও।

নি। না না ;—আমি এখন বড় আনন্দে আছি। এখানে বড় কষ্টে দিন কাটাইয়াছি ; তোমাকে দু'দণ্ড পাই নাই ; একটি গান গাহিতে দশটি কটু কথা শুনিয়াছি। নববধূ স্বামিগৃহ হইতে বাপের

বাড়ী যাইবার সময় যে আনন্দ পায়, আমার আজ সেই আনন্দ। কেবল বরটিকে সঙ্গে পাইলে বাপের বাড়ীর সুখ পূর্ণমাত্রায় লাভ হওয়া যেমন নববধূ এক একবার অনুভব করে, আমারও তাই। তবে সে যেমন প্রতীক্ষা করিয়া আনন্দ পায়, আমারও তাই। আমি যাইব—তোমার প্রেমের প্রতীক্ষায় সেখানে থাকিব। সেখানে প্রেমের জালা নাই—ইন্দ্রিয় জয়ের কষ্ট নাই—সেখানে একজনের আনন্দের ধারে অপরের অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দেয় না—সেখানে পরের দুঃখ পরে বোঝে—পরের আনন্দে পরে সুখ পায়—পরের হাসিতে পরে হাসে। সেখানে প্রেমে কাম-গন্ধ নাই, সেখানে জ্যোৎস্নার মত প্রেম নির্ম্মল, সেখানে নির্ম্মলতার মধ্যে অন্ধকার ঢালিয়া দিতে কাহারও সাধ হয় না।

এই সময় একজন বৈষ্ণবী খঞ্জনী বাজাইয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ভিক্ষার জন্য গান ধরিল। নিভা তাহা শুনিতে পাইয়া স্বামীকে বলিল, "আমোদী বৈষ্ণবী ভিক্ষার জন্য আসিয়াছে ও বেশ গায়, ডাক।"

ন। তুমি ভয়ানক কৃশ হইয়াছ—বসিতে সামর্থ্য নাই; উহাকে কেন?

নি। একটা গান শুনিব। চণ্ডীদাসের গান জীবন-মরণের মহামন্ত্র। ডাক না—বেশ গায়।

নলিনীবাবু ভাবিলেন, বকুনির চেয়ে গান শুনিয়া স্থির হয়, মন্দ কি! তিনি আমোদীকে গৃহদ্বারে ডাকিলেন। সে আসিলে নিভা বলিল,—আমোদী আমি চলিলাম—আজ রাসপূর্ণিমা, না?"

আ। বালাই, ম'রবে কেন? হ্যাঁ, আজ রাস। রায়েদের বাড়ী রাসের বাজার ব'সেছে।

নি। চণ্ডীদাসের একটা গান গা'ত।

আ। গানে তোমার কষ্ট হবে—রোগা হ'য়ে প'ড়েছ যে।

নি। মর্ হতভাগী;—কষ্ট পাবার জন্যে কি তোকে ডাকিয়ে আন্‌লাম। গা, চণ্ডীদাসের পদ একটা গা।

তখন আমোদী, নলিনীবাবুর মুখের দিকে চাহিল। নলিনীবাবু গাহিতে অনুমতি দিলেন। তখন দ্বারের কাছে বসিয়া, খঞ্জনী বাজাইয়া, গলা ছাড়িয়া গাহিল,—

"বঁধু কি আর বলিব আমি;
জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি।
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিলাম প্রেমের ফাঁসী;
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী।
ভাবিয়া দেখিলাম, এ তিন ভুবনে, আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে।
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও-দুটী কমল পায়।
না ঠেল ঠেল, অবলে অখলে, যে হয় উচিত তোর,
ভাবিয়া দেখিলাম, প্রাণনাথ বিনা গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয়, পরশ-রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥'

গান শুনিতে শুনিতে নিভা ঘামিয়া উঠিল—চক্ষুর তারা প্রসারিত হইল,—মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হইয়া পড়িল। অবস্থা-দর্শনে নলিনীবাবু ভীত হইয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া মস্তক ধরিয়া নীচু বালিসে স্থাপন করিলেন এবং পার্শ্ব-পতিত ব্যজনী লইয়া তাড়াতাড়ি বাতাস করিতে লাগিলেন। আমোদী গান বন্ধ করিয়া দিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং রোগিণীর শুশ্রূষায় নলিনীবাবুর সাহায্য করিতে লাগিল।

এই সময় একজন লোক আসিয়া বলিল,—"ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন।"

বৈশাখী-অপরাহ্ণের দামিনী-দমকিত মেঘ-দর্শনে ভীতার্ত্ত পথিক সম্মুখে আশ্রয় দেখিলে যেমন আশ্বস্ত হয়, 'ডাক্তার আসিয়াছে' শুনিয়া, নলিনীবাবু ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"শীঘ্র এখানে ডাকিয়া আন।"

ডাক্তার আসিলেন। রোগিণীর হাত টিপিলেন, তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইল। তাড়াতাড়ি বক্ষোপরীক্ষার যন্ত্র দিয়া হৃদ্‌পিণ্ড পরীক্ষা করিয়া, নিরাশার ম্লান বিষণ্ণ মুখে সরিয়া বসিয়া বলিলেন,—"শেষ হইয়া গিয়াছে।"

নলিনীবাবু যেন গাছ হইতে পড়িলেন। বলিলেন,—"না না, আপনার ভুল হইয়াছে। এই যে কথা কহিতেছিল। বোধ হয় মূর্চ্ছা হইয়াছে। আপনি সত্বর ঔষধ দিন্।"

ডা। নির্ব্বাণ-দীপে কি জন্ম তৈল দিব। হৃদপিণ্ডের গতি চির-দিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ন। আর নাই?

ডা। এখনও শেষ নিশ্বাস মাটিতে পড়ে নাই—নাভির উপর ধুক্ ধুক্ করিতেছে—বড় জোর, পাঁচ ছয় মিনিট্।

ন। ঔষধ দিন্।

ডা। না, আর গিলিবার শক্তি নাই! অন্য উপায়ে ঔষধ শরীরস্থ করিলেও কিছুমাত্র ফল হইবে না।

এমন কেন হইল ডাক্তারবাবু? এই যে কথা কহিতেছিল?

ডা। অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও মানসিক আবেগজন্য ইহার হৃদ্‌রোগ জন্মিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার গোলযোগ ঘটাইয়াছিল। তারপরে ক্রমাগত দুর্ব্বলকারী জ্বররোগে ভুগিয়া রক্তশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয় জ্বর বিরামের অবসাদ অবস্থাই এই মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। অন্ততঃ দশ বার ঘণ্টা পূর্ব্বে কোন চিকিৎসকের অধীন হইলে—রোগীর মৃত্যু নাও হইতে পারিত! আর না নলিনীবাবু,—নাভির শ্বাসটুকুও স্থির হইয়াছে; বাহির করুন।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। নিভার শেষ নিশ্বাস বাহির হইল,—তাহার আত্মা কোথায় গেল;—কেহ জানিল না, বুঝিল না, দেখিল না।

নলিনীবাবু আর আমোদী বৈষ্ণবী নিভার দেহ লইয়া হরিবোল দিয়া বাহির হইল।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

— স্বপ্ন —

শ্মশান-কার্য্য সমাধা করিয়া, বৈকালে শূন্য প্রাণে নলিনীবাবু বাড়ী ফিরিলেন।

তাঁহার মাতা বৌমার শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে পল্লী মুখরিত করিয়া তুলিলেন;—নীরদার কান্নাও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সে কান্নায় নলিনী বাবু বড় অধিক সহানুভূতি করিতে পারিলেন না।

রাত্রে-আহারাদি অন্তে মাতাকে বলিলেন,—"মা; আমি কা'ল সকালেই কলিকাতায় যাইব; তোমরা এখন অনেকটা নিরাপদ—

অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ—খুব সাবধানে বস-বাস করিও, এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র দিও।”

নলিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“হ্যাঁ বাবা ; বৌমা মরিয়াছে—আমি কি তাতে সুখী হয়েছি, মনে করিস্? ঝগড়া-ঝাঁটি যাই করি, তোর বৌ আমার ঘরের লক্ষ্মী।”

ন। যাই হোক্, ঘরের লক্ষ্মী যখন ঘর ছেড়ে গেল, তখন আর কি করা যাবে,—ঝগড়ার দায় কেটেছে, এখন যাতে মানুষে আর নিন্দা না করে, তাই কোরে বাস কর।

ন-মা। ওমা—ঝগড়া করা কি আমার স্বভাব। গাঁয়ের মধ্যে কেউ কি সে কথা ব’লতে পারে যে, আমি ঝগড়া করি ?

ন। সে কথা বলি নাই—বল্‌ছি আবার কতদিনে বাড়ী ফিরব—তোমরা সাবধানে থেক’।

ন-মা। বড়-দিনের সময় বাড়ী আস্‌বি না ?

ন। না।

ন-মা। কেন ?

ন। মনে করেছি,—ঐ সময় একবার পশ্চিম যাব।

ন-মা। না বাবা, তা’ হবে না। আর অত দিনই বা যেতে দেবো কেন ? এই মাসের মধ্যেই আমি সেয়ানা মেয়ে খুঁজে তোর বিয়ে দেবো। আমার সাজানো ঘর ভেঙে গেল—আমি ঔষধ অন্ত হলেই বিয়ে দেবো।

ন। না মা, আর বিবাহে কাজ নাই ;—আর অশান্তির আগুনে দগ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নাই।

ন-মা। ওমা,—বলিস্ কি ? আমার বংশ—বংশ রক্ষা হবে কিসে ?

নলিনী বাবু কথা কহিলেন না। বাস্তবিক তখন পুনরায় বিবাহ করিতে তাঁহার একান্তই ইচ্ছা ছিল না।

তার পরে সেখান হইতে উঠিয়া যে ঘরে নিভা শুইত—যে ঘরে তাহার জীবনের অবসান হইয়াছে, নলিনীবাবু সেই ঘরে গমন করিলেন,—সেখানে তাঁহার ব্যাগ ছিল;—ঘরে গিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সব রহিয়াছে—সে নাই! কোথায় গেলে তুমি?—গেলে কি আর আসে না?

সে কথার উত্তর নাই। মুক্ত জানালাপথে নিশার সমীর হুহু করিয়া গৃহ-প্রবেশ করিতেছিল। নলিনীবাবু তাড়াতাড়ি ব্যাগটী লইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

ভগিনী নীরদা পূর্ব্ব হইতেই সেখানে শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, নলিনীবাবু শয়ন করিলেন।

পূর্ব্ব রাত্রির অনিদ্রা, শ্মশানের পরিশ্রম, দুরন্ত শোকের অবসাদ—এই সকল কারণে তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি শীঘ্র নিদ্রা আসিল না। নিভার ইন্দুনিভানন আর সেই বিবাহের রাত্রি হইতে, আমোদী বৈষ্ণবীর গান পর্য্যন্ত কত কথাই মনে আসিল—কত বিষয়ই প্রাণে জাগিল—কত হাসি-কান্নাই হৃদয়ে উঠিয়া ঝরিয়া গেল। তাহার পরে মনে হইল, সত্যই কি মানুষ মরিলে পরমাণু-সমষ্টির ধ্বংস হয়—আত্মা থাকে, পরলোকে প্রেমিক-প্রেমিকার আবার মিলন হয়!

তার পর মনে হইল, ভাবিলে এ কথায় প্রাণে বড় শান্তির উদয় হয়—আশ্বস্তির মধুর নীহারকণা পতিত হয়,—কিন্তু ইহার অখণ্ডনীয় যুক্তি কোথায়? প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রমাণ কোথায়? বিজ্ঞানের মীমাংসায়

সত্য কোথায়? আমার মত হতাশ-হৃদয়কে সংসারে স্থির রাখিবার জন্য ইহা কবি-কল্পনার সুমধুর কাহিনী। কিন্তু নিভা এ কাহিনীতে বড় বিশ্বাস করিত। হায়! এই অন্ধবিশ্বাসই তাহার জীবনে অবজ্ঞা ও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

এই প্রকার নানাবিধ ভাবনা-চিন্তাতে অনেক রাত্রি কাটিয়া গেল;—তার পরে নলিনীবাবু ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া নিশাবসান সময়ে সে এক স্বপ্ন দেখিল।

স্বপ্নে দেখিল,—নিভা তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে! তাঁহার যৌবনপুষ্ট দেহ, জ্যোতির লহরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মস্তকের কেশ-রাশি রুক্ষ—যেন সাবানে ঘসা, পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছে; কতক ফুলিয়া ফুলিয়া কপোলে পড়িয়াছে। মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিল,—"এখনও কি মৃত্যুর পর জীবনে অবিশ্বাস কর? এখনও কি মৃত্যুর পরে প্রেমের যমুনায় স্নান করা অসম্ভব জ্ঞান কর? এই দেখ, আমাকে দেখ, বিশ্বাস কর। আমি তোমারি কারণে—তোমারি প্রেমের প্রতীক্ষায় রহিলাম,—আমি একটি অনুরোধ করিতে আসিয়াছি—আর বিবাহ করিও না। তুমি পুনরায় বিবাহ করিলে, আমাকে অনেক পিছাইয়া পড়িতে হইবে—তোমার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার জন্য শোক করিও না—আমি মরি নাই—কেউ মরে না। পরমাণুপুঞ্জের বিশ্লেষ হয় মাত্র। জড়-দেহের-নখ চুল ইত্যাদি কাটিয়া ফেলিলে যেমন দেহের কোন ক্ষতি হয় না, দেহের ধ্বংসে তেমনি আত্মার কোন ক্ষতি হয় না। আমায় মনে রাখিও—এখন চলিলাম।"

নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল,—তখনও একটু রাত্রি ছিল, নলিনীবাবু

বসিলেন। স্বপ্নের কথা মনে হইল, মনে হইল স্বপ্ন কি সত্য? স্বপ্ন সত্য না হইলে; মানুষ কোন সুখে কোন আশায় জীবিত থাকে?

কিন্তু স্বপ্ন সত্য হইলে, স্বপ্নলব্ধ-রাজ্যে মানুষ রাজা হইতে পারিত। হায়, জগৎ! স্বপ্ন কেন সত্য হইল না?

আর নিদ্রা আসিল না। অবশেষে নিশাটুকু বিনিদ্র কাটাইয়া, অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নলিনীবাবু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### — সম্বন্ধের কথা —

লৌহকার যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তীক্ষ্ণধার অসি প্রস্তুত করে, সে হয় ত তখন মনে করে না, এ অসির আঘাতে—এ খরধারের মুখে কত মস্তক স্কন্ধবিচ্যুত হইবে, কত অমূল্য জীবন অকালে বিনষ্ট হইবে।

তার পরে, তাহার কৃত সেই অসি যদি শত্রুহস্তগত হয়, এবং তাহার স্কন্ধে পতিত হয়, তখন অসি আর লৌহকার বলিয়া মানে না—তাহাকেও সংহার করে।

মাতৃ-গঠিত অযোগ্য আব্দারও অপ্রাপ্য সোহাগ-যন্ত্রে গঠিত নীরদার কলহ-তীক্ষ্ণধার অসি এখন ক্রোধ-শত্রুর হস্তগত—তাহার মাতা যে অসির প্রস্তুতকারী হইলেও তাহা আর এখন মানিতেছে না।

পনর দিন অতীত হইল, নিভা চলিয়া গিয়াছে—সংসারে মা ও মেয়ে ব্যতীত অপর কেহ নাই, কিন্তু কলহ সম্পূর্ণ বিরাম হয় নাই—

দাবানলের সৃষ্টি হইলে, তাহা সংক্রমণতাই ধারণ করে, পুষ্করিণীর একপার্শ্বে পচা পানা জন্মিলে, সমস্ত জল নষ্ট না করিয়া ছাড়ে না।

খুটি-নাটী লইয়া সামান্য সামান্য কারণ লইয়া নীরদা তাহার মাতাকে কলহ করিয়া বিরক্ত করিয়া তুলিত।

সেদিন নীরদার মাতা পাড়ায় গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিতে বেলা প্রায় এগারটা বাজিল। আষাঢ়ের একখানা চলন্ত মেঘ যেমন হঠাৎ এক স্থানে একপসলা বর্ষণ করিয়া যায়, তেমনি এই বেলা করিয়া আসা লইয়া মায়ে-ঝিয়ে এক পসলা ঝগড়া হইয়া গেল।

কন্যা নীরদা বলিলেন,—"এত বেলা কেন হ'ল? তোমার একেবারে আক্কেল নাই, কখন বা রান্না হবে—কখন বা খাওয়া হবে। তুমি মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোঝ না।"

মাতা,এ কথাগুলা বলা নীরদার পক্ষে সমীচীন বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার জ্বালায় আমি ফিরছিলাম, তুই বাপু, এতক্ষণ রান্না চাপাইলেই পার্‌তিস, আমি ত ঘর-সংসার সঙ্গে কোরে নিয়ে যাই নাই।"

নী। আমি কি করতে কি কর্‌ব আর শেষে গাল খেয়ে মর্‌বো।

নী-মা।, হ্যা মা! আমি তোকে গা'ল দিয়ে থাকি নাকি? এখন আর কার সঙ্গে ভাগাভাগি? কার সঙ্গে ঝগড়া-কলহ? সে যে চ'লে গিয়েছে।

নী। আমি না তাকে মেরে ফেলেছি? আমার পোড়া কপাল; —তাই আমি তোমার বাড়ী পড়ে থাকি। এতলোকের মরণ আছে—আমার মরণ নাই। যম আমাকে রেখে কেন উপোস্ করে—বুঝি না।

নীরদা অঞ্চলাগ্রে চক্ষু ঢাকিল,—তদ্দর্শনে মাতার হৃদয়ে করুণ রসের

প্রবাহ বহিল। বলিলেন,—"মা! আমি কি সাধে বলি, আমার কত জ্বালা। ছেলেটা একেবারে উদাসীন হ'য়ে যাবে, আর ত কেউ নেই যে সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দেবে—আমাকে সে চেষ্টা দেখতে হবে ত।"

নী। আমি বুঝি তাতে বাধা দিচ্চি?

নী-মা। ওমা সে কি। তা' দিবি কেন? আমি বলি কি, তুই দেখে শুনে সংসার কর্—আমি একটু পাড়ায় ঘুরে-ফিরে—দশ জনের কাছে সন্ধানটা-আস্‌টা নিয়ে ছোঁড়ার বিয়ে দিয়ে দিই। এই দেখ, আজ পনর দিন বাড়ী থেকে গিয়েছে একখানা চিঠিও দিলে না।

নী। আজ কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল?

নী-মা। বড়বাড়ী—ন'ঠাকুরের কাছে।

নী। সেখানে কেন?

নী-মা। তিনি খবর দিয়েছিলেন, তাঁর সম্বন্ধীর একটি সেয়ানা মেয়ে আছে। মেয়েটি খুব সুশ্রী—বয়সও ষোলোর কম নয়। সে দিতে চায়।

নী। কত টাকা দেবে?

নী-মা। টাকা কিছুই দিতে চায় না—তার অবস্থা ভাল নয়।

নী। পোড়া কপাল আর কি। এম-এ পাশ ছেলে, বিনা পয়সায় দেবেন—মিন্‌সেদের কি বে-আক্কেলে কথা!

নী-মা। কোন্ গাঁয়ের মেয়ে জানিস্?

নী। আমি ত আর অন্তর্জ্জান নই যে, না বল্‌লে জান্‌ব।

নী-মা। লোচনপুর—তোর মামার শ্বশুরবাড়ী যে গাঁয়! তোর মামাশ্বশুরের ছেলের সঙ্গে নাকি সম্বন্ধ স্থির হ'য়ে গিয়েছে।

নী। মামাশ্বশুরের কোন্ ছেলে? বিপিন?

নী-মা। হ্যাঁ,—হ্যাঁ।

নী। সে অল্প টাকার কাজ নয়। বিপিন একবার একটা পাশ ( ম্যাট্রিকুলেশন ) দিয়ে আবার প'ড়ছে।

নী-মা। সে নাকি বিনা টাকাতে হ'চ্চে। মেয়ে দেখে বিপিন নাকি সেই মেয়ে বিয়ে কোর্‌বে ব'লে জিদ্ ধ'রেছে—তাই শুনে কাজেই তোর মামাশ্বশুর আর মামাশাশুড়ী বিনা পয়সাতেই কর্‌তে স্বীকার হ'য়েছেন। বাড়ীর কাছে বাড়ী—মেয়েটাও বয়স্থা আর সুন্দরী, কাজেই ছেলে তা' দেখে ভুলে গিয়েছে।

নী। কার মেয়ে?

নী-মা। মতিবাবুর।

নী। ওঃ—আমি সেবার যখন মামাশ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলাম, তখন সে মেয়েকে আমি দেখেছিলাম, তার নাম কৃষ্ণা। কিন্তু বিপিনের যখন অত মত—আর সম্বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, তখন তা, ভেঙ্গে, আবার দাদার সঙ্গে দেবে কেন?

নী-মা। তোর মামাশ্বশুর ত ঘরে ভাল নয়! তার উপর আমার ছেলে, আর সে ছেলে! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে,—আমার নলিনীর এখন মান কত,—মাহিনেও মাসে আধ ধামা টাকা!

নী। হয়, কর।

নী-মা। আমার একটু সেয়ানা মেয়ের দরকার—ন'ঠাকুর, বোলেছেন—টাকার তোমার অভাব নেই, গহনাও ঘরে আছে; এই বিয়েই দাও। ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা নেওয়া ত' একটা বাহাদুরী নয়। তিনি আজ নলিনীকে চিঠি লিখে দিলেন, তার মত হ'লে ও মাসের সতরই যে দিন আছে, সেই দিনেই বিয়ে হবে।

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

— সাহেবের মত —

ন'ঠাকুরের চিঠি নলিনীলোচনের আফিসে গিয়া তৎপর দিবস পঁহুছিল। খামে আঁটা চিঠি,—নলিনীবাবু চিঠি খুলিয়া পাঠ করিয়া আপন মনে হাসিতেছিলেন। হাসির কারণ, চিঠিতে ন'ঠাকুর লিখিয়াছেন—'তোমার মাতাঠাকুরাণী বিবাহের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।'

ঠিক সেই সময় বড় সাহেব নলিনীবাবুর ঘরে কি একটা কাজের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া সাহেবের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সাহেব আগেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও চিঠি কোথাকার?"

সাহেব নলিনীবাবুর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হইলেও বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন, উভয়ের সহিত উভয়েরই প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং বাহিরের কথাবার্ত্তা বন্ধুর মতই হইত। উভয়েরই কথোপকথন ইংরাজীতেই হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের বই বাঙ্গালা, লেখক-পাঠক বাঙ্গালী—কাজেই বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত হইল।

নলিনীবাবু বলিলেন,—"চিঠি বাড়ীর। বসুন কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।" সাহেব চেয়ার গ্রহণ করিলেন।

ন। বাড়ী হইতে এই পত্র আসিয়াছে, পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য এক আত্মীয় একটি সম্বন্ধ করিয়াছেন, এবং আমার মতামত চাহিয়াছেন।

সা। কিসের মতামত? তোমাদের আবার মতামত কি? আত্মীয়স্বজনে যাহার সহিত ধরিয়া বিবাহ দিবে, তাহার সহিতই

বিবাহ হইবে। তা' তাহার সহিত মন-মিল হোক্ আর নাই হোক্।

ন। সাহেব! সে নিয়ম ভাল কি মন্দ তা' স্থির করা যায় না। মনের শিকল, রূপের নেশা, এ সকল যাচাই কোরে তোমাদের বিবাহ হয়, আর আত্মীয়ে স্থির করিয়া আমাদের বিবাহ দেন—কিন্তু তোমাদের ডাইভোর্স বা বিবাহ-বন্ধন-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা কত তাহার ঠিক করা দুর্ঘট—আর আমাদের অজানা-অচেনা বর-কন্যার সেই বিবাহ—জীবন-মরণের সাথী।

সা। তবে কিসের মতামত তোমার নিকটে চাহিয়াছেন?

ন। আমি আবার বিবাহ করিব কি না?

সা। সে কি? তোমার বয়স এখনও ত্রিশ বৎসর হয় নাই,—বিবাহ করিবে না কেন?

ন। ইচ্ছা নাই সাহেব—আমি জানাইয়াছি—বিবাহ করিব না।

সা। সেরূপ জানাইবার কারণ কি? তুমি ত' যোগী-ঋষি নও।

ন। বিশেষ কারণ আছে বলিয়াই আমি আপনার নিকট পরামর্শ চাহিতেছি।

সা। সে কারণ কি,—বল।

ন। আমার স্ত্রী আত্মা ও পরলোকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিত।

সা। স্ত্রীলোক আর স্ত্রী-প্রকৃতির পুরুষ ইহারা ও-বিষয়ে খুব বিশ্বাসী। তারপর?

ন। যে দিন তাহার মৃত্যু হয়, সেদিন আমি স্বপ্নে দেখিলাম,—আমার স্ত্রী বলিতেছে—তুমি বিবাহ করিও না, পরলোক আছে, আত্মা

আছে। তোমার প্রতীক্ষায় রহিলাম,—বিবাহ করিলে পিছাইয়া পড়িবে—তোমায় আমায় মিলিতে অনেকদিন বিলম্ব হইবে।

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"স্বপ্নে দেখিয়াছ, স্বপ্ন কি সত্য! বালকেও জানে—স্বপ্ন চিন্তার স্রোতের বিকার মাত্র।

ন। আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন না?

সা। কখনই না—কোন জ্ঞানী মনুষ্যই করে না।

ন। পরলোক? আত্মা?

সা। ও সম্বন্ধেও ঐ মত। তুমি ও-সকল কাহিনী গল্প ভুলিয়া যাও—জগতে সৃষ্টি-স্রোত অব্যাহত রাখ। বিবাহ কর, কর্ম্ম কর,—আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাও।

নলিনীবাবু চিন্তা করিলেন। তার পরে সাহেবের মতেই মত দিলেন।

সেই দিবসই ন'ঠাকুরের পত্রোত্তরে 'বিবাহে আপত্তি নাই',—প্রকারান্তরে জানাইলেন।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

— ক'নে চন্দন —

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লোচনপুরের বিপিনচন্দ্র চূনাপুকুর লেনের একটা মেস্‌বাড়ীর ছাতে বসিয়া,একখানি পত্র হাতে করিয়া চিন্তা করিতেছিল। চিন্তা প্রগাঢ় এবং মুখ দেখিলে বুঝা যায়, মর্ম্মবিলোড়নকর।

পঠিত পত্র পুনরপি পাঠ করিল। তারপরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, কষ্টকর অথচ মৃদুস্বরে আপন মনে বলিল,—"এত আশা—এত আনন্দ—ভবিষ্যতের এমন সুচিত্র, সব ভাসিয়া গেল! আমার জীবনের গ্রন্থি বুঝি এ সঙ্গে শিথিল হইয়া গেল! হায়, বঙ্গদেশ!—হায় হিন্দু-সমাজ! তোমার অবিবেচনা আর অদূরদর্শিতায় আমার মত কত যুবকই যে ব্যর্থ প্রেমের হতাশ জীবন লইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে,—অথবা আত্মহত্যা করিয়া জীবন জুড়ায়, তাহা বলা যায় না! এখানে ভালবাসিয়া বিবাহ করিবার উপায় নাই। বিভার পিতা আমার সহিত সম্বন্ধ করিয়া—আমার মানসমোহিনীকে আমায় দিতে স্বীকৃত হইয়া এক্ষণে অপরকে দিতেছেন! আমার বেদনা তাঁহারা বুঝিলেন না। বাবু শ্যামাপদ লিখিয়াছেন,—তোমার পিতা এ বিবাহ না হওয়ায় দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, এবং সত্বরেই নলিনীবাবুর সহিত এ বিবাহ হইবে। তোমারও সম্বন্ধ অন্যত্র হইতেছে,—এই মাসের মধ্যেই বিবাহ দিবেন! হায়;—বিভাকে ছাড়িয়া আমি অপরকে বিবাহ করিব? যে হৃদয় আসনে বিভার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অপর মূর্ত্তি কি করিয়া দাঁড় করাইব? আর বিবাহ করিব না। আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না!

তবে এখন কি করিব? আগামী পরশ্ব সেই কাল-দিন সতরই। সেই দিন রাত্রি' চারি দণ্ডের সময়, কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিভা অপরের করে সমর্পিত হইবে—অপরের সহধর্ম্মিণী হইবে। তাহার পানে চাহিবারও আর আমার অধিকার থাকিবে না। আমি সেদিন যখন তাহাদের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম, সে কি কাজে বাহিরে আসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া লজ্জায় গোলাপী গণ্ড আরও লাল হইয়া গেল, গোলাপের পাপড়ীর ন্যায় ওষ্ঠসম্পুট মৃদু মৃদু কাঁপিয়া

উঠিল,—সে ত্বরিত-পদে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বিবাহের কথা হইতেছিল—সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল—সে ভাবিয়াছিল, আমিই তাহার স্বামী হইব, তাই অমন করিয়াছিল—হায়! কি সুখের সে দর্শন! কিন্তু ইহার পর দেখা হইলে, কোথাকার কে ভাবিয়া, পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবে!

তার পরে নীরবে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল! অবশেষে মনে করিল, নিশ্চয় যাইব। বিবাহ-দিনে বিবাহ-সভায় শেষ দেখা দেখিয়া জন্মের শোধ বিদায় লইব! বাড়ীর কাছে বাড়ী—লোকে কিছুই মনে করিতে পারিবে না। বাড়ী গিয়াছি—নিমন্ত্রণ হইয়াছে—সভাস্থ হইয়াছি!

বিপীনচন্দ্র ব্যর্থ প্রেমের হা-হা-রব-মুখরিত হৃদয় চাপিয়া আরও একরাত্রি সেখানে কাটাইয়া দিয়া, লোচনপুরে চলিয়া গেল।

সতরই সকাল হইতে মতিবাবুর বাড়ীতে বিবাহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে বৈকাল-বেলা তাহার পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। বহু কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোথাও লুচি ভাজা হইতেছে, কোথাও গোয়ালা ক্ষীরের পাক চড়াইয়াছে, কোথাও মোদক মহাশয়েরা সন্দেশ বাটিয়া কাঠের ছাপায় ফেলিয়া আতা—আমে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কোথাও পান-বেচারার বুক ফাড়িয়া চিরিয়া ফেলিয়া পুনরপি তাহাকে সাজিয়া গুছাইয়া খিলি-আকারে পরিণত করা হইতেছে। কেহ হাঁকিতেছে, কেহ ডাকিতেছে, কেহ ছুটিতেছে, কেহ মিছামিছি সোর-গোল তুলিয়া জটলা বৃদ্ধি করিতেছে। স্ফুটনোম্মুখী সান্ধ্য-কলিকার ন্যায় কিশোরীকুল কেহ শঙ্খ বাজাইতেছে, কেহ অগণিত পানের খিলি চিবাইতেছে,

কেহ দূর্ব্বা তুলিতেছে, কেহ মালা গাঁথিতেছে, কেহ কেবল এদিক হইতে ও-দিক, ও-দিক হইতে সেদিক ছুটীয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবসান করিতেছে। প্রাঙ্গণে নীলচন্দ্রাতপতলে বৃদ্ধ শিরোমণি মহাশয় একখানা কম্বলের উপর বসিয়া, কাঁচা কু'শার বিষ্টর বাঁধিতেছিলেন,—আর অদূরে, মানকচু-বেড়ের পার্শ্বে বসিয়া সানাইওয়ালা মধ্যে মধ্যে তিলকামোদ-রাগিণীর আলাপচারী করিতেছিল।

বাড়ীর মধ্যে রকের উপর তিন চারিজন সৌন্দর্য্যজ্ঞাননিপুণা ও কলাকৌশলবিশারদা কামিনী বিভাকে 'কনে-চন্দনে' সাজাইতেছিল।

দিবসত্রয়ের হরিদ্রা-রঙ্গ-মার্জ্জিত বিভার বর্ণ তখন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার গাত্রবস্ত্র স্খলিত—ক্রোড়দেশ প্রচাপিত এবং চরণ-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন-মানসে কোন সুন্দরী পরিধানের বস্ত্র তুলিয়া দিয়া তোয়ালে ঘসিতেছিল। কেহ বা কপোলে চন্দনের বিন্দু বসাইতেছিলেন এবং পশ্চিমের অস্তগমনোন্মুখ রাঙ্গা রবির শান্ত কর আসিয়া সে মুখে—সে প্রসাধনোজ্জ্বল তনুখানিতে পতিত হইয়া সৌন্দর্য্যের জোয়ারে তরঙ্গ তুলিতেছিল।

বিপিনচন্দ্র একবার—জন্মের শোধ আর একবার সে রূপ দেখিবার জন্য সুধাকর-দর্শনেচ্ছু চকোরের ন্যায় ছুটিয়া ফিরিতেছিল। তাহাকে যে, যে কাজের আদেশ করিতেছিল, প্রাণপণে তাহাই সম্পন্ন করিয়া ঘুরিতেছিল;—ইচ্ছা, চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে—আর একবার বিভাকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু এতক্ষণ প্রাণের সে, হায় হায়—প্রাণের সে, সে কোথায়—সে কোথায় ধ্বনির নিবৃত্তি হয় নাই। এতক্ষণে—এইবার তাহার আশা মিটিল,—যেখানে লুচি ভাজা হইতেছে সেখান হইতে আর একজনের সঙ্গে লুচির ধামা লইয়া ভাণ্ডারগৃহে

পঁহুছাইয়া দিতে যাইবার সময়, ক'নে-চন্দন সাজানো-সময়ে বিপিনচন্দ্র বিভাকে দেখিল। হঠাৎ নয়নে নয়নে পড়িয়া গেল,—বিভা সরমে জড়িত মৃগীর ন্যায় আঁখি দুইটি মুদিয়া আনিতেছিল,—হঠাৎ মনে হইল, বিপিনচন্দ্র—দাদা যে! গ্রামসম্পর্কে—আপন নয়!

বিপিনচন্দ্রের হাত হইতে লুচির ধামা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, অপর লোকটি সামলাইয়া না লইলে, একধামা লুচি নষ্ট হইত।

এই সময় সূর্য্যদেব অস্ত গেল এবং গ্রামপ্রান্তে, মুচি-পাড়ার কাছে বাজনা বাজিয়া উঠিল ও 'বর আস্‌ছে,' 'বর আসছে' একটা রব পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবাড়ীর জনকোলাহলের মাত্রা অপেক্ষাকৃত বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল।

---

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

### — বর বিনিময় —

সন্ধ্যা হইল; বিবাহবাড়ীর চারিদিকে আলো জ্বলিল। বাজী-বাজনায় ও মশালের তীব্রোজ্জ্বল আলোকের সহিত শোভাযাত্রা সহকারে শিবিকারোহী বর আসিয়া মতিবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কন্যাযাত্রিগণ ততক্ষণ সভাস্থ হইয়াছিলেন। প্রাঙ্গণে—চন্দ্রাতপতলে সতরঞ্চের উপর শুভ্র চাদর মুড়িয়া অতি বিস্তৃত বিছানা করা হইয়াছিল,—বিছানার মধ্যস্থলে বরাসন।

বরাসনে একখানা কারুকার্য্যখচিত সুন্দর মখমলের চাদর পাতা পশ্চাতে ঝালর দেওয়া তাকিয়া বালিস; সম্মুখে—দুই পার্শ্বে দুইটা উজ্জ্বল আলোকগর্ভ 'সেজ' এবং রৌপ্যাধারে সুগন্ধি ফুলের তোড়া। এই

বরাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যাযাত্রী বালক ও যুবকগণ বরের সম্বর্দ্ধনার্থ উপবিষ্ট। সম্মুখে কন্যাপক্ষীয় ভদ্র ব্যক্তিগণ উপবিষ্ট—বর যতক্ষণ পাল্কীতে থাকিয়া কুলাচার-অনুসারে বরিত ও সম্বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, ততক্ষণ বরযাত্রিগণ আসিয়া সেই সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। অদূরে রসনচৌকি বাজিয়া সকলের প্রাণে আনন্দ-মোহ সৃজনের চেষ্টা করিতেছিল।

নাপিত ও তিন চারিজন ভদ্র যুবক পাল্কী হইতে বর নামাইয়া লইয়া সভাস্থলে আনিল। নলিনীলোচন বেনরেসী ধুতি চাদর পরিয়া, শোলার টোপর মাথায় দিয়া হাসিমুখে সভাস্থ হইয়া, উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে নমস্কার জানাইয়া যেমন বরাসনে বসিতে যাইবেন, অমনি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। একি! একি! তাঁহার কি মোহ হইল—একি ভীষণ দৃশ্য! একি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার! একি কল্পনা ও ধারণার বহির্ভূত কাণ্ড!

নলিনীলোচন শিহরিত দেহের কম্পিত বক্ষে মুগ্ধ নয়নের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখিলেন,—তাঁহার পরিধেয় বেনারসী ধুতির অনুরূপ একখানি বেনারসী শাড়ী পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে কি এক অপার্থিব ফুলের ভূষণ পরিয়া, লাবণ্যোজ্জ্বলকান্ত-কান্তির তরঙ্গ ফলাইয়া ভুবনমোহিনী বেশে বরাসনের উপর, তাকিয়ার বামপার্শ্বে ঠেসান দিয়া নিভা বসিয়া আছে—তাহার মুখে মৃদু হাসি। দৃষ্টি ব্যঙ্গের রহস্যোচ্ছ্বাস।

সে দৃশ্য দেখিয়া, নলিনী বাবু আর অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিয়াছিল,—তিনি অসাড় হইয়া গিয়াছিলেন।

বরের গতি হঠাৎ স্থির, এবং মোহাবিষ্টের ন্যায় দর্শন করিয়া সমবেত জনগণ বিচলিত হইয়া উঠিল। কেন এমন হইল—অনেকেই জিজ্ঞাসা করিল।

নলিনীলোচন শিক্ষিত, সাহসী এবং ধৈর্য্যশালী। তিনি বুঝিলেন,—এ দৃশ্য অপর কেহই দেখিতে পাইতেছে না। হয়, ইহা আত্মিক ব্যাপার—সত্যই নিভার আত্মা পরলোকবিশ্বাসিগণের কথিত অতিবাহিক দেহে আসিয়া আমার মিলন যাজ্ঞা করিতেছে ; নয় ত আমার মনের বিকার! কিন্তু অগ্রসব হয় কি প্রকারে? নিভা যে তখনও সেখানে বসিয়া! কৈ আর নাই!

তখন বড় জড়সড়ভাবে—বড় সন্তর্পিত পদক্ষেপে, বড় সাবধানে নলিনীলোচন বরাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন ; কিন্তু তাকিয়ায় ঠেসান দিতে যেন সাহসে কুলাইতে ছিল না!

বরের ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া, উপস্থিত ব্যক্তিগণ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—সমাগত সকলেই বুঝিতেছিল, বরের কোন অসুখ হইতে পারে।

হঠাৎ আর এক কাণ্ড ঘটিল। সে ব্যাপারে সভাশুদ্ধ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অপরাপর লোকের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রও বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল ;—হঠাৎ বর নলিনীলোচন আপনার মাথার টোপর উঠাইয়া বিপিনচন্দ্রের মস্তকোপরি পরাইয়া দিল। যেন কোন অলক্ষিত হস্ত—নলিনীলোচনের হাত ধরিয়া জোর করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিল।

একি আশ্চর্য্য! একি অদ্ভুত ব্যাপার! সভাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত ও মুগ্ধ!

নলিনীলোচন দেখিলেন,—অদূরে ফুলভূষণে ভূষিতা নিভা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তিনি তাহার দিকে চাহিলে নিভা হাতছানি দিয়া

তাঁহাকে ডাকিল, ও উৰ্দ্ধদেশ দেখাইয়া দিয়া জ্যোৎস্নার মত মিলাইয়া গেল!

অবিশ্বাসীর হৃদয় ফাটিয়া বিশ্বাসের মিলন-রাগিণী বাজিয়া উঠিল। নলিনীলোচন লম্ফ দিয়া, বরাসন হইতে নামিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিপিনের হাত ধরিয়া টানিয়া বরাসনে বসাইয়া দিলেন।

তার পরে সেখানে দাঁড়াইয়া, কম্পিত অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বিপিনের সহিত বর্ত্তমান কন্যার বিবাহ হইবে। টোপরের অবস্থা আপনারা সকলেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—আর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমি কাহাকেও বলিব না। কিন্তু আমি এ বিবাহ করিব না—বিবাহই আর করিব না!"

তার পরে সুতার কাপড় আনাইয়া পরিধান করতঃ বেনারসী ধুতি চাদর বিপিনকে পরাইতে অনুরোধ করিলেন,বিপিন তাহা পরিয়া বসিল।

এই বর-বিনিময়ে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কিসে কি হইল, বড় কেহ বুঝিতে পারিল না। আশ্চর্য্য—বরটা কি বায়ুরোগগ্রস্ত! কেহ বলিল,—বিপিন কোন গুণিনের দ্বারায় টোপর চালান করিয়া লইয়াছে,—কেহ বলিল, সম্মোহিনী বিদ্যা! কেহ বলিল, যাই হোক বিপিনচন্দ্রের বাহাদুরী আছে।

তবে এ বর-বিনিময়ে কন্যাপক্ষে বিশেষ আপত্তি হইল না। যখন নলিনীলোচন বিবাহ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, তখন বিবাহ বিপিনচন্দ্রের সঙ্গেই হইয়া গেল।

বিপিনচন্দ্র নিভাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইল,—বিশুষ্ক কুসুম নীহারপাতে পুনর্জীবন পাইল।

---

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

### — আমোদীর গান —

নলিনীলোচন বিবাহবাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া, একখানা গাড়ীতে চাপিয়া সেই রাত্রেই নিজ ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মাতা নববধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,—বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণে অনেক লোকও আসিয়াছিল, সকলেই সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল এবং অবসাদের হীমানীপাতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

প্রভাতে মুখরা আমোদী জিজ্ঞাসা করিল,—"এমন কেন করিলে কাকাঠাকুর ?"

নলিনীবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"তুই মিষ্টির ভিখারিণী, ময়রাইয়ের খবরে কাজ কি ? চণ্ডীদাসের একটা গান গাইতে পারিস ?"

আ। কেন পারিব না ? কাকী-ঠাক্‌রুণের কাছে অনেক গান শিখেছি।

ন। একটা গা।

আ। সকাল-বেলা ?

ন। গা, না।

আমোদী গাহিতে বসিল। তাহার গলার আওয়াজ বড় মিঠা ছিল। গাহিল—

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ব লাগি, গোকুলে আমার স্থিতি
নিশি-দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।

যমুনা-সিনানে, তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে ॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে
কদম্ব-তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী, চারিদিকে হেরি,
যেমন চাতক পাখী ॥
তব রূপ-গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হয়ে ভোর ॥
চণ্ডীদাসে কয়, ঐছন পীরিতি,
জগতে আর কি হয়।
এমন পীরীতি, না দেখি কখন,
ইহা না কহিলে নয় ॥

গান শুনিয়া নলিনীলোচন মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া লইলেন, পিরীতি কি,—পিরীতির মিলন কোথায়? পিরীতির মর্ত্ত্যসুখ কতটুকু—আর সেই মহাদেশে ইহার কত বিস্তৃতি। মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ইহা সাধনক্ষেত্র, তথায় ফললাভ!

চির-অবিশ্বাসী হৃদয় আ'জ বিশ্বাসের মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া গেল। আত্মা, পরলোক—পরলোকে প্রেমের মহা মিলন, এ সকলে নলিনী-লোচনের আর একবিন্দুও অবিশ্বাস রহিল না। মানুষ মরে, আত্মা মরে না—মানুষ মরে, প্রেম মরে না—এ ঋষিবাক্য তাঁহার এতদিনে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হইল। তিনি তাহার প্রেমের প্রতীক্ষা লইয়া জীবন কাটাইবেন স্থির করিলেন!

নলিনীলোচনের আর সংসারে মন বাঁধিল না। কলিকাতায় গিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা তুলিয়া, মাতাকে পাঠাইয়া দিয়া সন্ন্যাসীর বেশে চলিয়া গেলেন।

আজ যাহারা সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, তাহারাই বলে,—কাল আবার সূর্য্য উঠিবে। যাহারা সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়াছে, তাহারাই বলে, গ্রহণ হইবে। যাহারা ব্যাঘ্র দেখিয়াছে, তাহারাই বলে, ব্যাঘ্র আছে। আমি জানি না, দেখি নাই—তা' বলিয়া কি অবিশ্বাস করা উচিত?

জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, পরলোক আছে—মৃত্যুর পরে আবার জন্ম আছে এবং কর্ম্মফল ভোগ আছে—যাহারা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, ভুগিয়াছে এবং অনুভব করিবার শক্তি আছে, অপরের হিতার্থে তাহারাই সে কথা বলে,—তুমি আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি—নাই বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া অবিশ্বাস করিলে চলিবে কেন?

এ জগতের এতটুকু কর্ম্মও নিষ্ফল যায় না। অবিবেচনার অনিপুণ জ্ঞানে নলিনীলোচনের মাতা পুত্র-বধূকে নির্য্যাতন করিয়া যে অশান্তির আগুন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার অতি সাধের—অতি সুখের—অতি শৃঙ্খলার—বহুদিনের সাজানো সংসার অতি অল্পদিনের মধ্যে পুড়িয়া পাংশুস্তূপে পরিণত হইল। যদি তিনি গোড়া হইতে বধূ ও কন্যার প্রতি সমান স্নেহ—সমান বিচার—সমান দৃষ্টি রাখিতেন, তবে কুযক-কলিকাবিনিঃসৃতঅগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা তাহারই যত্নসঞ্চিত আশার বাসা ক্ষেত্রের শস্য পুড়িয়া ধ্বংস হইত না। যদি তিনি বিবেচনা ও ন্যায়-মতে কন্যা ও বধূকে শাসন ও পালন করিতেন, কাহারও প্রতি পক্ষপাতী না হইয়া তাহাদের ন্যায্য শাসন পালন করিতেন, তবে এমন কখনই হইত

না। তেমন সংসার-উদ্যানের পরিমলমাখা প্রস্ফুট পারিজাত অসময়ে কীটদষ্ট হইত না—নিভা অকালে মরিত না। তেমন উচ্চ শিক্ষিত; বহু-অর্থ উপার্জ্জনকারী, বিনয়ী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, শান্তিপ্রিয়, মাতৃভক্ত পুত্র সংসারত্যগী উদাসীন সাজিয়া দেশ হইতে চলিয়া যাইত না।

তার পরে, যে কন্যার জন্য এত হইল,—যে কন্যার জন্য সুখ-শান্তি, পুত্র-পুত্রবধু—এমন কি সংসারের আশা ভরসা ও বংশের জল-পিণ্ডস্থল পর্য্যন্ত ঘুচিয়া গেল, সে কন্যাও সুখী হইতে পারিল না; পরন্তু দুঃখের দারুণ দাবাদহে—ক্রমে ক্রমে সে পুড়িয়া খাক্ হইয়াছিল,—আর তিনি নিজে সেই সকল জ্বালায় মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কি কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন,তাহা বর্ণনার অপেক্ষা অনুভব করাই সহজ। তবে ঘটনা জানিতে না পারিলে, বিষয়ের অনুভব করা যায় না, তাই আমরা এতদ্ গ্রন্থের অনালোচ্য বিষয় হইলেও নীরদার ও নলিনীলোচনের মাতার সম্বন্ধে অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এস্থলে বলিতে বাধ্য হইলাম! কেবল নলিনীলোচনের সংসারে—কেবল নলিনীলোচনের মাতার সম্বন্ধে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে, আমরা ইহার আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইতাম না। আজ কাল এই বীজ লইয়া বঙ্গভূমিতে অনেক বিষময় ফল উৎপাদিত হইয়া বাঙ্গালী-জীবনকে সুখ-শান্তিহারা করিয়া দিতেছে, তাই লিখিতে বাধ্য হইলাম। তাই লিখিয়া জানাইতে চেষ্টা করিলাম—কেমন করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়—কোন্ বীজে বৃক্ষ হয়—ফুল, ফল হইয়া সর্ব্বনাশ করে।

# বিংশ পরিচ্ছেদ

## — ক্ষেত্র —

পুত্র নলিনীলোচন মাতাকে যে সঞ্চিতঅর্থ প্রেরণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে—প্রায় দুই হাজার টাকা হইবে। নলিনী লোচনের বাড়ী-ঘর দুয়ার তেমন ছিল না,—যাহা ছিল, তাহা ভগ্ন-অসংস্কৃত পতনোন্মুখ। নলিনীলোচনের ইচ্ছা ছিল, কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ঐ ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নূতন ভাবে—মনের মত করিয়া ছোট-খাট একটি বাড়ী প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না—পিঞ্জর না হইতে পাখী উড়িয়া গেল—মালা না গাঁথিতে কুসুম শুকাইল।

মাতা অর্থ পাইলেন,আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাইলেন পুত্র আর আসিবে না—সে উদাসীন হইয়া,—সন্ন্যাসী সাজিয়া জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে; অকালে ফুল ঝরিলে, বোঁটা শুকাইয়া যায়।

মাতার প্রাণ সে বার্ত্তায় বিচলিত হইল, তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাটী ভিজাইতে লাগিলেন, কিন্তু প্রতিবাসিনীগণ বুঝাইয়া দিল, শোক করিও না,—নলিনী আসিবে, মন খারাপ হইয়াছে, দিনকতক ঘুরিবে; তার পরে একটু সামলাইয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিবে। এমন অনেকের হয়—অনেকে করে। মাতা কখন কখন সে আশায় আশান্বিতা হইতেন, আবার কখনও বা নিরাশার নির্ম্মম বাতাসে শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিত,—সে আগুনে বৃদ্ধা বিদগ্ধ হইতেন। এইরূপে প্রায় বৎসর বিগত হইল,—নলিনীর কোন সংবাদই আসিল না।

প্রায়াগতা সন্ধ্যার ধূসর-মলিন ছায়াতলে গৃহের ভগ্ন দাবায় বসিয়া নলিনীর মাতা চিন্তা করিতেছেন। একটু পূর্ব্বে এক পসলা বৃষ্টি

হইয়া গিয়াছে,—আকাশে তখন মেঘ ছিল না—কিন্তু বৃষ্টিমাখা বাতাস তখনও বর্ষণের বারতা লইয়া মৃদু-সঞ্চারে গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেছিল। নীরদা সন্ধ্যার দীপ গুছাইয়া জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

আমোদী বৈষ্ণবী কোথায় গিয়াছিল,সে সেই সময় সেই পথে যাইতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কে জানে কি জন্য—প্রাণের কোন অহৈতুকী আকর্ষণে—সে মধ্যে মধ্যে সে বাড়ীতে আসিত,—দাঁড়াইত, ঘুরিত,ফিরিত,—সুবিধা হইলে দুই-একটা কথা কহিত—আবশ্যক হইলে নলিনীর মাতার যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিত—প্রয়োজন বুঝিলে, শোকের সান্ত্বনা-বাক্যে বৃদ্ধাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত; নয়ত কোন কোন দিন শুধু দাঁড়াইয়া—কেবল কাহার পূর্ব্বস্মৃতি মনে করিয়া—শূন্য-প্রাণে ফিরিয়া যাইত।

আমোদী আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধা বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছেন—তাঁহার চক্ষু দুটি জলভারে তখন বড় ভারি। বলিল,—"ওগো; তুমি বুড়োবয়সে অমন ক'রে ভেবে ভেবে যে মারা যাবে।"

নলিনীর মাতা জলভারাবনত চক্ষুর উদাস-দৃষ্টিতে আমোদীর মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত কোন কথা কহিলেন না। তারপরে অন্তস্তলভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শোক-বিদগ্ধ আর্ত্তস্বরে বলিলেন, "আমদী, সে দিন আমার হয় কৈ? মরণ কি আমার আছে? জীবন যাহার আশা-শূন্য, সংসার যাহার দারুণ অরণ্য, প্রাণ যাহার শুধু কাঁদিবার জন্য, তার পক্ষে মৃত্যুই সুখ। কিন্তু যম কি তাহা বুঝে আমোদী?"

আ। মা-ঠাকুরুণ; এখন আর অত ভেবে ভেবে ম'লে কি হবে

যা ঘটবার তা' গোড়ায় অবিবেচনায় ঘ'টে গিয়েছে। তখন যদি তুমি একটু বুঝে চল্‌তে বুঝি এমন সোনার সংসার এমন ক'রে পুড়ে ছারে-খারে যেত না।

"আমার অবিবেচনায়! সত্যিই কি আমার অবিবেচনায় আম্‌দী?" অতি ব্যথিত-গম্ভীর স্বরে অতি দীনার্ত্ত মর্ম্মান্তিক দুঃখিত-ভাবে নলিনীর মাতা কথা কয়টী বলিলেন।

ততক্ষণে সন্ধ্যার ধুসর চাদরখানি সরাইয়া দিয়া শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ পূর্ব্বদিকভাগ হইতে হৈমকিরণ বিকীর্ণ করিলেন এবং পাড়ার গিন্নি 'নেত্য-ঠাকরুণ' রায়পাড়া হইতে কয়েকটা স'জ্‌নের খাড়া হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া দর্শন দান করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ন'লের মা, কি ব'লছিলি?"

নলিনীর মাতা তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণ ও বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আক্ষেপের সহিত পূর্ব্বকথিত কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

নেত্য-ঠাকরুণ বসিলেন না। বাড়ীতে অনেক কাজের ঝঞ্ঝাট আছে, এই সংবাদ ও ঝটিতি যাইতে হইবে, শুনাইয়া দিয়া বলিলেন; "সে কি আর মিথ্যে গো; আমাদের বেঁচ থাকা মরণ-অভাবে। আর আম্‌দী যা' বলেছে, তাও বড় মিথ্যে নয়। অনেকেই ও-কথা বলে।"

উদাস-করুণ মৃদুস্বরে নলিনীর মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলে?"

নে। ঐ কথাই বলে, আর কি বলে! তোমার অবিবেচনার দোষেই তোমার এমন দশা ঘটেছে।

ন-মা। তা' হতে পারে। তবে আমি যে কি অবিবেচনার কাজ করেছি, তা' আমি বুঝতে পারি না!

আমোদী বলিল,"লোকে যা' বলে তা বলিলে যদি রাগিয়া না ওঠ, বলিতে পারি।"

ন-মা। বল্ না, রাগিব কেন ?

আ। লোকে বলে, নলিনীর মা যদি গোড়া থেকে বৌ আর মেয়ের উপর সমান বিচার করিত যাহার যখন, তাহাকে যদি তখন তাড়া দিত, যাহাকে যখন আদর-স্নেহ করিবার তাহা করিত, তবে বৌটা মরিত না। তাহা করে নাই তাই এমন ঘটিয়াছে। বৌটা অযথা নির্য্যাতনে অবিচারে অনাদরে অকালে মরিয়া গেল। একে মেয়েটা অতিশয় রাগী তাতে অযথা আদরে—অকাজের উৎসাহে—কলহের মীমাংসায় অন্যায্য জয়দানে—মেয়েটাকে একেবারে ক্ষেপাইয়া দিয়া এবং বৌটাকে নিতান্ত নির্জ্জিত করিয়া এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। যেখানেই গৃহিণীর অনিপুণ বিশৃঙ্খলা, সেইখানেই এইরূপ সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলিয়া সংসার নষ্ট করিয়া থাকে!

নলিনীর মাতা সে কথার কোন উত্তর করিলেন না; কেবল তাঁহার অন্তস্তলভেদী একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়া বসুন্ধরার বক্ষ উত্তপ্ত করিল, কিন্তু বৈশাখী-বিকালের মেঘ-বিনিঃসৃত দূরাগত বাতাসের মত নীরদা সাঁ করিয়া বাহিরে আসিল, এবং চক্ষু দুইটি উর্দ্ধে তুলিয়া ক্রোধ-কর্কশ স্বরে বলিল,—"আমোদী; তুই এ বাড়ীতে আসিস্ কেন ?"

সন্ধ্যার চন্দ্রালোকে সকলে দেখিল, রাগে নীরদার চোখ-মুখ বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে। আমদী বলিল, "আসি তাই কি ? জানি না, কেন আসি। থাকিতে পারি না, তাই আসি। আসিয়া প্রায়ই তোমার মধুর কথায় আপ্যায়িত হইয়া যাই—তবু আসি। কিন্তু কেন আসি, তা' নিজেই বুঝিতে পারি না, তোমাকে কি বুঝাইব, পিসি-ঠাকরুণ ?"

নী। আমাকে শুধু দু'কথা শোনাতে। আমি কার ধার ধারি না। ফের যদি আমার বাড়ী এসে ও-রকম করবি, ঝেঁটিয়ে তোর নেকামি সেরে দেব।

আ। ঐ করিয়াই ত সর্ব্বনাশ করেছ পিসি-ঠাকরুণ। এখনও সাবধান হও। শ্মশানে মানুষের জ্ঞান হয়—সংসার শ্মশান কোরেছ—নিত্য শ্মশানে বাস করিতেছ, তবু কি ছাড়বে না?

নী। পোড়ারমুখী—আবাগী—ভালখাগী—আমার বাড়ী এসে আমাকে যাচ্ছেতাই বলা? তা' বলবি না কেন, আমার বাড়ীই বা কিসের—যার বাড়ী, সে বেশ শোনে। যম আমাকে নেবে না—আজন্ম এমনি কোরেই পরের লাথি খেয়ে দিন কাটাতে হবে। যে পায়, সেই এসে আবাগীর মুখে দু'লাথি মেরে যায়। তাহার প্রতিবাদ করিবার আমার কেহ নাই। মা শুনে সুখী হয়। আমার যেমন পোড়া কপাল,—জুড়াইবার যায়গা নাই, একদিন থাকিবার স্থান নাই,—তাই স'য়ে প'ড়ে থাকি!

অতঃপর নীরদা নাকিস্থর তুলিল, আমোদী বৃথা কলহে নিতান্ত অপারগ না হইলেও তখনকার মত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছিল। এই সময় নেত্য-ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোদের ঘরে আলো জলছে না—সন্ধ্যার প্রদীপ জালিস্ নি নীর?"

"জালবে—ততক্ষণ ঝগড়া করলে অনেক কাজ হবে"—এই কথা বলিয়া রণ-নির্জ্জিত সৈনিকের ন্যায় আমোদী চলিয়া গেল।

বিস্ময় চকিত-নেত্রে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া নীরদার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্ধ্যার প্রদীপ জালিস্ নি?"

নীরদা নাকিস্থরে বলিল,—"জালগে তুমি।"

নেত্য-ঠাকৃরুণ বড় বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"দেখ, নীরু; সব গিয়েচে—সোনার সংসার ছারখার হ'য়েছে, অমন লক্ষ্মী বউ অকালে মরেছে, দশজয়ী ভাই বিবাগী হ'য়ে চ'লে গিয়েছে—তবু তোর ঝগড়া গেল না। আম্‌দী মিথ্যে বলে নি—গ্রামের মধ্যে—পাড়ার মধ্যে সবাই ও-কথা বলে—সবাই তোদের নিন্দে করে! দশের মধ্যে মানুষ বাস করে, নিন্দে-সুখ্যাতির কাজ করলেই দশজনে নিন্দে সুখ্যাতি করে—'তা' আমি করব, পরের কি' এ কথায় রক্ষা হয় না,—তাই লোকে দশ-জনের ভয় করে। এখনও সাবধান হ' মা! এখনও মায়ে ঝিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে বাস কর্‌ মা,—কি ছিলে, কি হ'য়েছ, আর এর পরে হবেই বা কি, তা' কে বলিতে পারে। এই দেখ, সন্ধ্যে উৎরে গেল, তবু প্রদীপটা জ্বলিল না। এতে কি লোকে নিন্দে না ক'রে ছাড়ে। দশের চোখ বন্ধ করা যায় না। লোকে খারাপ কাজ গোপনেই করে—কিন্তু কিছুই অপ্রকাশ থাকে না, মা।"

নীরদা কথা না কহিতে কহিতে নীরদার মাতা বলিলেন,—"ঠাকুরঝি, জল হ'য়ে সমস্ত ঘর ভেসে গিয়েছে, তাই সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বাল্‌তে গৌণ হ'য়েছে। যতক্ষণ জল হ'তেছিল—ততক্ষণ ঘরে দাঁড়াবার যো ছিল না।"

নে। কেন, ছাদ দিয়ে জল পড়ে না কি?

নী-মা। বাইরে না পড়তে আগে ঘরে পড়ে। ছাদে আর কিছু নাই। নলিন ভেঙ্গে ফেলে নূতন কর্‌বে বলে ওসব সারাই নাই—সে আশা আমার ঘুচে গিয়েছে।

নে। এখন এক রকম ক'রে সারাও।

নী-মা। ঠাকুরঝি! কার জন্যে কি করি?

নে। তা' বুঝি—কিন্তু যে ক' দিন থাকতে হবে—বস-বাস করা ত চাই।

নী-মা। এক একবার তাও ভাবি,—আবার ভাবি, আর কেন বৃথা আশায় এখানে পড়িয়া থাকি, এ সব ছেড়ে-ফেড়ে মেয়েটাকে নিয়ে কাশী যাই।

নে। আর তার পরে যদি নলিনী ফিরে আসে ?

নী-মা। সেই আশাতেই এতদিন কিছু করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন দেখিতেছি,সে আশা আমার দুরাশা;—আর আসিবে না; সে বুঝি আমার বাঁচিয়া নাই। থাকিলে,একখানা পত্র দিয়াও কি খোঁজ নিত না ?

নে। নলিনী কত দিন গিয়েছে ?

নী-মা। এক বৎসর উৎরে গিয়েছে। ঠাকুরঝি! এক বছর না এক যুগ—এ দীর্ঘ দিন বাছার মুখখানি দেখি নি—একটি পিঁপড়ের মুখেও তার খবরটী পাইনি।

নেত্য-ঠাকুরুণ সে কথায় সহানুভূতি জানাইল। তার পরে নীরদাকে অনেক বুঝাইয়া মাতার সহিত শান্ত হইয়া বস-বাস করিবার অনুরোধ জানাইয়া বিদায় হইল।

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

— অঙ্কুর —

নেত্য-ঠাকুরুণ যাহা বুঝাইল, নীরদা তাহার বিপরীত বুঝিল। তাহার ধারণা হইল, তাহার মাতা পাড়ার মধ্যে—লোকের বাড়ী গমন করিয়া, সে যে ঝগড়া করে, রাগ করে, কাজ করে না,—এই সকল কথা

প্রতিবাসীগণের নিকট বলিয়া বলিয়া আসে, এবং সেই জন্যই প্রতিবাসী-গণ তাহাকে 'আল্‌সে ও ঝগ্‌ড়াটে' বলিয়া স্থির করিয়াছে। মাতার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল। বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় সে ফুলিয়া উঠিয়া ক্রোধাভিমানের দৃপ্তগম্ভীর স্বরে বলিল,—"মা! তুমি এক কাজ কর।"

মাতা নীরদাকে চিনিতেন। তিনি বুঝিলেন, কন্যা রাগিয়া গিয়াছে। কিঞ্চিৎ রুক্ষ—কিঞ্চিৎ গম্ভীর—কিঞ্চিৎ অবহেলার উদাস-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কাজ করিব?"

নী। না মা, এ ঝগড়ার কথা নয়। এমন করিয়া থাকার চেয়ে সে কাজ মন্দ নয়।

নী-মা। সে কাজটা কি, তাই আগে বল্‌ না।

নী। আমার আবার কাজ—আমি হতভাগী—চির-পোড়াকপালী—আমার আবার কাজ। আর জন্মে কত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা কোরেছিলাম—এ জন্মে তারই ভোগ ভুগ্‌ছি।

নী-মা। সেটা মনে মনে বুঝে, যাতে আস্‌ছে জন্মে আর না ভুগ্‌তে হয়, তার উপায় কর্‌।

নী। শোন মা!

নী-মা। কি বল্‌—কান ত' খাড়া করিয়াই আছি।

নী। বলিয়াই বা কি করিব,—আমার এমনি পোড়া কপাল যে, তুমি মা হ'য়ে আমার পুরো শত্রু হ'য়েছ।

নী-মা। অমন ভাবিস্‌ না মা;—আমার সব গিয়েছে।—

নী। তুমিও ঐ কথা বোল্‌ছো—লোকেও তোমার মুখে শুনে ঐ কথাই বোল্‌ছে—আমিই তোমার বউ-ছেলে মেরে ফেলেছি—[illegible] থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

নী-মা। হা, আমার পোড়াকপাল!—আমি লোকের কাছে এই কথা বলি?

নী। বল না ত' কে বলে?

নী-মা। কে বলে তা' আমি কি জানি।

নী। ওরে আমার কি জানি! আমি খুকী মেয়ে কি না। দাও—এখনি আমাকে পাঠিয়ে দাও।

নীরদার মাতা বিরক্ত হইলেন। ক্রোধ-বিরক্ত-স্বরে বলিলেন—"বাছা রে! তোর যদি পাঠিয়ে দিবার যায়গা থাকিত—মুখের কথা শুধাইবার লোক থাকিত—একদিনের এক মুঠা অন্ন দিবার আত্মীয় মিলিত—আমি নিশ্চয় পাঠাইয়া দিতাম।"

নী। না নেই;—শেয়াল কুকুরের যায়গা আছে, মানুষের যায়গা নেই! যাব,—আমার যে দিকে দুই চোখ যায়, সে দিকে চ'লে যাব। আমার কি;—ত্রিকুলে যার কেউ নাই—তার আবার মান-অপমান কি! না হয়, লোকের বাড়ী গতর-খাটিয়ে খাব।

নী-মা। যদি তাই ভাল বুঝিস্ তাই করিস্;—আর আমার কার মান যাবে মা? যার মান যাবে—সে গিয়াছে।

"যাব? তবে এখনই যাই,—আর থাকা কেন?—এই কথা বলিতে বলিতে এক লম্ফ দিয়া নীরদা দাবা হইতে উঠানে নামিল, এবং শিথিল-কবরী লুলিতবাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর বাহির হইয়া, রাস্তার দিকে ছুটিয়া চলিল।

নীরদার মাতা একটু অপেক্ষা করিলেন। বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন তাই একটু অপেক্ষা করিলেন,—আজ নূতন নহে,—আরও কত দিন নীরদা এমন ছুটিয়াছে—মাতা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটীয়া গিয়া ধরিয়া

আনিয়াছেন। কিন্তু আজ পুত্র-বিয়োগবিধুরা বিবশা বৃদ্ধা কতক বিরক্ত কতক অবজ্ঞা কতক বা অবহেলা জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন না। মনে করিলেন,—একটু যাইয়া দাঁড়াইবে,—কিন্তু যখন তাহার তর্জ্জন-গর্জ্জন আর্ত্তনাদ-ক্রন্দনস্বর আর শুনিতে পাইলেন না, তখন মনে হইল,—কোথায় গেল! নিকটে তেলীদের পুকুর, সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মরিবে না ত'! জঙ্গলে বন্য-শূকর ও বাঘের ভয়, তার মধ্যে ঢুকিবে না ত'! অভাগী যে রাগী—সব পারে! তিনি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন!

কোথাও নীরদার সাক্ষাৎ নাই। এ-বাড়ী ও-বাড়ী সে-বাড়ী দেখিলেন,—কোথায় গেল? পুকুর-পাড়ে—জঙ্গলের ধারে খুঁজিলেন, সাক্ষাৎ নাই;—পাগলিনীর ন্যায় এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ী দেখিলেন—দেখা পাইলেন না। কেহ বলিল,—"যেতে দাও গো, যেতে দাও। অমন মেয়ে ছাই-গাদায় কাটিতে হয়, যে, রক্তবিন্দু মাটীতে না পড়ে।" কেহ বলিল,—"ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি, তোমার মেয়ের জোড়া মিলে না।" কেহ বলিল,—"যাক না, বহর দেখে আসুক—যাবে কোথায়? কার বাড়ী ব'সে আছে।" কেহ বলিল,—"তারে বাঘেও খাবে না, সাপেও কামড়াবে না।" অবশেষে একজন বলিল, "ঐ যে তোমার সোনার কার্ত্তিক কৈবর্ত্তবাড়ী ব'সে ব'সে তোমার সাত-পুরুষের পিণ্ডপ্রাপ্তির ব্যবস্থা কোর্‌চে।"

বৃদ্ধা হাতে চন্দ্র পাইলেন। উর্দ্ধশ্বাসে কৈবর্ত্তপাড়ায় ধাবিত হইলেন। ততক্ষণে শুক্লাচতুর্থীর ক্ষীণচন্দ্র অস্তমিত হইয়াছিলেন। অন্ধকারে পথে যাইতে বৃদ্ধার পদে এমন একটা হুঁচোট লাগিল যে, তাহার বেদনায় বৃদ্ধার চক্ষু ফাটিয়া জলধারা বহিল;—কিন্তু তাহাতে কালব্যাজ না

করিয়া সেই অন্ধকার-পথে কৈবর্ত্তপাড়ায় ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানে গিয়া বাস্তবিক নীরদার সাক্ষাৎ পাইলেন। কিন্তু তাহাকে প্রবোধ দিয়া—ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া বাড়ী আনিতে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কৈবর্ত্তবাড়ীর কোন স্ত্রীলোক নীরদাকে তিরস্কার করিল,—কোন স্ত্রীলোক তিরস্কারের সহিত প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিল,—কচ্চিৎ কেহ বা নীরদার মাতাকে কহিল—'যখন মেয়েটা একটু রাগী, তখন ও একটু 'ছেড়ে ফেড়ে' চলিলে আর এমন হয় না।'

নীরদার মাতা কোন কথায় কথা না কহিয়া, মেয়েকে 'বুঝাইয়া-সুঝাইয়া' যখন তাহার করুণা হইল, তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী আসিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া চমকিয়া উঠিলেন,—গৃহের দরজা খোলা কেন?

মাতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তুই কি দরজা খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলি?"

কন্যা বলিল,—শিকল দিয়া গিয়াছিলাম, চাবি দিই না; তখন ত' জানি না, আমার পোড়া কপালে আগুন জ্বলিবে—দূর হইয়া কৈবর্ত্ত-পাড়ায় যাইতে হইবে!

মাতা তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে গমন করিলেন। সকল ঘর অন্ধকার। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলেন;—তার পরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িলেন। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! বৃদ্ধকালের অবলম্বন—উদরান্নের সংস্থান—সর্ব্বস্ব চুরি গিয়াছে! আর আমার কিছু নাই।"

কথা এই—কে বা কাহারা তাহাদের অনুপস্থিতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যে বাক্সে টাকাকড়ি থাকিত, তাহার চাবি ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া —থালা ঘটি বাটী ও অন্যান্য যাহা কিছু ছিল, সমস্ত লইয়া গিয়াছে,—এমন কি, পরদিবস স্নান করিয়া পরিবার বস্ত্রখানি—আহার করিবার থালা বা জলপান করিবার একটি ঘটীও রাখিয়া যায় নাই। ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিয়া সব লইয়া গিয়াছে। দেশলাইয়ের দুই তিনটী কাটীর দগ্ধাবশেষ পড়িয়া থাকিয়া, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

তখন মায়ে-ঝিয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—পাড়ার পাঁচজন আসিয়া জুটিল,—চোর-সম্বন্ধে বহুবিধ অনুমান, তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনা করিয়া অনেকক্ষণ সে বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া পরে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। বৃদ্ধা সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতিবাহিত করিলেন।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

— বৃক্ষ —

উৎসবান্তের শূন্য ময়দান যেমন শুধু পড়িয়া খাঁ খাঁ করে, নলিন-লোচনের মাতার ঘরগুলি তেমনি শুধু পড়িয়া খাঁ খাঁ করিতেছিল। কতকগুলি মাটীর হাঁড়ি-কলসী ব্যতীত অপর আর কিছুই ছিল না,—কেবল রন্ধনগৃহে পিতলের একটি কলসী, দুইটা ঘটী, একটা বগুনা, আর লৌহের দুইখানা কটাহ ছিল, তাহাই মাত্র রহিয়া গিয়াছে।

নেত্যঠাকুরুণের সহিত নলিনীর মাতার একটু সখিত্ব ছিল, তিনি রাত্রেও আসিয়াছিলেন, এখনও—প্রভাত হইতেই আবার আসিলেন।

পাড়ার আর বড় কেহ সেদিকে আসিল না, কারণ, এখন তাহাদের কিছু নাই—যাঞা করিলে, কে দিবে ?

নেত্য-ঠাকৃরুণের আর্থিক অবস্থা আদৌ ভাল নহে, তথাপি তিনি তাঁহার পুরাতন কাচা কাপড় একখানি হাতে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন—যদি নলিনীর মাতার আর না থাকে, স্নান করিয়া কি পরিবে!

নলিনীর মাতা আলু-থালু বেশে উঠানে বসিয়া হা-হুতাশ করিতেছিলেন, নেত্যঠাকৃরুণ তথায় উপস্থিত হইয়া, সমবেদনা জানাইয়া বলিলেন,—"নলের মা, ওঠ্—ঘাটে যা, কা'ল রাত্রে বোধ হয় জলটুকু'ও খাস্‌নি ?"

ন'লের মার চক্ষুর সঞ্চিত জল গড়াইয়া বৃদ্ধকালের লোলগণ্ড প্লাবিত করিল। ব্যথিত-বিদীর্ণ স্বরে বলিলেন,—'ঠাকুরঝি! কি খাব? যে খাওয়াবে—সে সোনার চাঁদ আমায় ছেড়ে—আমায় ভুলে অনেকদিন চ'লে গিয়েছে। যা' দশ টাকা যাবার সময়,—অভাগিনীর পোড়া পেটের জন্যে পাঠাইয়া দিয়া গিয়াছিল,—আমার কপালে আগুন জলিয়া—আমার শেষ জীবনের উদরান্নের সংস্থান লইয়া চলিয়া গিয়াছে—আর একদিন খাব এমন সংস্থানও ত নাই। ঐ হতভাগী মেয়ে আমার গলায়—ওর পেট চালাব কি করিয়া? ওর ত' তিন কূলে কেউ নেই—পাঁচদিনের সাহায্য করিবারও যে লোক নাই।"

নে। কি বলিব ভাই!—বুঝাবার আর কিছু নাই। তবে গাঁয়ের লোকে—পাড়ার লোকে—সবাই তোদের সম্বন্ধে এ আশঙ্কা ক'রে আস্‌ছিল। দিন নাই—দু'পুর নাই—প্রভাত নাই—সন্ধ্যা নাই—তোমাদের অমন দন্ত-কীচ-মিচি এতে যে এমন হ'য়ে থাকে তা সবাই জানে।

ন-মা। এখন কি করিব ?

নে। এখন আর কি করিবে ? ব'সে ব'সে কাঁদ্‌লে ত আর চোরের প্রাণে করুণার সঞ্চার হবে না—তোমার টাকাও ফিরিয়ে দিয়ে যাবে না! আজকের মত চা'ল টাল আছে ত ?

ন-মা। চা'ল যা আছে—তাতে আট-দশ দিন হবে। কিন্তু তার পর ?

নে। তার পরে ভগবান্।

ন-মা। ভগবান্ আমার প্রতি নির্দ্দয়।

নে। অমন কথা মুখে এন না বোন্। আপন আপন কর্ম্মফলে আমরা ভুগে মরি—তিনি কি করিবেন। এ ত দেখা দৃষ্টমান্, কর্ম্মের ফল—হাতে ক'রে যে গাছ বসিয়েছো, তাই কেবল ডালপালা ছেড়েছে। কাপড়-চোপড় আছে ত ?

ন-মা। এ ঘরে ও ঘরে ছেঁড়া-ছুটা যা দু' একখানা ছিল, তাই প'ড়ে আছে।

নে। তবে তাই প'রে এখন ত' কিছুদিন কাটাও, পরে ভাগ্যে যা' আছে, তাই ঘট'বে।

এই সময় নীরদা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমবেদনার ব্যথিত-স্বরে নেত্য-ঠাকরুণ তাহাকে বলিলেন,—"নীর, আমি তোর মায়ের তুল্য—কতদিন অনুরোধ করে'ছি, কত বুঝান বুঝিয়েছি,—কিন্তু আমার কথা শুনিস্ নি—কাহারও কথা শু'নিল্ নি—দেখ্‌না; এতদিনে তোদের সেই দম্ভ-কলহ-বিবাদের কি ভয়ানক বিষবৃক্ষের উৎপত্তি হ'ল। অমন দশবিজয়ী রোজগেরে ভাই ছেড়ে গেল,—অমন লক্ষ্মী বউ অকালে ম'রে গেল, তার পরে আজীবন নির্ভাবনায় যা' ব'সে খেতিস্, তা'

চোরে নিয়ে গেল—এখন মায়ে-ঝিয়ে পথের কাঙাল—মুষ্টির ভিখারিণী হ'লি—আর তোর মা—সে যে এখন তোকে নিয়ে কি কষ্টে প'ড়বে, তা' ভেবে বুক ফেটে যাচ্চে। যাই হোক্—এখনও মুখের মিষ্ট দিয়ে ওকে একটু শান্ত রাখবার চেষ্টা করিস্ মা! এই দেখ,—কা'ল যদি অমন করে—অমন সাংঘাতিক রাগে না রেগে কৈবর্ত্তপাড়ায় ছুটে না পালাতিস্, তোদের সারা জীবনের সম্বল চুরি যেত না।"

অন্য দিন হইলে, নীরদা এতক্ষণ নেত্য বুড়ীকে খুব দশ কথা না শুনাইয়া অব্যাহতি দিত না, কিন্তু আজ আর তাহা করিল না,—দুই একবার সে কথায় প্রতিবাদ করিয়া—দুই একবার নাকি সুরের কোমল সুরে আওয়াজ ভাঁজিয়া নিরস্ত হইল। তার পরে মায়ে-ঝিয়ে তৈল মাখিয়া স্নান করিতে ঘাটে গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে আমোদী অযাচিত আগমণে সে বাড়ীতে দেখা দিল; এবং তাহার ভিক্ষালব্ধ পাঁচ সের চাউল, বাড়ীতে স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষের পাঁচটা পাকা পেঁপে ও সাতটা পাকা কলা দিয়া বলিল—"ঠাকুমাঠাকুরুণ; আমি ভিখারিণী বৈষ্ণবী, আমার দ্বারা তোমাদের এক বেলার সাহায্যও হ'তে পারে না, কিন্তু কাঠ করা, ঘুঁটে কুড়ান বা অপর কিছুর যদি প্রয়োজন হয়, আমাকে ডাকাইয়া হুকুম ক'রবেন;—আমি প্রাণপনে তা' করে দিয়ে যাব।"

নলিনীর মাতা বলিলেন—"এখন তোতে আমাতে সমান, আম্‌দী;—কোন প্রভেদ নেই। আসিস্ আম্‌দী—তোর সাহায্যও এখন আমার অনেক। ব'স—কি করি, একটা যুক্তি দে দেখি।"

আ। যুক্তি দিবার কিছু নাই; তবে—

ন-মা। ব'ল্‌তে ব'লুতে চুপ্ কর্‌লি যে? তবে—কি ব'লছিলি?

আ। বলছিলাম যা—ভয় করে ;

ন-মা। এখনও ভয় ? আর ভয় নাই আম্‌দী—মায়ে-ঝিয়ে লোকের বাড়ী দাসী বাঁদী থাকৃতে হবে।

আ। না না,—হঠাৎ তা থাকৃতে যাবে কেন ?

ন-মা। তবে কি ক'রে পেট চালাব ?

আ। তাই বলছিলাম—

ন-মা। কি ব'লছিলি বল ? এখন মুখের কথায় উপদেশ দিলে ত আমার উপকার করা হয়। আমার দেহ মন সবই অবসন্ন—ভেবে চিন্তে যে কোন কাজ কর্ম্ম ক'রব, তারও উপায় নাই।

আ। পিসি-ঠাকৃরুণের শ্বশুরকুলে কি কেউ নেই ?

ন-মা। কেউ নাই, এক মামাশ্বশুর আছে।

আ। তাঁদের অবস্থা কেমন ?

ন-মা। এমন কি ভাল, তা নয়—তবে চাকৃরে-বাকরে। মামাশ্বশুর বুঝি ক'টাকা করে 'পেনসিন' পান ; আর তাঁর ছেলে কোন্ দেশের দারোগা—মাসে যাট সত্তর টাকা মাইনে পায়।

আ। অবস্থা মন্দ কি। আচ্ছা, তাঁরা কি পিসি-ঠাকরুণকে আপাততঃ কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যান না ?

ন-মা। তা' যেতে চায়,—যে ছেলে দারোগা, তার বউকে বাসায় নিয়ে গিয়েছে—গিন্নী বাড়ী ছেড়ে যেতে পারে না,—নীরাকে সেই বউর সঙ্গে পাঠাবে ব'লে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তা' জানিস্—ও আমার একটু রাগী—চিরদিনের আব্দারে—ওকে কোথাও পাঠিয়ে আমার বিশ্বাস হয় না।

আ। এতদিন খাবার সংস্থান ছিল—সে সকল খেটেছে, এখন কি

তা' সাজবে ঠাকুমা-ঠাকরুণ? এখন পাঠিয়ে দিতে হবে। আর পিসিমাকেও এখন খুব সাবধানে চলতে হবে।

ন-মা। সে প্রায় তিন বছরের আগেকার কথা। নলিনী আমার সে কথা শুনে রেগে গিয়েছিল,—ব'লেছিল, 'একটা বোন্, তার একমুঠো ভাত—তার জন্যে যদি তাকে অন্যের দ্বারস্থ হ'য়ে—অন্যের দুয়ারে গিয়ে খেটে খেতে হয়, তবে আমার বাঁচার চেয়ে মরা ভাল।' বাবা এখন সেই বোন আর অভাগী মাকে ছেড়ে কোথায় গেল!

আ। কেঁদ না ঠাকুমা-ঠাকরুণ;—কাঁদবার সময় নয়; কাঁদলে কোন ফল হয় না। পিসিঠাকরুণের মামাশ্বশুরের কাছে চিঠি লেখ—তিনি এসে নিয়ে যান।

নীরদাও অদূরে ছিল,—সেও সমস্ত কথা শুনিতেছিল। এতক্ষণে সে বলিল,—"বুঝ্‌লাম সব—শুন্‌লাম সব—কিন্তু মা! তোমাকে কার কাছে রেখে যাব? তোমার শরীর যে একদিনও ভাল থাকে না।

'কার মুখে কি কথা'! আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিস্ময়ের চাহনিতে আমোদী একবার নীরদার মুখের দিকে চাহিল! তার পরে সমবেদনার স্বরে বলিল,—"এ বুড়োবয়সে—ছেলে-বউ-হারা শোকাতুরা মাকে ফেলে যাওয়া অন্যায় তা' বুঝি, কিন্তু পেট? পোড়া পেটের জন্যে যে মানুষের সব সহ্য ক'র্‌তে হয়।"

বৃদ্ধার চোখ দিয়া জল গড়াইল। নীরদাও কাঁদিল; যে হৃদয়ে আত্মম্ভরিতা, মাৎসর্য্য আর ক্রোধই বিরাজ করিত, সে হৃদয় আশঙ্কা এবং অভাবের দারুণ দংশন-জ্বালা অনুভব করিল! কিন্তু কি করিবে ভবিষ্যতে কি হইবে, কি করিয়া তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হইবে,—সে বিষয়ে তখন আর কোন আলোচনাই হইল না।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

### — পরিবর্ত্তন —

তারপরে ছয় মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল,—এতদিন কোন প্রকারে মায়ে-ঝিয়ে উদরান্নের সংস্থান করিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া আর কত দিন চলে? প্রতিবেশীগণের নিকট চাহিয়া চিন্তিয়া—ধার কর্জ্জ-করিয়া—ভিক্ষা করিয়া—সামান্য সামান্য কাজে প্রতিবেশীগণের সাহায্য করিয়া, তদ্বিনিময়ে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইত, তাহা লইয়া এই কয় মাস কোন প্রকারে কাটিয়া গেল;—আর দিন যায় না! মধ্যে মধ্যে এক-আধ দিন উপবাসেও কাটিয়াছে—অর্দ্ধাশনে অতিবাহিতও হইয়াছে—কিন্তু এখন সম্পূর্ণ উপায়-হীন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে গৃহগুলি পূর্ব্ব হইতে অসংস্কৃত ছিল,—প্রবল বর্ষার বারি-সম্পাতে এখন তাহারা ধসিয়া, পচিয়া, মজিয়া পড়িয়া যাইতেছে। অভাবের এই নিদারুণ অবস্থায় পড়িয়া নীরদা যদিও কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহার মনোবৃত্তি সম্যক্ পরিবর্ত্তন হয় নাই;—কখন কখন বা শান্ত হইত, আবার কখনও বা পূর্ব্বভাব ধারণ করিত। মাতার ক্রন্দনে বা কথায় জ্বলিয়া উঠিত—তাহার দোষেই কি এত দুরবস্থা ঘটিল, বলিয়া অভিমানের নাকি-স্থরে সমস্ত বাড়ী প্রতিধ্বনিত করিত—ক্রোধের তর্জ্জন-গর্জ্জনে শান্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিত!

প্রথমে আমোদীর কথায় নীরদার মামাশ্বশুরকে পত্র লেখা হয় নাই, কিন্তু যখন অভাব-দানব তাহার পূর্ণ প্রতাপ লইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে বসিল, তখন অগত্যা পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিল। পত্র

লিখিবার অনেক দিন পরে, সে দিন হঠাৎ সে পত্রের উত্তর আসিয়াছে—'শশী শীঘ্রই বাড়ী আসিবে, বাড়ী আসিয়া বৌমাকে লইয়া যাইবে।'

শশী অর্থে নীরদার মামাশ্বশুরের পুত্র—যাহার বাসায় নীরদা যাইবে। বৌমা অর্থে নীরদা।

সে দিন সন্ধ্যার মসী-মলীন গৃহমধ্যে বসিয়া মায়ে-ঝিয়ে যখন আশা ভরসা-বিহীন প্রাণের উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলিতেছিল, এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আলোচনায় আকুল হইতেছিল,—সেই সময় একখানা ছই-ঘেরা গরুর গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের বাহিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল।

গাড়ীর শব্দ পাইয়া নীরদার মাতা বাহিরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ী কোথাকার ?"

গাড়োয়ান গাড়ী নামাইয়া গরুটাকে তফাৎ করিতেছিল। বৃদ্ধার কথার উত্তরে সে বলিল,—"আমাদের বাড়ী লোচনপুর।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "নীরদাকে লইতে আসিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মনে এই ভয়ের উদয় হইল যে,—যে লইতে আসিয়াছে তাহাকে ও গাড়োয়ানকে খাইতে দিবেন কি! কিন্তু সে ভাবনা তাঁহাকে অধিকক্ষণ ভাবিতে হয় নাই—সে ভয়ের হস্ত হইতে তিনি সহজে পরিত্রাণ পাইলেন। আরোহী অচিরাৎ গাড়ীর ছইয়ের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং প্রণামী একটি টাকা পায়ের নিকটে মাটীতে রাখিল।

তিনি টাকাটি কুড়াইয়া লইয়া সাদর-সম্ভাষনে বলিলেন,—"বাবা শশী, এসেছ ? চল বাবা, বাড়ীর মধ্যে চল। তোমাদের বাড়ীর সব ভাল ত ?"

শ। আজ্ঞে হাঁ, বাড়ীর সব ভাল। বিপিনের একটা সওদাগরী আপিসে চাকরী হয়েছে—সে বৌমাকে বাসায় নিয়ে যাবে। আমাদের বাড়ীর পুরাণো ঝি সদু আমার বাসায় ছিল,— বৌমা ছেলে-মানুষ—সদুকে তাঁর সঙ্গে না দিলে ত হয় না—তাই সদুকে বাড়ী রেখে, বৌমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাড়ী এসেছিলাম।

বৌ অর্থে নীরদা! দেবরের এই মধুর কথায় মায়ের প্রাণে কিন্তু একটা করুণার্ত্ত রোদন-ধ্বনি উত্থিত হইল। বিশাল অভাব-বিটপীর ডালভাঙ্গা একটা ঝটিকার একটা দাপট লাগিয়া বুকখানা বড় কাঁপাইয়া দিল। মনে হইল—'ঝির পরিবর্ত্তে বৌকে লইতে আসিয়াছি'—আমি হতভাগী দুঃখিনী মা, ইহা শুনিয়াও চিরদুঃখিনী মেয়েটাকে তার সঙ্গে পাঠাইব! হা বিধাতা;—আমার সোণার চাঁদ কতদিন কত বিনয় ক'রে ব'লেছে—'নীরকে আর বৌকে বাসায় নিয়ে যাই—তুমি একটা ঝি রেখে বাড়ী থাক।' যেতে দিই নাই—মেয়ে রাগী—পাছে, তার অযত্ন অনাদর হয়! কিন্তু সে বা কি! আর বা কি! কিন্তু না পাঠালে ত' উপায় নাই! পোড়া পেট;—ভগবান্, সব কেড়ে নিতে পার, পেট কেড়ে নাও না কেন?

কিন্তু, আর কোন কথা কহিলেন না, অচিরাৎ বলিলেন,—"চল বাবা, বাড়ীর মধ্যে চল।"

শ। বাড়ীর মধ্যে যাবার আর কোন দরকার নাই—বৌকে একটু জল টল খাইয়ে এখনি তুলে দিন; এগারটার গাড়ীতে রওনা হব।

বৃ। সে কি;—তুমি কত দিন এসনি। আ'জ থেকে কা'ল সকালের গাড়ীতে যেও।

শ। সে হবে না জ্যাঠাই-মা। আমি ছুটি নিয়ে আসি নাই,— মফঃস্বল-তদন্তে বাহিরের রিপোর্ট নিয়ে লুকিয়ে এসেছি—যে চাকুরী, ছুটি নাই, কা'ল থানায় পৌছিতে হবেই।

বৃ। না হয় রান্না-বান্না করি, খেয়ে যাবে।

শ। আমরা বাড়ী থেকে বিকালে খাবার-টাবার খেয়ে এসেছি;— বিলম্ব হ'লে গাড়ী পাব না! রাত্রে আর সুবিধাজনক গাড়ী নাই।

বৃ। গাড়োয়ান্?

শ। গাড়োয়ান্ও খেয়ে এসেছে;—ষ্টেশনে গিয়ে না হয়, দু'চা'র পয়সার জল-টল কিনে খাবে। আপনি যান, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বৌকে একটু কিছু খাইয়ে নিয়ে আসুন।

বৃ। একটু অসুবিধা হ'চ্ছে।

শ। কি?

বৃ। নীরোর একখানা কাপড় কাচতে গিয়েছে—

শ। তা' থাক্—কাপড় বাসায় আছে।

বৃ। মোটে দু'খানা—

শ। যা' পরণে আছে, তাই পরে চলুন—কাপড়ের অভাব হবে না।

বৃদ্ধা বেদনাভরা বুক লইয়া বাটীর মধ্যে গমন করিলেন এবং কন্যাকে সমস্ত কথা বলিলেন। কন্যা নীরদা মার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া, একটু দূরে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিয়াছিল, এবং নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল। সে কাঁদিয়া বলিল,—"আমার জন্যে আমি ভাবি না মা; নেহাৎ না হয়, ভিক্ষে ক'রে খাব। তোমায় কার কাছে রেখে যাব মা? তোমার যে বৃদ্ধ-কাল!"

মাতাও কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"তুই তা ভেবে কি ক'র্‌বি মা ;—যারা ভাবলে সুখে থাক্‌তাম—তারা যখন ভাবেনি—তখন আমার অদৃষ্টে যে সীমাহারা দুঃখ আছে, তা' কি বুঝছিস্‌ না। তুই ত যা মা, একটা আশ্রয় নে। তোর জন্যেই মস্ত একটা ভাবনা ;—তুই যে আমার রূপসী সোমত্ত মেয়ে।"

নীরদা অবিরল অশ্রুপাতে বুক ভাসাইতে লাগিল। মাতা তাহার হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন, এবং একটা ক্রাসিনের ডিবা জ্বালিয়া আলো করিয়া, পাড়া হইতে আনীত একটা পাকা পেঁপের আধখানা কলারপাতে মোড়া ছিল, তাহা খুলিয়া খাইতে অনুরোধ করিলেন। নীরদা খাইল না। সে কেবল বলিতে লাগিল—"তোমায় কোথায় রেখে যাচ্ছি মা ?"

মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যার হাত ধরিয়া, লইয়া বাহিরে গমন করিলেন। তার পরে কাঁদিতে কাঁদিতে শশীকে বলিলেন,—"বাবা! একদিন রাজার মা ছিলাম—আ'জ পথের কাঙ্গালিনী হয়েছি ; একমুঠা ভাতের জন্যে পেটের বাছাকে—অবুঝ সন্তানকে বিড়ালের ছানার মত বিলিয়ে দিলাম। বাবা! ও একটু রাগী—চিরদিন দাদার আদরে অভাব বা তাচ্ছিল্যের একটু উত্তাপও কখনও অনুভব করে নাই,—তুমি পর নও—একটু নজর রেখ। আর বউমাকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বসৎ কর্‌তে ব'ল। আর কোথায় যাবে—চিরদিনই তোমার আশ্রয়ে থাক্‌তে হবে। তবে যদি কোন সুবিধা হয়—যদি মা দুর্গা একটু দিন দেন, এক আধ দিন এনে চোখের দেখা দেখে, আবার পাঠিয়ে দেব—নতুবা এই পর্য্যন্ত।"

মাতার কথায় কন্যা আরও কাঁদিল। শশী বাবু গম্ভীর অথচ

মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আমি ত আর বৌদিদির পর নই। আমার কাছে থাক্‌বেন—আপন বাড়ীতেই থাক্‌বেন। আর যার কথা বোল্‌ছেন,—সে মাটীর মানুষ;—সাতেও না, পাঁচে না।"

অঞ্চলাগ্রে চক্ষুর জল মুছিবার চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—"তিনি জন্ম-আয়ন্ত্রী হইয়া বেঁচে থাকুন—কোলভরা সোনার কার্ত্তিক খোকা হোক্। আমার অভাগিনী তাঁর কাছে জীবন কাটাক্।"

শ। তার অনুগত হ'য়ে থাকুলে ওর দিন সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটুবে।

বৃ। মধ্যে মধ্যে এক একখানা চিঠি দিয়ো বাবা।

শশী বাবু সম্মতি জানাইলেন। গাড়োয়ানের তাড়াতাড়িতে বৃদ্ধা কন্যার হাত ধরিয়া গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে তুলিয়া দিলেন। শশী বাবুও সম্মুখের দিকে উঠিয়া বসিলেন। গাড়োয়ান্ গরু আনিয়া যুতিয়া দিয়া গাড়ী খুলিল।

বৃদ্ধা শূন্য-বুকে-শূন্য-গৃহে ফিরিয়া আসিয়া হা হা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

---

## চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

— বাসায় —

বৈশাখী-প্রভাতের নবোদিত সূর্য্যকর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং দারোগাবাবুর বাসার একটা পালিত কুকুর কোথা হইতে একখানা শুষ্ক গরুর হাড় মুখে করিয়া আসিয়া উঠানে পড়িয়া চিবাইতেছিল

বর-বিনিময় ৮ম সংস্করণ।

ক্ষীরদা হারমোনিয়মের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, "আমি গাইব শুনবে?"

কমলিনী সাহিত্য-মন্দির। শিল্পী শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আজিও তিন মাস অতীত হয় নাই, নীরদা শশী-দারোগার বাসায় আসিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে অতুল-প্রতুল ক্ষমতাশীল পুলিস দারোগার স্ত্রী ক্ষীরদাসুন্দরীর সহিত তাহার মনের ঐকান্তিক অমিল ও বহুবার ঝগড়া কলহ হইয়া গিয়াছে। আর অল্পাধিক বচসা—সে ত দণ্ডে দণ্ডেই ঘটিয়া থাকে।

ক্ষীরদাসুন্দরীর পিতা পল্লীর চাষী গৃহস্থ—স্বামী দারোগা-বাবু। ক্ষীরদার বাপের বাড়ীর গ্রামস্থ পল্লীবধূগণ পাঁচখানা রূপার গহনা আর সস্তাদরের বিলাতী 'কস্তাপেড়ে' শাড়ী পরিয়া স্বামীগৃহে সংসারের কাজ করে,—আর ক্ষীরদা, দারোগারূপ মহাপুরুষের পত্নী হইয়া বাসায় যায়,—সায়া-সামিজ জ্যাকেট-বডী শান্তিপুরে ফরাসডাঙ্গা এবং ঢাকাই শাড়ী পরে,—সোনার চুড়ী নেকলেস্ অনন্ত বালা হাতে দেয়। হারমোনিয়মে সুর করিয়া গান গায়,—কভেলে নিঃস্বার্থ প্রেমের আলোচনা করে। কাজেই ক্ষীরদার প্রাণ অতিশয় উন্নত—এত উন্নত যে, কেহই তাহা হাতে ছুইতে পারে না—মাৎসর্য্যের ভরে তাহা পাকা তেলাকুচার মত সদা ডগ মগ করে—আত্মম্ভরীতার মদগর্ব্বে এই ফাটে ত, এই ফাটে।

আর চিরদিনের অসংযমের প্রাণ—ঝগড়া কলহের অবিরাম প্রশ্রয়ে কলুষিত,—মাতার আদরে বর্দ্ধিত অভিমানিনী নীরদা, উভয়ে যে শান্তিতে একস্থানে বাস করিতে পারিবে, সে আশা করাই অন্যায়। তাহার উপর শশী-দারোগা স্ত্রীকে তাঁহার এই মহাগৌরবান্বিত উচ্চপদ ও বিপুল অর্থসমাগমের হেতুভূতা বলিয়া জানেন। কেন না বিবাহের পূর্ব্বে তিনি থানায় 'রাইটার কনষ্টেবল' মাত্র ছিলেন, তৎপরে বিবাহ করে 'পয়মন্ত পত্নী' ক্ষীরদাকে ঘরে আনিয়া হেডকনষ্টেবল হন [illegible] বাসায় আনিয়া সব ইন্সপেক্টর ও দারোগা হইয়া বসেন। [illegible]

ধন' এই মহাবাক্য ও ক্ষীরদার স্বামী-ভক্তিতে তিনি একান্ত বাধ্য হইয়া ক্ষীরদা যাহাতে সদা সন্তুষ্ট থাকেন, এজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। ক্ষীরদার অনভিমতে তিনি কোন কার্য্য করিতেন না—ক্ষীরদার অনুমতি হইলে, স্বধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

ক্ষীরদা গৃহকর্ম্মের কিছুই করিতেন না, ভুলিয়াও রন্ধনকার্য্যে হাত দিতেন না। এক মাগী ডোম্ সকাল-বেলা আসিয়া উঠান ঝাট দিয়া বাসন মাজিয়া রাখিয়া যাইত,—আর সমস্ত কাজ একা নীরদাকে সম্পন্ন করিতে হইত। ডোমের মাজা বাসন ব্যবহার করা অন্যায়—নীরদা দুই একদিন এই কথা তুলিয়াছিল, কিন্তু এখানে লোক পাওয়া যায় না—যদি অন্যায় বলিয়া জ্ঞান হয়, নিজে সমাধা করিয়া লইতে হয়, এই উত্তর পাইয়া অগত্যা যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে দিল। মনে মনে ভাবিয়া লইল, যে একমুঠা পেটের ভাতের জন্য পরের দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছে—তার আবার জাতিবিচার—ধর্ম্মের বিচার—কর্ম্মের বিচার—এবং আচার অনাচার কি?

সেই অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহের সমস্ত কাজ কর্ম্ম সমাধানান্তে পাতকুয়া হইতে স্নানের জল তুলিয়া রাখিয়া নীরদা যখন নীচু র'কে বসিয়া তৈল মাখিতেছিল, তখন দূরাগত মৃদু মন্থর গতি মলয়-মারুতটুকুর মত কোমল-কলেবর, চাপা হাসির লুকান তরঙ্গভরা, কম্পিতাধরা, শিথিলকুন্তলা, নিবিড়-নিতম্বে বিবশাবাসা, উত্তম আহারে পুষ্টদেহা, যৌবন-জোরে লাবণ্যপুরা, পদগৌরবে গর্ব্বিত-প্রাণা, বহুজন দ্বারা সদা স্তূয়মানা ক্ষীরদাসুন্দরী তথায় আসিয়া দর্শন দিলেন, এবং নভেলী বাক্যের মধুর ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো; আজ অতিথিদের আহার দেবে কি দিয়ে?"

নীরদা রস-ভাষার ধারও ধারিত না। সে অমন পদ-বিন্যাসকে 'আলুনী বুক্নী' বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। মুখখানা ভারি করিয়া বলিল,—"যা ব'ল্‌বে, তাই রেঁধে দেব।"

ওই সময় এক ভিখারিণী থানার বাসাবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁক দিয়া বলিল,—"হরে কেষ্ট্‌ণো—ভিক্ষে পাই মা!"

সে আসিয়া সেই রকের নিকট দাঁড়াইল। তাহার বামস্কন্ধে কাঁথার ঝোলা, হাতে একটা পিতলের ঘটী। বয়স চল্লিশ বৎসর হইতে পারে। দেহ স্থূল—গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে উজ্জ্বলীকৃতা।

অর্দ্ধ চাহনীর ব্যর্থ কটাক্ষ অপ্রয়োজনীয় স্থানে বিকীর্ণ করিয়া দিয়া, ক্ষীরদা বলিল,—"মাছের একটু ঝোল হোক্। আর আলু দিয়ে গলদা চিংড়ি দিয়ে ডাল্‌না কর। পুঁটীমাছ আন্‌তে পাঠান হোয়েছে—তার অম্ল হবে। আর বাবুব জন্যে কিছু পুঁটী মাছ ভাজা রেখো।"

বৈষ্ণবী বলিল,—"নিরামিষ কি হবে?"

ক্ষী। ঐ ত এক উপসর্গ, আমরা নিরামিষ খেতে নিতান্তই নারাজ;—

আমরা অর্থে তিনি ও তাঁহার স্বামী। অভিজ্ঞা বৈষ্ণবী বলিল,—"তা' খাবে বৈ কি—আয়স্ত্রী মানুষ'—জন্মে জন্মে মাছ খাও। উনি কি দিয়ে খাবেন?"

বৈষ্ণবী চক্ষুর চাহনিতে নীরদাকে লক্ষ্য করিল। ক্ষীরদা উদাস-গম্ভীর তাচ্ছিল্য-মৃদুস্বরে বলিল,—ঐ ত কথা! ঘরের মধ্যে আধঘরা নিরামিষ! আচ্ছা বোষ্টমি? তোমরা ত' কেষ্ট ভজ—শাস্ত্রবিশাস্ত্রের-কথা শোন—বিধবার যে মাছ খেতে নাই—এ কোন্ দেশের কথা?"

বৈষ্ণবী মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আমরা কি সেই বোষ্টম বৌঠাকরুণ

—আমরা পেটের দায়ে বোষ্টম—জাত হারিয়ে কুল মজিয়ে বোষ্টম। শ্রীগৌরাঙ্গ নামের জোরে—আর হিন্দু-সমাজের কপাল ফেরে—আমরা বোষ্টম। আমরা কোন শাস্তরের ধার ধারি না—কোন বিধি-বিধানের বিধি মানি না। চাঁড়াল-পোদেরও বামুন (পুরুৎ) আছে—অশৌচ আছে—ক্রিয়া কর্ম্ম আছে—অধিকার-অনধিকার আছে—আমাদের কোন বালাই নাই। দুবেলা খাই, মাছ খাই, দিনে ভিক্ষা, রেতে বেশ্যাগিরি করি—তথাপি আমরা সমাজের পূজ্য,—সাধন-ভজনের ধার ধারি না—একটা মাগী দশটা বিবাহ করি—তবু আমাদের হাতের জল শুদ্ধ। এই দেখ না,—আমি ছুতোরের মেয়ে, যখন ঘরে ছিলাম,—স্বামী ছিল—শাস্তর-বিধির অধীন ছিলাম—মা বাপ মলে, ছেলেপুলে হলে অশৌচ নিতাম—বার জাতির ভাত খেতাম না;—তখন কেহ আমার ছোঁয়া জল খেত না। আর যাই বর মরে গেল—একটা মিন্সের সঙ্গে কুল ছেড়ে অকুলে এলাম—একটা মিন্সে ছেড়ে দশটা মিন্সের ঘর করলাম—দিনে ভিখারিণী, রাত্রে বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভ করলাম—সেই আমি বোষ্টম ঠাকরুণ হোলাম—আপনারা আমার হাতের জল খেতে আরম্ভ করলেন—অপর শূদ্রেরা রাঁধা-ভাত, পাতের পেসাদ খেয়ে কৃতার্থ হোতে লাগলো;—এ সকলি প্রভুর ইচ্ছা! আমরা শাস্তরের ধার ধারি না বৌঠাকরুণ।

ক্ষীরদা, বৈষ্ণবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, সমস্ত কথাগুলা শুনিয়া, বলিল—"তুই ত খুব উচিত-বাদী মানুষ!"

বৈ। না বৌঠাকরুণ—আমি সত্যি কথাই বোলেচি! তবে শুনতে পাই, বামুনের বিধবার এমন কি, হিন্দুবিধবা মাত্রেরই মাছ খেতে নাই,—কিন্তু কেন নাই, তার আমি কি জানি।

স্বী। আমার মত কি জানিস্—?

বৈ। আমি ত তোমার মত কোনদিন শুনি নি বৌঠাকুরুণ—তা' জান্‌বো কেমন কোরে?

স্বী। আমার মত এই—স্বামী মরে, তার কপাল নিয়েই মরে,—আমার পেট—আমার শরীর—আমার জীভ, এ সকল ত সঙ্গে যায় না। আমাকে যখন এ সকল নিয়ে থাকতে হবে—এসকলের যখন কিছুই যাবে না,—তখন এ সকল বন্ধ করি কেন?

বৈ। আমি সেদিন যখন ভশ্চায্যি বাড়ী ভিক্ষেয় গিয়েছিলাম,তখন ভশ্চায্যি ঠাকুর আর গিন্নীতে ঐ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হ'চ্ছিল—

স্বী। গিন্নী বুঝি ভশ্চায্যি ঠাকুরের বৌ?

বৈ। হ্যাঁ।

স্বী। কে কোন্ পক্ষে?

বৈ। আপনি যে কথা বোল্লেন, ঐ পক্ষে গিন্নী—আর শাস্ত্রের পক্ষে কর্ত্তা।

স্বী। ঐ শিক্ষেনাড়া,—শাস্ত্রপড়া—হতচ্ছাড়া ভশ্চায্যি গুলোই ত' সমাজে এই সব জঞ্জাল তুলেছে। ওরা শুধু সেকেলে মরাভাষা (Dead L.') সংস্কৃতের স্মৃতিশাস্ত্র না কি ওদের মাথামুণ্ড পোড়ে—স্বার্থপরতার মোহান্ধকারে মুগ্ধ হোয়ে এদেশে এই অনর্থপাত কোরেছে।

বৈ। না বৌঠাকুরুণ, তিনি ইংরাজীতে নাকি বি-এ পাশ আর সংস্কৃতে সর্ব্বশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত।

স্বী। তা হোক'—তবু ভশ্চায্যি—রগে টানে।

বৈ। কিন্তু তাঁর বড্ড মান—কি ইংরাজী পড়া হাকিম-হুকুম-মহলে, কি শিখাধারী সেকেলে লোকের নিকট সর্ব্বত্রই সমান।

ক্ষী। তা হোক,—আমি তাঁর মত মানিনে।

বৈ। বেঁচে থাক তুমি—তোমার মত লোকের জোরেই আমাদের বোষ্টম-ধর্ম্ম চ'লে যাবে।

ক্ষী। ঠাট্টা কোল্লি ?

বৈ। ও মা! আপন ভাল—পাগলেও বোঝে। ভশ্চায্যিরা যা বলে সে মত যদি চলে, তবে আমাদের ঘটীধরা দুস্কর হবে—আর তোমার মতে চল্‌লে আমাদের পোয়া বার—সমাজের বুকে ব'সে সমাজের মাথার খুলি ভাঙবো! আমাদের পক্ষে যারা—তাদেরই আবার আমরা ঠাট্টা কর্‌বো।—একমুঠা ভিক্ষে দাও মা;—দশ দুয়ার ঘুরবো।

ক্ষী। গিন্নীকে বল।

নীরদা তেল মাখিতে মাখিতে নির্ব্বাক হইয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিল, এতক্ষণে অবজ্ঞার ভাবে মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "কে গিন্নি! যে গিন্নি, সেই দিক্।"

ক্ষীরদা সে কথায় প্রতিবাদ করিয়া অবজ্ঞার সরস হাসি হাসিয়া বলিল,—"আমি ত তোমাদের দুয়ারের কৃপাপ্রার্থী—দুটো খেতে দিবে খাবো আর আপন ঘরে প'ড়ে আপন কাজ ক'র্‌বো। তুমি গিন্নি নয় ত গিন্নি কে? যার হাতে পেটের ভাত—সেই ত গিন্নী।"

নীরদা বিরস মুখে বলিল,—"ইস্! এ বাড়ীর কর্ত্তা কে? আমি।" কান্‌চো কেন। খুদ খেয়েছিলাম, তাই মেরেছে!

ক্ষীরদা তখন নভেলী ভাষাতে থিয়েটারী স্বরে বলিলেন,—"দেখ দিদি; অমন পর পর কোরে বাস করা যায় না। আমিত্বের মার্কা একটু শ্লথ না করিলে, সুখ বা শান্তি মিলে না,—মাঝখানে বাঁধ থাকিলে উভয় দিকে তরল জলও মিশিয়া একত্র হইতে পারে না।"

নীরদার ততক্ষণ তেল মাখা সমাপ্ত হইয়াছিল, সে একটী ঘটী ও একখানা গামছা টানিয়া লইয়া, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বক্ষোসঞ্চিত গভীর দুঃখমাখা স্বরে বলিল,—"তা' যদি আগে বুঝতাম, তবে আ'জ পরের দুয়ারে দাসীবৃত্তি করিতে আসিতাম না। বুঝি নাই বলিয়াই হতভাগী আজ তোমাদের দাসী।"

ক্ষীরদা তাচ্ছিল্যভাবে বৈষ্ণবীর মুখের দিকে চাহিল। বৈষ্ণবী বলিল,—"তাই ত, মাঠাকুরুণ যেন একটু রাগী বেশী।"

নীরদা সে কথার কোন উত্তর করিল না। এখন আর তত উত্তর করিত না। তথাপি অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিত না। সকল কথায় সকল সময়ে উত্তর করিত না বটে, কিন্তু মনে মনে দগ্ধ হইয়া মরিত। বিশেষতঃ ক্ষীরদা কিছুমাত্র কাজ করিত না—অপর সমস্ত গৃহকর্ম্ম এবং রন্ধন তাহাকে একাই সম্পাদন করিতে হইত। তদুপরি, তৃষ্ণায় একটু জল বা ক্ষুধায় একমুঠা খাবার খাইবার কথা, তাও ক্ষীরদা বলিত না। ব্রাহ্মণের বিধবা—রাত্রিতে জলখাবারের জন্য একটু দুগ্ধ বা কোন ফল বা কিছু মিষ্ট, ইহাও সব দিন আসিত না। স্বামী-স্ত্রীর রাত্রি-ভোজনের লুচি তরকারী ক্ষীর মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাদের শয়ন-ঘরে পঁহুছিয়া দিয়া, নীরদা শুধু মুখে শয়ন করিয়া অনেকদিন কতক ক্ষুধার জ্বালায়—কতক অনাদরের উপেক্ষায় চক্ষুজলে উপাধান ভিজাইয়াছে। শশী-দারোগা জানিতে পারিলে কোন কোন দিন কিছু যোগাড় করিয়া দিতেন,—কিন্তু ক্ষীরদা সে বিষয়ে নিত্য উদাসীন। যে দিনের কথা আমরা বলিতেছি, তাহার পূর্ব্ব-রাত্রিতে নীরদা কিছুমাত্র খাইতে পায় নাই। কাজেই তাহার মেজাজটা অপেক্ষাকৃত কড়া ছিল।

নীরদা যখন পূর্ব্বোত্তোলিত জলের বাল্‌তীর নিকটে গিয়া স্নান

করিতে বসিল, তখন ক্ষীরোদা ফিরিয়া তাহার ঘরে যাইতেছিল,—হঠাৎ কুক্কুরীকে অস্থি-চর্ব্বণ করিতে দেখিয়া, থমক খাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ওগো! ওখানা ফেলে নাইতে ব'স্‌লে না?"

নী। কি ফেল্‌বো?

ক্ষী। ঐ হতভাগী পেঙী ( কুক্কুরী ) কি চিবুচ্চে দেখচো না?

নী। হাড় চিবুচ্চে।

ক্ষী। ওখানা ফেলে দিয়ে স্নান কব।

নী। আমি ফেল্‌বো?

ক্ষী। নইলে কে ফেল্‌বে?

নী। ও কিসের হাড় আমি ছোঁব কেন?

ক্ষী। বাড়ীতে থাক্‌বে—সেই বাড়ীতে ভাত খেতে পার্‌বে ত?

নী। একটা লোক ডাকিয়ে ফেলে দেওয়ালেই হয়। বামুনের মেয়ে —বিধবা-মানুষ—কিসের হাড় তার ঠিক নাই,—আমি তাই ছোঁব!

ক্ষী। তাতে আর এমন দোষ হয় না।

নী। আমি তা' পার্‌বো না।

ক্ষী। আসুন তবে বাড়ী—তিনিই ফেল্‌বেন।

নী। যিনি হয়, তিনিই ফেল্‌বেন।

এই সময় শশী-দারোগা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দাতব্য ডাক্তারখানার ডাক্তার বাবুর সহিত দারোগা বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব,— সকালে তেমন বিশেষ কিছু কাজ না থাকায়, দারোগা বাবু সেখানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন! উদ্দেশ্য দুইটী ছিল,—ডাক্তার বাবুর সহিত কয়দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, সাক্ষাৎ হইবে। ডাক্তারখানার পার্শ্বে বাজার —স্বয়ং বাজারে গেলে ভাল জিনিষ তথা অল্প মূল্যে সংগ্রহ হইবে।

এতক্ষণে ঐ উভয় কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া, একটা বাগ্দী চৌকীদারের মাথায় বাজারাহৃত মৎস্য তরকারী প্রভৃতির বোঝা চাপাইয়া দিয়া বাসায় আগমন করিলেন। ঐ সঙ্গে আরও একটা কাজ হইয়া গিয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের দুস্থ রোগীগণের জন্য দেশের লোকের দেয় চাঁদার টাকা এবং গভর্ণমেণ্টের দানের টাকা দিয়া যে ঔষধের নূতন পার্শ্বেল সকালের গাড়ীতে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে তিন বোতল ব্রাণ্ডি ছিল,—দুই বাবু তাহার আধবোতল পান করিয়াছেন।

ফুল্ল-প্রাণে হাঙ্গাধরে বাসার প্রাঙ্গণে আসিয়া,পশ্চাদাগত বৃদ্ধ চৌকিদারকে বলিলেন, "রাখ্, ঐখানে চুপড়ী রেখে, তুই চ'লে যা। ডাক্তার বাবুকে বলিস্, বাবু ব'ল্লেন, আপনার দরখাস্ত বাবু পেস্ কোরেছেন—এবং মঞ্জুর হোয়েছে। কা'ল সন্ধ্যাবেলা হবে।"

"আচ্ছা" বলিয়া সেলাম করিয়া চৌকীদার বাজারের টুকরী উঠানে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ব্রাণ্ডি-সেবনে প্রফুল্ল-হৃদয় ঈষৎ মুদিত—ঈষৎ ঘূর্ণিত নয়ন দারোগা বাবু, পত্নী ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ওগো? ডাক্তারবাবুর এক প্রার্থনা।"

অভিজ্ঞা ক্ষীরোদা বুঝিল, স্বামী কিঞ্চিৎ সুধা পান করিয়াছেন। বলিল,—"কি প্রার্থনা?"

শশীবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"তিনি তোমার হাতের রান্না খাবেন।"

ক্ষী। কবে?

শ। যে দিন তোমার মর্জ্জি।

ক্ষী। তাই বুঝি ব'লে দিলে কা'ল সন্ধ্যা-বেলায়?

শ। তুমি বুঝি জ্যোতিষ জান? বাহবা বুদ্ধির জোর!

ভিখারিণী বৈষ্ণবী তখনও দাঁড়াইয়াছিল, সে কথা শুনিয়া মনে মনে বলিল,—এ মিন্‌সেগুলো কি ভেড়া নাকি গা ? অথবা শুধু মুখের কথায় এমনি খোষামোদের আবরণে আদুরে মাগীগুলোকে ভুলাইয়া রাখে ! যাহা হউক, বর্ত্তমানে ভিক্ষা পাইবার নিতান্তই অসম্ভাবনা বুঝিয়া সে চলিয়া গেল।

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

### — প্রেরণা —

ক্ষীরোদা তখন মৃণালায়ত-সংস্পর্শপেলব-বাহু-যুগলে লম্বমান অথচ ঈষন্মুগ্ধ করিয়া চম্পক-কলিকাসন্নিভ করাঙ্গুলি দ্বারা পরিধেয় স-সায়া সুসূক্ষ্ম শাড়ীর কিয়ংদশ নিবিড় নিতম্ব হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধভাগে পরিচালনা করিতে করিতে, চলনীলোৎপলদল-সদৃশ চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয় চালনা পুর্ব্বক শশী-দারোগার মদবিঘুর্ণিত চক্ষুর উপব সংস্থাপন করতঃ, ফুল্ল রক্ত-কুসুম কান্তি অধর-যুগল কাঁপাইয়া,কণ্ঠস্বরে কোকিল কণ্ঠের আওয়াজ আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "সব বুঝি, সব জানি,—ভদ্রলোক,' ভদ্রলোকের বাড়ী—বন্ধু বান্ধবের বাড়ী আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাইয়া থাকে—তা' কি আর জানি না। কিন্তু আমার সংসারের শান্তি নাই ;—কাজেই ওসব আমোদ-আহ্লাদ কবা হয় কৈ ? আমোদ করিতে গিয়া, ঝগড়া কবিয়া অশান্তির আগুনে পুড়িয়া মরিতে হয়।"

শশীর পানবিহ্বল-চিত্ত কামিনীর কাম-কটাক্ষে জগৎ বিস্মৃত হইল, গর্ব্ব-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—অশান্তির আগুন ! নেভার মাইও ! কিসের

অশান্তি—শান্তির সুশীতল সমীরে সে আগুন নিভে যাক—গোল্লায় যাক্—কব্বরে যাক !"

ফুল্লাধরে হাসির রেখা বিকশিত হইল। ক্ষীরদা বলিল,—"সেই জন্য ত' বলি, তুই একখানা নভেল পড়। 'শান্তি-সমীরে অশান্তির আগুন নিবে যাবে!' সমীরে আগুন নেবে না জ্বলে ?"

শ। ( হাসিয়া ) কেন, বাতাসে প্রদীপ নেবে না ? জ্বলন্ত উনান বাতাসে নিবাইয়া, কত দিন কত জনকে চক্ষুর জলে, মুখে কালী পড়িতে দেখেছি।

ক্ষী। বাহবা দারোগাগিরি বিদ্যে রে !

শ। এখন নভেলী বিদ্যেয় ডাক্তার বাবুকে কা'ল রাত্রে একটু ভাল ক'রে খাইয়ে দিতে হবে।

ক্ষী। ব'ল্লেম যে,সে ত আর আশ্চর্য্য কথা নয় ! তবে ঐ যে,একটা কাজ আরম্ভ ক'রে ঝগড়ার আগুন জ্বালা—সে আমার ভাল লাগে না।

শ। কার সঙ্গে ঝগড়া ?

ক্ষী। ন্যাকা ;—জানেন না ! তোমার সঙ্গে—আর কার নাম ক'রে দুপুরের অন্ন বন্ধ করি ?

শ। ওঃ—বুঝেচি।

ক্ষী। বেঁচে থাক ;—এতক্ষণে যে এই গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হ'ল—এও আমার অদৃষ্টের জোর।

শ। তোমার অদৃষ্টের আবার জোর নয়! কোথায় রাইটারী ; আর কোথায় দারোগাগিরি !

ক্ষী। সব দিকেই ভগবান্ ভাল ক'রেছিলেন, কিন্তু ঐ যে এক সব নষ্ট ক'রুচে।

শ। ও আবার নষ্ট কি? আরও কয়েক দিন দেখ, বনাবনি হয়, থাক্‌বেন, না হয়, মার মেয়ে মার কাছে পাঠিয়ে দেব। ওঁর মা, বাবার কাছে চিঠি লিখেছিলেন খেতে পান না, বাবার অনুবোধে নিয়ে এসেছি। নইলে, পাঁচটাকা মাইনে—আর দু'বেলা দু'মুঠো ভাত—তা'ত কুকুর শেয়ালেও খায়—দিলে রাঁধুনী-বামুন কত মিলবে।

নাতিদূরে নীরদা স্নান করিবার জন্য বসিয়াছিল, কিন্তু তাহারই কুষ্টিতে হাত পড়ায়—বালতির জলে গামছা ফেলিয়া তদুপরি হস্ত রাখিয়া স্থিবকর্ণে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন শুনিতেছিল। চির-অসংযমিত চিত্ত সর্ব্বপ্রকারে নিরুদ্ধ করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর পারিল না। বলিল,—রাঁধুনীকে পাঁচটাকা আর দু'বেলা খেতে দিতে হবে। শেয়াল কুকুরেও ভাত খায়—হতভাগিনী না খেতে পেয়ে তোমাদের দুয়ারে এসেছে—কিন্তু তাকে আর কি দাও? শেয়াল কুকুবে যা খায় —রাঁধুনীকে যা'দু বেলা দিতে, তাই একবেলা দাও। টাকা চাই না, আর একটুকু মুখের মিষ্টি—তা' একেবারেই না। ভদ্দব লোকের মেয়ে—ভদ্দর লোকের ঘরের বৌ—যেখানে সেখানে যেতে পারি না, তাই খবর দিয়ে এসেছিলাম—তোমরা আত্মীয় তাই এসেছিলাম—অসুবিধে হয় পাঠিয়ে দাও। শেয়াল-কুকুরের পেট ভরে—মানুষের পেট ভর্‌বে না?"

কুটীল কটাক্ষে স্নাননিরতা নীরদার দিকে চাহিয়া শশী-দারোগা বলিলেন,—"যা, বল, বৌদিদি; তুমি বড় ঝগড়াটে!"

নী। তা' আবার নই! কিন্তু নিয়ে এসে, এমন কোরে অপমান কর্‌তে নাই!

শ। অপমান কর্‌লাম? ওঃ, তুমি নেহাৎ বজ্জাৎ।

ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত নীরদা গর্জ্জিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "সাবধান ঠাকুরপো, বাপ-মা তুলে গা'ল দিয়ো না। পেটের দায়ে আমি তোমাদের দাসীগিরি ক'র্‌তে এসেছি—না পোষায় পাঠিয়ে দাও—বাপ-মা তুলবার তুমি কোথাকার কে ?"

ক্ষীরদা চক্ষু ঘুরাইয়া মুরুব্বিয়ানার মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিলেন,—"ওগো, তুমি চুপ কর। ও মেয়ে একটুখানি নয়।"

শ। তাই ত। আমি শশী-দারোগা—আমার নামে দেশের লোক হাড়ে কাঁপে—আর আমারি ভাত খেয়ে,—কাপড় পরে—আমার বাসায় বোসে—আমার কথায় সমান উত্তর !

নী। ইস্, আমি ত আর চুরি ডাকাতি করিনি যে, দারোগা দেখে ভয় কোর্‌বো—আমারও দিন এমন ছিল না গো। সব দিন সমান যায় না। আমার দাদা চারশো টাকা মাইনের চাকরী ক'রতো! দাদা আমাকে সবার চেয়ে আদর ক'রতো—

ক্ষী। সেও ত তুমি খেয়েছ ; সে সোণার সংসারে তুমিই আগুন জ্বেলেছ।

নী। সত্যিই তাই—সত্যিই আমি লক্ষীর আড়ীতে লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলেছি—তাই আ'জ তোমার দুয়ারে এসে লাথি খাচ্চি। তাই ব'লেই—তাই বুঝেই প্রাণ বেঁধে থাকি। ভাবি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে—কর্ম্মের ফল পাচ্চি—ভোগ করি। কিন্তু ক্ষীরদা, তুমিও আমাকে দেখে সাবধান হ'য়ো—যে উদরের জ্বালায় এসেছে—তা'কে কাঁদিয়ো না। সময় পেয়েছ ব'লে অসহায়ার বুকে লাথি মেরো না।

ক্ষীরদা স্বামীর মুখের দিকে ক্ষুব্ধ নেত্রে চাহিয়া ক্ষুব্ধোত্তেজিত-স্বরে

বলিলেন,—"শুন্‌চো, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কিরূপ আমাকে অভিশপ্ত ক'চ্চে ?"

"অভিশপ্ত"কাহাকে বলে—তাহা খায় কি পরে শশী-দারোগা বুঝিতে না পারিলেও তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কের বিশালবলে ইহা জ্ঞাত হইতে পারিল যে, শান্ত সুশীলা ক্ষীরদাসুন্দরীকে এমন বলিয়াছে, যাহা ক্ষীরদা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকেই সহ্য করিত না। কাজেই স্ত্রী-গত প্রাণ স্বামী অধিকতর ক্ষুন্ন হইয়া বলিলেন, "না, আর থাকিবার প্রয়োজন নাই—আর কেলেঙ্কারীর দরকার নাই ;—কি জানি, রাগের ঝোঁকে কখন কি ঘ'টে যাবে—আজই তোমাকে পাঠিয়ে দেই।"

নী। তুমি ব'লচো আ'জই ; আমি ব'ল্‌চি এখনই। আমি আর তোমার ভিটায় জলগ্রহণ করিব না।

নীরদা পায়ের আঘাতে জলের বাল্‌তী উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া সরিয়া গেল। স্নান করিল না।

শশী দারোগা বলিলেন,—"এ বেলা খেয়ে দেয়ে নাও! ও বেলার গাড়ীতে যেও।"

নী। আর খাব না—পোড়া পেটে ঢিল পাটকেল পূরে থোব।

ক্ষী। পাপ বিদেয় কর, মেলে—না হয়, বাজার থেকে লুচি কিনে খেও।

শ। আমার আজ কাজ আছে যাবার উপায় নাই। আজকে যাবে ? অবসর মত একদিন রেখে আস্‌বো।

ক্ষী। হ্যাঁ,নিজে যাচ্চে—একজন কনেষ্টবল সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

শ। পারবে গো—কনেষ্টবলের সঙ্গে যেতে পারবে ? মোদ্দা, তোমাকে রাখা আমার কখনও পোষাবে না।

নী। আমার আবার দারোগা-কনেষ্টবল কি?—একজন সঙ্গে গেলেই হয়।

শ। তোমার সঙ্গে যাওয়াই অন্যায়—তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত; তবে বাবা শুন্‌লে অসন্তোষ হবেন, তাই যা!

নীরদা যাইবার জন্য তখনই প্রস্তুত হইল। শশী-দারোগা বাহিরে গিয়া একজন বাঙ্গালী কনেষ্টবলকে ডাকিয়া নীরদাকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাহার পর—ঘরে ঢুকিয়া টেবিল-হারমোনিয়মে স্থর দিতে বসিলেন। স্থরের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ যে কখন-খুলিয়া গিয়াছিল, শশী-দারোগার সে দিকে খেয়ালই ছিল না। এমন সময় ঘরে ঢুকিয়া ক্ষীরদা হারমোনিয়মের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, "আমি গাইব, শুন্‌বে?"

শশী-দারোগা হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ক্ষীরদাকে বলিলেন,—"সেই ভাল, তুমিই গাও।"

থানা হইতে রেল-ষ্টেশন দূরে নয়, গাড়ীর সময় হইয়াছিল, নীরদা যেমন এক বস্ত্রে আসিয়াছিল, তেমনই এক-বস্ত্রে বিদায় হইল এবং ক্ষীরদা গৃহ মধ্যে বসিয়া হারমোনিয়ম বাজাইয়া গাহিতে লাগিল,—

আসিয়া চলিয়া যাব, শুধু চোখের দেখা দেখে।
মরমের ব্যথা যত, আঁখিতে জানাব কত
চেয়ে দেখে প্রাণে নেব, মুরতি লিখে।
আর কিছু না চাহিব, নীরবে ভালবাসিব,
দিনান্তে দেখিয়া যাব, (আমি) শুধু পোড়া চোখে।

খাম্বাজ রাগিণীর মধ্যমান তালে স্থকণ্ঠ গায়িকার কণ্ঠনিঃসৃত গানে, যখন সমস্ত গৃহখানি মস্‌গুল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন শশী-দারোগা সেই

গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়া সুন্দরী ভার্য্যার সন্নিকটস্থ হইলেন, এবং প্রফুল্লাননে হাস্যাধরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গিয়াছে ?"

স্খলিত স্তিম্ভিত উদাস অথচ কটাক্ষের তীব্র মদিরাভরা দুই চক্ষুর দৃষ্টি—পার্শ্বোপবিষ্ট স্বামীর মুখের উপর সংস্থাপন করতঃ পালঙ্ক হইতে নামিয়া পড়িয়া বিগলিতবাসা স্খলিত-কুন্তলা ক্ষীরদা বাহু বেষ্টনে স্বামীর গলা জড়াইয়া সুর করিয়া বলিলেন,—"তোমার সে গ্যাছে যমুনা পারে।"

সে নগ্ন-সৌন্দর্য্যের বাসন্তী সংস্পর্শে শশী-দারোগার বোধ হইল, কর্ণের রথচক্রের ন্যায় তাঁহার চরণার্দ্ধভাগ বসুমতী গ্রাস করিয়া নিম্নাভিমুখে টানিয়া লইতেছে। তাঁহার দেহখানা বুঝি যোড়া দেওয়া লোহার গড়া ছিল, সুশীতল চুম্বক পাথরের স্পর্শে সে সকল যোড়ায় পরদায় পরদায় খুলিয়া পড়িয়া গেল, আর দেহবিহীন প্রাণপাখী উধাও উড়িয়া গিয়া স্বর্গ-রাজ্যের নন্দন-কাননের পারিজাত পরিমলের মধ্যে পড়িয়া মজিয়া মরিয়া যাইতেছে।

অনেকক্ষণ স্বপ্ন-কল্পনার মধ্যে থাকিয়া ক্ষীরদার কণ্ঠ হইতে যখন বাস্তবের আদরমাখা প্রশ্ন হইল,—"গেল ত" এখন খাওয়া হবে কি ? বেলা যে এদিকে দশটা ? উদরে যে স্বাহার স্বামী জ্ব'লে উঠলো ?"

'স্বাহার স্বামী কি বা কে—শশীর জ্ঞানে সে পৌরাণিক তত্ত্বের মীমাংসা হইল না, কিন্তু ইহা তাঁহার বোধগম্য হইল যে, বর্ত্তমানে রন্ধনের প্রয়োজন। বলিলেন, "এক অবলম্বনের মধ্যে পাঁড়ে;—তা' সে মফঃস্বলে গিয়াছে। একটু দূরে সরিয়া গিয়া, ক্ষীরদা প্রশ্ন করিলেন,—"তবে ?"

শ। তাই ত;—শুধু মাছের ঝোল ভাত, তুমি দুটী রাঁধতে পারবে না ?

ক্ষী। আমি?

শ। হুঁ।

ক্ষী। সে হয় কৈ? আমার আঙ্গুলগুলা বাতে এক রকম আড়ষ্ট। তুমি যদি রাঁধ, আমি যোগাড় করিয়া দিতে পারি। আগুনের তাতে গেলে, জান ত, আমার হিষ্টিরিয়া হয়। বিশেষ সকালে ঐ পাপটার সঙ্গে বকাবকি ক'রে—মুহুর্ত্তে-মুহুর্ত্তে হিষ্টিরিয়া 'হবো-হবো' হ'চ্চে। তাই সামলানর জন্যই একটু গান গাহিতেছিলাম।

শশী-দারোগাকে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে রন্ধন করিয়া আহার করিতে ও স্ত্রীকে আহার করাইতে হইত। পল্লীতে পাচক ব্রাহ্মণ ত যখন ইচ্ছা তখনই মিলান যায় না। একটা লোকও দু'মাস সে বাড়ীতে তিষ্টিতে পারিত না!

## ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

— ফুল —

হেমন্তের বিকালে পড়ন্ত-রৌদ্রে যখন রেল ষ্টেশন হইতে কনেষ্টবলকে সঙ্গে করিয়া নীরদা এতখানি পথ হাঁটিয়া অতি শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে বাড়ী আসিয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাহার মাতা প্রবল জ্বরের বিশাল-কাঁপে একখানা লেপ মুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া কাতরাইতেছিলেন।

নীরদা মাতার কাছে গেল, কনেষ্টবল খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন

দেখিল, তাহাকে কেহ বসিতেও বলিল না, তখন সে অগত্যা যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ষ্টেশনে ফিরিয়া গেল।

নীরদা যখন ক্ষীণ-কণ্ঠে মাতাকে ডাকিল,তখন কন্যার কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাধিক্লিষ্ট প্রাণকে সহজেই উত্তেজিত করিল। মুখের লেপ সরাইয়া, তাড়াতাড়ি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। সম্মুখে নীরদাকে দেখিয়া বলিলেন,—"তুই যে মা? ভাল ত?"

মাতার অবস্থা দেখিয়া নীরদা চমকিয়া উঠিল। চক্ষু দুইটী কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে এবং জরের যাতনায় কালী ঢালিয়া দিয়াছে।

নীরদা মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, মাতার কথার উত্তর না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"মা! তোমার জ্বর কত দিন হইতেছে?"

গলা ঝাড়িয়া, স্নেহাকুলিত ক্ষীণ দৃষ্টির উদাস চাহনিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া নীরদার মাতা বলিলেন,—"আমার জ্বর প্রায় তিন মাসের—সেই নবমীপূজার দিন হ'য়েছে—এর মধ্যে একেবারে বন্ধ হয় নাই। রোজ রোজ বিকালে কাঁপ দিয়া জ্বর আসে,—আবার শেষ-রাত্রে ছেড়ে যায়। তুই হঠাৎ কেন এলি মা?"

নী। তাড়িয়ে দিলে কি ক'রে থাকি!

মাতা অন্তস্তলভেদী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হা ভগবান্; একটু যায়গা কোথাও কি নাই?"

নী। তার জন্যে তুমি ভেব না, শেয়াল কুকুরের যায়গা আছে, মানুষের কি আর জায়গা নেই। তুমি কি খাও?

মা। তোর সঙ্গে কে এসেছিল?

নী। একজন কনেষ্টবল।

ম। তাকে বস্‌তে ব'লে এসেছিস্? তা' ব'সেই বা করবে কি—খেতে দেবো কি। আমদী বৈষ্ণবী কাল চারটি চাল দিয়ে গিয়েছিল, তাই আমি আজ দুপুরে রেঁধেছিলাম—খেতে পারিনি—আমার আর খাবার যো নাই—রুচি নাই—জীর্ণও করিতে পারি না—খেলেই বমি হ'য়ে উঠে পড়ে। ঘরে কিছু নাই।

নী। হ্যাঁ,তাকে আবার ব'স্‌তে ব'ল্‌বো—যেখানে ইচ্ছে চ'লে যাক্।

মাতা সেই কথার কোনই উত্তর করিলেন না—চক্ষু মুদিত করিলেন। মুদিত বিষণ্ন চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া উপাধানে পড়িয়া তাঁহার প্রাণের জ্বালা—হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া দিল।

নী-মা। কোন অসুদ বিসুদ খাও নাই?

মাতা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "নেত্য-ঠাকুরঝি ক'দিন শিউলিপাতার রস দিয়ে গিয়েছিল; তাই খেয়েছি।"

নী। পেটে কি পীলে বেড়েছে?

মা। পীলে যকৃৎ এক হ'য়ে গিয়েছে। কাসি খুব আছে। যাক্ সে জন্য আর ভাবনা নেই—তুই অভাগী—তোর জন্যে যা ভাবনা। ভেবেছিলাম, তোর দায়ে নিষ্কৃতি হ'য়েছি—এখন এ পথ আমার পক্ষে মঙ্গলজনক, কিন্তু তা'ত হ'ল না!

নী। কাঁপ কতক্ষণ থাকে?

মা। কমে এসেছে; আমাকে ধর্—উঠে বসি।

নীরদা মাতার গায়ের লেপখানা টানিয়া সরাইয়া দিতে যাইতেছিল, মাতা নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"লেপ ফেলিবার সময় এখনও হয় নাই। তুলে দে, লেপ জড়িয়ে-মড়িয়ে দেয়াল হেলান দিয়ে ব'সে তোর মুখখানা দেখি—দু'টো কথা শুনি।"

নীরদা তাহাই করিল। এবং মাতার পার্শ্বে বসিয়া, শশী-দারোগার বাসায় গমনের দিন হইতে আর অদ্যকার দিনের ঘটনাগুলি সংক্ষেপে প্রায় সমস্তই বলিল। মাতা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতান্তকরণে বলিলেন,—"পোড়া কপাল ভাতের। দীনবন্ধু দুঃখিনীর দিন দিয়াছিলেন,—আমরাই অযত্নে হারাইয়াছি। এখন উপায় কি।"

ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে দিক সমুদয় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। মাতা গায়ে লেপ ফেলিয়া একখানা চাদর গায়ে দিলেন, এবং কন্যাকে বলিলেন,—"সমস্ত দিন তোর খাওয়া হয়নি?"

নী। স্নানই হয়নি—কাপড়ও ছাড়িনি—খাব কি!

মা। দোসরা কাপড়ও বুঝি নাই?

নী। কিছু না—সেখানে গিয়ে কি আবাগের বেটা একখানা কাপড় আমাকে কিনে দিয়েছিল! তার পরণের দু'খানা ছেঁড়া ধুতি,—তাই প'র্‌তে দিয়েছিল।

মা। এখানে যা' একখানা ছিল, তা' আমি প'রে ছিঁড়ে ফেলেছি। যা ঘরে যা,—একখানা ছোট কাপড় আছে, পর্‌গে। বোধ হয় হাঁড়ীতে কুন্‌কে-খানেক চা'ল আছে, আর দু'টো আলু আছে—ফুটিয়ে নিয়ে খেগে।

এই সময় আমোদী বৈষ্ণবী তথায় আগমন করিল। সে আসিয়া নীরদাকে দেখিয়া, সমস্ত পরিচয় লইল। তার পরে আঁচল হইতে কতকগুলি চাউল ও কিছু তরকারী খুলিয়া দিয়া বলিল,—"বুড়ীর জন্যে এগুলো এনেছিলাম; ভাত রেঁধে খাও। যা' হবার তা' হ'য়ে গিয়েছে,—এখন যাতে যা' হয়—দেখা যাবে। বুড়ীকে নিয়ে বড় ভাবনা হ'য়েছিল—আমি দু'টো চালের যোগাড় ক'রে নিতে পার্‌লেও রেঁধে

ত দিতে পারিনে। বিধবা মানুষ আমার ছোঁয়া জলটুকুও খাবেন না। বাড়ী এলে, বুড়ীর সেবা ত কর।"

নীরদা আমোদীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইল। আমোদী মনে মনে বলিল,—"অভাগিনী, অবস্থায় প'ড়ে যেটুকু নরম হ'য়েছ, যদি সময়ে হ'তে আজ এমন পথের ভিখারিণী হ'তে হ'ত না। তুমি যে রাজার বোন্; তোমার মা যে রাজ-মাতা! তেমন বউ—তোমাদের কেনা দাসী ছিল; পা দিয়ে দলিয়ে মেবেছ। সাজান সংসার হাতে ক'রে পুড়িয়ে ছারখারে দিয়েছ!"

নীরদার মাতা অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না। তিনি শুইয়া পড়িলেন। নীরদা রাঁধিতে গেল,—যতক্ষণ নীরদার রন্ধন ও ভোজন সমাপ্ত না হইয়াছিল, ততক্ষণ আমোদী সেখানে ছিল। তার পরে সে বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

— ফল —

তার পরে পনর দিন কাটিয়া গেল,—নীরদার মাতার ব্যাধি ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে যাইতে লাগিল। এ কয়দিন আমোদী বৈষ্ণবীই তাহার ভিক্ষার চাউলের অংশ দিয়া, নীরদার একবেলার ক্ষুধার অন্ন যোগাইতেছিল। কিন্তু তাহাতে কি আর বারমাস চলে।

সেদিন দিবা দ্বিপ্রহরের পরে যখন শীতের অপ্রসন্ন রৌদ্র দিকে

দিকে ছাইয়া বসিয়াছিল, সেই সময় পীড়িত-করুণার্ত্ত শীর্ণ মাতার মলিন ছিন্ন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নীরদা চিন্তা করিতেছিল, আর আমোদী নিজের আঁচল হইতে পান খুলিয়া লইয়া গালে দিয়া চিবাইতেছিল।

কথায় কথায় আমোদী বলিল, "শোন মা! অত ভাবলে আর কি হবে? নীরদা এখন মুখুয্যে-বাড়ীই কাজ করুক্।"

মাতার ক্লিষ্ট অধরে মরণ-কুঞ্চন দেখা দিল। নিরাশা-বিদীর্ণ ক্ষীণ-স্বরে বলিলেন,—"তাই।"

আ। সবে সাতজন লোকের দু'বেলা দুটী ভাত রাঁধা মাত্র; খেতে প'র্‌তে দেবে, আর তিন টাকা ক'রে মাসে দেবে, তা' পাড়াগাঁয়ে এই-ই ঢের।

নী-মা। শোন্ আমোদী; আমি বাঁচবো না—দিন আমার আর বড় বেশী নাই। ঐ হতভাগীর আমাব বল্‌তে জগতে আর কেউ নাই;—আর জন্মে তুই আমার কে ছিলি,—এই দুঃখের সময়—এই মরণকালে তুই-ই সান্ত্বনার জল দিলি—তুই-ই এই অসময়ে বন্ধুরূপে—আশ্রয়রূপে উপকার কর্‌লি। শ্রীভগবান্ তোর মঙ্গল ক'র্‌বেন। আমার যাবার সময় হ'য়েছে—আব দশ দিন যে হতভাগীব হ'য়ে পালন ক'রবো, তারও অবসর পেলাম না। আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনহীন আশ্রয়-অন্ন-বস্ত্রহীন—এমন কি, একটি মুখের কথা শুধাইবার লোক-বিহীন-অবস্থায় ফেলিয়া চলিলাম,—আমোদী! দিনান্তে একটি মুখের কথা শুধাস্—কি ক'র্‌চে না ক'র্‌চে, দেখিস্। বড় রাগী—বড় অভিমানী—বড় আদুরে ছিল!

বৃদ্ধার কোটরস্থ চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া মাংসহীন গণ্ডাস্থির উপর পড়িল। নীরদা কাঁদিল—আমোদীরও চক্ষু জলভারাকীর্ণ—সে ধরা-

গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"যা সাধ্য ক'র্‌ব কিন্তু তুমি সার্‌বে বৈকি; রোগ কি সারে না!"

বৃ। সারে;—আমি সারিব না। আমার পিঠের দাঁড়া বাঁকা হ'য়ে প'ড়েছে,—মাজার শীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়াছে। পেটের আগুন নিবে গিয়েছে। মনে হয়, দুই এক দিনের মধ্যেই আমি চলে যাব।

কেহ সে কথাব আব কোন উত্তর করিল না। কেবল নীরদার প্রাণের বেদনা-তপ্ত নিবাশায় ব্যথিত বিদীর্ণ একটা নিঃশ্বাস ধরণী-বক্ষে পড়িয়া মিশিয়া গেল।

আরও একটু রৌদ্র পড়িলে, আমোদী নীবদাকে সঙ্গে লইয়া মিত্রদের বাড়ী গমন করিল। মিত্র-গিন্নি তখন রকেব উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া দাসেদেব মেজগিন্নিব সঙ্গে তাঁহাব বহুকালের মৃতপতির অর্থোপার্জ্জনের প্রতুল ক্ষমতার কথা অতিবঞ্জনে বর্ণনা করিতেছিলেন,—আর পার্শ্বোপবিষ্টা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা তাম্বুলচর্ব্বণনিরতা কৃত্তিবাসী রামায়ণহস্তা, পুত্রবধুব দিকে এক একবার দৃষ্টির সগর্ব্ব কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

আমোদী সেখানে নীরদাকে উপস্থিত করিয়া দিয়া বলিল,—"এই এনেছি; যা' যা' কথা থাকে, বল মা। ঐ থাক্‌বে।"

বধু ঘোমটার মধ্য হইতে নীরদার দিকে চাহিল। কর্ত্রী বলিলেন,—"আয় মা! তা থাক্‌বে বৈ কি। আমার সংসারের কাজই বা কি। ঝি আছে—দুটো রান্না বৈ ত' নয়। মাসে তিনটে টাকা—আর খাওয়া-পরা; কম কথা নাকি!"

দাসেদের মেজগিন্নি সমবেদনার শীতলকণ্ঠে কহিল,—"আহা, মানুষের কখন যে কি ঘটে, কিছুই বলা যায় না। ওর দাদা যে রকম

চাক্‌রে হয়ে'ছিল, গ্রামশুদ্ধ সকলেই মনে ক'রেছিল—গ্রামের মধ্যে ওরাই সকলের প্রধান হবে। আর আজ কি না, ও না খেতে পেয়ে রাঁধুনী হতে এল।"

মু-গি। তা' আর ভেবে কি হবে। এখন নীরদা আমার বৌয়ের মন যুগিয়ে চলুক্—কোথা দিয়ে দিন কেটে যাবে, ঠিকও পাবে না। এইখানেই জন্ম কাটাতে পার্‌বে।

নীরদার প্রাণের মধ্যে দপ করিয়া উঠিল। সেই এক কথা—সেই বৌয়ের মন-যোগান! তাহার মনে হইল, ভগবান্ বুঝি লোকের মুখ দিয়ে ঐ কথা বার ক'রে তাকে মনে করে দেন যে,—নিজের ভাই বৌকে অবহেলায়—বড় অযত্নে—জ্বালা দিয়ে হারিয়েছিস্—তাই এখন দেশের লোকের বৌয়ের যত্ন ক'বে পোড়া পেটের দুটো ভাত যোগাড় কর্‌তে হবে।—এতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

নীরদা সেইদিন হইতেই নিযুক্ত হইল। সে রাত্রে সেই-ই রন্ধন করিল। গিন্নি ব্যবস্থা করিয়া বলিয়া দিলেন,—'ছেলে আর বৌয়ের ভাত ছেলের ঘরে রোজ রোজ রাখিয়া আসিয়া, অপর সকলকে রান্নাঘর হইতে খাওয়াইয়া দিবে। তারপরে, আমার জলযোগের দ্রব্যাদি আমার ঘরে রাখিয়া দিয়া, তুমি জলখাবার যা খাও, খাইয়া সুবিধা হয় বাড়ী যাইবে—না হয়, এইখানে—ইচ্ছা করিলে, আমার ঘরে পৃথক বিছানায় শুইয়া থাকিবে।'

নীরদা কার্য্যভার গ্রহণ করিল! কেবল বলিল,—"যে কয়দিন মায়ের অসুখ আছে, সে কয়দিন সে বাড়ী যাইবে—রাত্রে যাইবার সময় একজনকে একটু সঙ্গে যাইতে হইবে।" গিন্নি সে কথায় স্বীকৃত হইলেন।

সে বাড়ীতে নীরদা পনর দিন কাজ করিল। ষোল দিনের দিন নীরদার মাতা সকল জ্বালা কাটাইয়া, হতভাগিনী নীরদাকে একেলা ফেলিয়া, জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। নীরদার হাহাকারে বনের পশু পক্ষীও কাঁদিল,—কিন্তু গ্রামের কেহ আসিল না, যাহাদের বাড়ী কাজ করিতেছিল, তাহারা একটী মুখের কথাও শুধাইল না। কেবল আমোদী বৈষ্ণবী সাথের সাথী হইয়া—শোকে সান্ত্বনা—আর হবিষ্যের সংস্থান করিয়া দিয়া, দিনত্রয় অতিবাহিত করিল।

মেয়ের অশৌচ তিনদিনে অন্ত হইল। আমোদী মিত্রদের বাড়ী হইতে জিদ্ করিয়া তাহার পনের দিনের প্রাপ্য বেতন দেড় টাকা চাহিয়া আনিয়া এবং নিজের গাঁট হইতে আট আনা ধার দিয়া কোন রকমে চতুর্থীর কাজ সমাধা করাইল। পাঁচদিনের দিন নীরদা আবার মিত্র-বাড়ী গিয়া আপনার কর্ম্মভার গ্রহণ করিল।

এবার তাহার উপরে অতিরিক্ত আর একটী ভার অর্পিত হইল। গিন্নির ছেলে সতীশ, বিষ্ণুপুরে পাটোয়ারি গোমস্তার কাজ করিবেন,—সম্প্রতি তিনি এক কাওরাবনিতার রূপে আকৃষ্ট হইয়া, তাহার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন,—বিষ্ণুপুর এক ক্রোশ দূরে—আগে সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিতেন, এই ঘটনায় এখন বাড়ী আসিতে রাত্রি বারটা বাজিয়া যায়। বাড়ীর কেহ তখনও সে সন্ধান জানিত না। সতীশ বাড়ীতে ব্যক্ত করিলেন, "আপাততঃ তাঁহাকে চাকুরির নিকাশী কাগজ প্রস্তুত করিতে হইতেছে—কাজেই কিছুদিন এইরূপই রাত্রি হইবে।'

বধু ততক্ষণ একেলা থাকিতে পারে না; গিন্নি ব্যবস্থা করিলেন, যতক্ষণ ছেলে ঘরে না ফিরিবে, ততক্ষণ নীরদা বধূর ঘরে থাকিবে।

ছেলে আসিলে, তখন উহাদিগকে আহারাদি করাইয়া নীরদা ছুটি পাইবে।

নীরদা আপত্তি করিল। সে বলিল,—"রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত আমি, জাগিয়া থাকিতে পারিব না। আর আমি ঘুমিয়ে প'ড়লে যে উঠে দেওয়া-থোওয়া করা, তাও পারিব না। অতএব, বৌ যেন দেন।"

গিন্নি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। রাগিয়া বলিলেন,—"যদি ছেলে-বৌর সুবিধাই না হয়, তবে আমার রাঁধুনি রাখা কেন? কাঁচা বৌ,—এত রাত্রে উঠিয়া পারে না,—আর তুমিও যদি না পার বাছা তবে তোমার পথ তুমি দেখ,—আমার পথ আমি দেখি।"

নীরদা জবাব দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল,—হঠাৎ তাহার মনে হইল, এখন জবাব দিয়া গেলে তাহার আশ্রয় কোথায়?

কাজেই ঐ কথাতেই স্বীকৃত হইয়া থাকিতে হইল। কিন্তু দশদিনও সে, সে কার্য্য করিতে পারিল না। যদিও সে মন বাঁধিয়াছিল,—মনকে বুঝাইয়া লইয়াছিল—কেন, পাপ করিয়াছিস্—ফল ভোগ করিবি না কেন? দাদার বৌর আদরের কথা—স্নেহের সোহাগ ভাল লাগে নাই, এখন পরের বৌর কঠোর সেবা ক'র্‌তে পার্‌বি না কেন? সে রাত্রি জাগিয়া কাঁদিত—আর সতীশের আগমন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু তাহাতেও অন্তরায় ঘটিল,—পতিত-হৃদয়—পাপচরিত্র সতীশ বাড়ী আসিয়া তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিত, তাহা সে সহ্য করিল না। গৃহিণীর নিকট বলিয়া যখন তাহার প্রতিকার মিলিল না, তখন অগত্যা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নীরদার কোথাও স্থান হয় না। স্রোতে-ভাসা-কুটার মত সে সংসার স্রোতে ভাসিয়া চলিল। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, সে স্থান হইতে

আবার অপর স্থানে—কিন্তু সর্ব্বত্রই এক নিয়ম; কত তোষামোদ করিয়া দেখে—কত কাকুতি মিনতি করিয়া ফিরে—কত বিনয়-করুণার অশ্রুপাতে ন্যায়ের বিচার চাহে—তথাপি সর্ব্বত্র অনিয়মের অবিচার। রাঁধুনীর দিকে হইয়া কে কথা কহিতে যায়; বাড়ীর লোক দূরের কথা সে পল্লীর প্রতিবাসীগণ পর্য্যন্ত ন্যায্য কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হয়। নীরদারও যে দোষ ছিল না, তাহা নহে। সে সকল সাম্‌লাইয়া চলিতে পারিত না। 'পোড়ে পোড়ে' যদিও খাদ ঝরিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি ধাতুগত দোষ একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। যে বাড়ীতে কাজ করিত, সে বাড়ীর বৌ-ঝির বেচা'ল দেখিলে—দেখিতে দেখিতে হয় ত একদিন একটা কথা বলিয়া ফেলিয়া গালি খাইয়া মরিত। অন্যায় করিয়া যদি তাহাকে কেহ কিছু বলিত, কেহ রহস্য করিয়া কোন কথা শুনাইত, সে তাহা সহ্য করিতে পারিত না, দাবানল-দহ্যমান সে হৃদয়-কানন-ভূমিতে কুসুম-কোমল সুরভি-গন্ধ আর স্থান পাইত না; কোন দিন বিরস-মুখে সহ্য করিয়া যাইত; ক্বচিৎ কোন দিন বা উত্তর করিয়া ঝগড়া বাধাইয়া ফেলিত, এবং যখন পাঁচজনে, রাঁধুনীর এত দর্প বলিয়া তাহাকে ধিক্কার দিত, তখন সে কাঁদিয়া চক্ষুর জলে মাটী ভিজাইত।

নিতান্ত তোষামোদ করিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, প্রাণান্ত সেবা করিয়া, যখন তিরস্কার ব্যতীত পুরস্কার পাইত না, তখন নিভৃতে পড়িয়া আপন কর্ম্মের অনুশোচনা করিত, আর ভ্রাতৃবধূকে স্মরণ করিয়া ডাকিয়া বলিত, "বউ-দিদি! শত অপরাধে যে মার্জ্জনা ক'রেছ—আর একটিবার মার্জ্জনা ক'রে ফিরে এস! আমি আর ঝগড়া করিব না। স্বর্গে ব'সে দেখতে তো পাচ্চো—কত লোকের বউ-ঝির পদ-সেবা ক'র্‌চি?' তখন,

তোমার আদর সহ্য করিনি। এখন শিখেছি, ফিরে এস। তুমি এলে দাদা আসবে—দাদা এলে মা আসবে। অভাগিনীর দিকে একটিবার ফিরে চাও! ছোট বোন বলে তখন কত অপরাধ ক্ষমা ক'রেছ—আর একটিবার ক্ষমা কর! তুমি ফিরে এস।"

তাহার কথা কেহ শুনিত না। কোন দিন কর্কশকণ্ঠে বায়স মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া চলিয়া যাইত, কোন দিন বা নিশাব পেচক পল্লীর জঙ্গল হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া মরণ-দেশের অমঙ্গল-বারতা ঘোষণা করিত। কোন দিন বা দুপুরের উদাস-সমীর উত্তপ্ত-বক্ষে হা হা করিতে করিতে ছুটিয়া বঁহিয়া চলিয়া যাইত।

## অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

— পালা শেষ —

ঐ সকল ঘটনার কুড়ি বৎসর পরে ত্রিবেণীর যমুনা-সঙ্গমে কি একটা যোগ উপলক্ষে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। অনেক সন্ন্যাসী-মহান্ত, অনেক যোগী-ঋষি, অনেক ভোগীবিলাসী সমবেত হইয়াছিলেন। রাত্রি দশটার পরে যোগ এবং স্নান। সন্ধ্যা হইতেই লোকে লোকারণ্য—কেবল কালোমাথায় ঠেশাঠেশি মিশামিশি। কেহ চলিয়া যাইতেছে, কেহ বসিয়া গান করিতেছে, বৃক্ষমূল ঠেসান দিয়া কেহ বা পথশ্রান্তি দূর

করিবার চেষ্টা করিতেছে, কেহ ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজার ও জনতা দর্শন করিতেছে, কেহ জিনিষ বেচিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে, কেহ পকেট মারিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে,কেহ দরিদ্র খুঁজিয়া দান করিয়া আনন্দ গ্রহণ করিতেছে। কোন কোন পণ্ডিত যোগের বিধি লইয়া সমব্যবসায়ীকে পরাস্ত করিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। তীরে তীরে আলোকমালা জ্বলিয়াছে—এবং সেই আলোকবিম্ব যমুনার নীলজলে পড়িয়া কালো প্রাণে চলিয়াছে। সেদিন শ্রাবণী পূর্ণিমা; সন্ধ্যা হইতে পূর্ণচন্দ্র গগন-প্রান্তে উঠিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু আকাশে তরল শ্বেত মেঘের রাশি তুহিন-কণার ন্যায় বারি-বর্ষণ করিয়া তাহার একাধিপত্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। শঙ্খ ঘণ্টা খোল করতাল ও ঢাক-ঢোল-সানাইয়ের বাজনায় দিগন্ত মুখরিত হইতেছে।

এই জনতার একটু দূরে—একটা ক্ষুদ্র পাহাড়-তলে এক বহুশাখ মহুয়া বৃক্ষ—তন্নিম্নে বসিয়া এক সন্ন্যাসী, যমুনার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া চিন্তা করিতেছিল। মুখে প্রসন্নচিন্তার আনন্দ-রেখা-অঙ্কিত,—দেহ সম্পুষ্ট; মস্তকে জটাজাল—পার্শ্বে সিন্দুররঞ্জিত ত্রিশূল এবং একটি পিত্তলের কমণ্ডলু।

সন্ন্যাসী চিন্তা করিতে করিতে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তার পরে অতি মৃদুস্বরে আপন মনে বলিতে লাগিল,—"এ যোগস্নানে জানি না, কি পুণ্য আছে! অতৃপ্ত হৃদয়ের মাঝে যমুনা-স্নানে মৃত্যু কি আসিতে পারে না? মৃত্যু কি নূতন হওয়া! কে বলিবে কার মৃত্যু! আমার, কি তার? কত জন্ম কত দিন স্রোতে ভাসিয়া যাইব—পাশাপাশি চলিয়া ফিরিব—তার পরে কি এমনই হাহাকার বুকে করিয়া নিরুদ্দেশ হইব?"

না না, বিরহের পর মিলন যাচিয়া আসিবে। শুধু ভ্রান্তি নয় ত? কিন্তু কার? আমার না তার?

ঐ যে, সুকেশিনী-বর্ষার স্নিগ্ধ মেঘ-বেণী যমুনার নীলবুকে নামিয়া পড়িয়াছে। এ আকুল-কুন্তল-ভার কখনও কি তার হৃদয় অমনিতর সোহাগভরে ছাইয়া দিতে পারিবে? না, শুধু করাল সর্পিণীর ন্যায় তার সেই রম্যা-বেণীর সদৃশ সৌন্দর্য্য লইয়া আমারি হৃদয় দংশন করিয়া ফিরিবে? কখনও কি আশা পূরিবে না? না, শুধু ভ্রান্তি? কিন্তু কার? —আমার না তার?

ঐ যে,সরল দ্রুমে নবপল্লবিতা লতা—শাখায় শাখায় বিজড়িত হইয়া সমীরণে দুলিয়া দুলিয়া, মধুর ভাষায় মর্ম্ম-গাথা শুনাইতেছে—আমার এ বাহু-লতা কি কখনও প্রেমের ডোরে তাহাকে বাঁধিয়া, কোনও শ্রান্তির শেষে সুখ-শয়নে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না? না,শুধু আমার ভ্রান্তি? কার? আমার, না তার? ঐ যে, সন্ধ্যার সুবর্ণ রাগে রসালের অগ্র-ভাগকে সাদরে হৈম-মণ্ডলে মণ্ডিত করিতেছে—আমার হৃদয়-বধূ কখনও কি বাঞ্ছিতকে এমনি সন্ধ্যায় বিদায়চুম্বনে অমন সুখী করিতে পারিবে না? চিরদিন অভিশপ্ত সগরবংশের ন্যায় জ্বলিয়া মরিয়া পাংশু-স্তূপে পরিণত হইয়া থাকিবে?—এ কি ভ্রান্তি? কার? আমার না তার?

পার্শ্বের বনরাজি নড়িয়া উঠিল! আর এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী তথা হইতে বাহির হইয়া, হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"যুবক! মৃত্যু ভ্রান্তি নয়! মৃত্যু ভ্রান্তি হইলে ভগবানও ভ্রান্তির মধ্যে চলিয়া যান। মৃত্যু সত্য—ভগবান সত্য। ধ্বংসই সত্যের পরিচয় দেয়। ধ্বংসই সত্যকে ডাকিয়া আনিয়া নূতন জীবনের গঠন করে! ধ্বংসই দুই'য়ে এক করিয়া বাঁধিয়া পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়।"

যুবক সন্ন্যাসী চাহিয়া দেখিলেন। প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আপনি কে, জানি না—চিনি না; পরিচয় দিতে বাধা আছে কি?"

নবাগত সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যমুনার যোগ-স্নানে আসিয়াছি, সন্ন্যাসীর আবার পরিচয় কি বাপু?"

ন-স। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়?

স। পিতৃ বা দেবলোকে। কেহ তদূর্দ্ধ লোকেও যান।

ন-স। সে সকল লোক কোথায়?

স। সূক্ষ্মের পর সূক্ষ্মতত্ত্বে।

ন-স। সেই এক কাহিনা-কথা; সেই এক প্রহেলিকা-বাণী।

স। একটা গাঢ় রঙের রেখা টানিয়াছ?

ন-স। হাঁ, কত টানিয়াছি।

স। গাঢ় রঙ মুছিয়া ফেলিলে, দাগ থাকে?

ন-স। থাকে।

স। আবার মুছিলে?

ন-স। আরও সূক্ষ্ম দাগ থাকে।

স। আবার মুছিলে?

ন-স। আর ও সূক্ষ্ম দাগ থাকে।

স। পার্থিব জীব, পার্থিব পদার্থ, প্রথম রেখায় গাঢ় বর্ণের মত—পৃথিবীটাও প্রথম বর্ণের মত গাঢ়। তার পরের সূক্ষ্ম রঙ দ্বিতীয় লোক—জীব সকল ছাপের মত সূক্ষ্ম—এইরূপ স্তরের পর স্তর।

ন-স। তবে কি সত্যই আছে?

স। ফুল মরে, গন্ধ মরে না। দেহ মরে, মানুষ মরে না।

ন-স। তবে কি তার ভ্রান্তি নয়? আমারি ভ্রান্তি! তবে কবির

ভ্রান্তি নয়, বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি? তবে কি তার প্রেমের মিলন সত্য?

এই সময় যমুনার তীরে সহস্র কণ্ঠে হরিধ্বনি উঠিল। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর খোল করতাল ঢাক ঢোল সানায়ের বাদ্য কোলাহলে স্বর্গে মর্ত্ত্যে একাকার করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "চন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে, যোগ হইয়াছে। যমুনা স্নানে যাবে না?

নবীন সন্ন্যাসী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কে জানে, আমার যোগ কালের আর কত দিন বাকি!" তার পরে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু তুলিয়া হাতে লইয়া যমুনাভিমুখে গমন করিলেন।

তখন যমুনায় যোগ স্নানের বড় জনতা—কেহ কাহারও সংবাদ লইতেছে না, কেহ কাহারও অপেক্ষা করিতেছে না, কেহ কাহারও কথা কানে করিতেছে না,--সকলেই যেন স্নান করিতে পারিলে কৃতার্থ হয়, এবং জীবনের এক মহত্তব কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ফেলিতে পারে।

নবীন সন্ন্যাসী যমুনার দিকে আসিয়া যেদিকে অত্যন্ত ভিড দেখিল, সে দিক পরিত্যাগ করিয়া একটু সরিয়া গেল, সে দিকেও লোক কম নহে, তবে অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

সন্ন্যাসী জলে নামিতেছিল, একদল ভিক্ষাপ্রার্থী বৈষ্ণব স্নান-পুণ্যার্থী যাত্রীর নিকটে পয়সা ভিক্ষা আদায় করিবার জন্য খোল করতাল বাজাইয়া মৃদু গমনে তীরভূমিতে গাহিতে গাহিতে চলিল,—

পরশহি গদগদ নহি বোল।
তনু তনু পুলকিত আনন্দ-হিল্লোল।

কো কুরু অনুভব দুহুঁক বিলাস।
একু মুখে সীতকার একু মুখে হাস॥
নিমীলিত নয়ন অঙ্গ থির,—
মণিতরলিত মণিকুঞ্জ মঞ্জীর।
নাগরী দেয়ল ঘনরস দান।
রাধামোহন পহু অমিয় সিনান॥

সন্ন্যাসী সে গান স্থিরকর্ণে শুনিল, তাহার মনে হইল, এ মিলন—এ সিনান কি মানুষের ভাগ্যে ঘটে না! সহসা তাহার দৃষ্টি জলের দিকে গেল। কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত!

কত দিন পরে বড় সুসাজে সজ্জিতা নিভা, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে!

নিভা যমুনার নীল জলে—তাহার কোমর পর্য্যন্ত জল। সেই মূর্ত্তি—যে বয়সে সে মরিয়াছিল, সেই বয়সের মূর্ত্তি! নিভা হাত ছানি করিয়া ডাকিল,—"এস"।

সন্ন্যাসী নলিনলোচন। নলিনলোচন অগ্রসর হইল,—নিভা আরও চলিল—আরও ডাকিল। তীরের লোক কেহ দেখিল না,—কেহ লক্ষ্য করিল না; কেবল সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর যোগচক্ষু এড়াইল না। তিনি তীরে দাঁড়াইয়াছিলেন, হাঁকিয়া বলিলেন,—"কোথায় যাও; আত্মিকের আহ্বান—মরণদেশে লইয়া যাইবে"।

নলিনলোচন সে কথায় উত্তর করিল না। সে সেই মূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নিভার মূর্ত্তি হাতছানি করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ক্রমেই অধিক জলে চলিল—নলিনীলোচনও চলিল—ক্রমে উভয়ে ডুবিল! আর উঠিল না!

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জল-পুলিস নৌকা লইয়া ঘুরিতেছিল, একটা মানুষ ডুবিল, আর ভাসিল না দেখিয়া, নৌকা লইয়া ছুটিল, এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই নলিনলোচনের প্রাণহীন দেহ টানিয়া তীরে আনিয়া ফেলিল।

আর কেহ শুনিল না আর কেহ দেখিল না ;—কেবল বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তীরে দাঁড়াইয়া তাঁহার যোগ-চক্ষুর সূক্ষ্ম নয়নে দেখিলেন, বর্ষাব তুহিনকণা সদৃশ জলমাখা আবিল-জ্যোৎস্নার মধ্যে যমুনার নীল জলেব উপর পাশাপাশি বড় সোহাগে—বড় আদবে—বড় আবেশে অবশে মিশামিশি তুইটী আত্মিক ! কি মধুব মিলন ! যোগ্যকর্ণে শুনিলেন ;—মধুর কণ্ঠে গীত হইতে—

আজি মধুব মিলন-গাঁথা—
শান্তনের নিশি, জ্যোছনার রাশি
বরষা বারিতে করি মিশা-মিশি
ভাসিয়া চ'লেছে সেথা,
যেথা, বিরহ-মিলনে নাহিক বিঘ্ন-বাধা
যেথা, মিশিয়া গিয়াছে, গঙ্গা যমুনা···আধা
যেথা, মিলনের গীতি মঙ্গল গানে বাঁধা ;—
আমরা এসেছি তথা।
হোথা অনুরাগ, হেথায় মিলন,
হোথা দরশন, হেথা পরশন,
হোথা ঘুম-ঘোর, হেথা জাগরণ,
হোথায় মরিলে পীরিতি মিলিয়ে হেথা।

**মধুর মিলন**

**All right reserved by Publishers.**

# কমলিনীর দৌলতে সুখের আর সীমা নাই

## যে কোন পুস্তকালয়ে যাইয়া,

'কমলিনী-সিরিজ' দেখিলেই আনন্দে করতালি দিতে ইচ্ছা হইবে ;—

"আহা, কেমন সুন্দর! কত সস্তা! বলিহারী বাহাদুরী!

লক্ষ কণ্ঠে নিত্য ধ্বনিত হইতেছে

"এত সস্তায় ইহারা দেয় কেমন করিয়া!"

**আপনাদের অনুমান, সত্য মহাশয়।**

উপস্থিত আমাদের এ পথ কণ্টকাকীর্ণ—গতি তরঙ্গ-সঙ্কুল—
কিন্তু লক্ষ্যস্থান আমাদের—সুন্দর প্রেম-নিকেতন।

পঞ্চম বর্ষের প্রথম উপন্যাস (তৃতীয় সংস্করণ)—

৪৯। পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত—**স্বামীর ঘর**... ১৲

পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় উপন্যাস,

৫০। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত— **মানিনী** ... ১৲

পঞ্চম বর্ষের তৃতীয় উপন্যাস, (তৃতীয় সংস্করণ)

৫১। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত— **বিয়েবাড়ী** ... ১৲

পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ উপন্যাস,

৫২। শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ প্রণীত—(২য় সং) **বন্ধুর বৌ** ১৲

পঞ্চম বর্ষের পঞ্চম উপন্যাস,

৫৩। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত— **গাঁটছড়া** ... ১৲

পঞ্চম বর্ষের ষষ্ঠ উপন্যাস,

৫৪। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্-এ প্রণীত—
**চাঁদের আলো** ... ১৲

পঞ্চম বর্ষের সপ্তম উপন্যাস,

৫৪। শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—**রাজরাণী** (২য় সং) ১৲

পঞ্চম বর্ষের অষ্টম উপন্যাস,

৫৬। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত—**আরতি** (২য় সং) ১৲

পঞ্চম বর্ষের নবম উপন্যাস,

৫৭। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত—**গিনির মালা** ... ১৲

ছাড়িলাম সম্মোহন বাণ—

মোহিত হইয়া যান, মোহিত হইয়া যান ।

# কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতে বাংলা উপন্যাস এত সস্তায় এত সুন্দর

আর কোথাও নাই।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৲ টাকা সংস্করণ

উপন্যাস-সিরিজ

পড়েন নাই, এমন উপন্যাস-পাঠক-পাঠিকা

বাংলায় কোথাও নাই ।

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক উপন্যাসের মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকে ১।০ পাঁচসিকা।

১। বর-বিনিময়—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (৯মসং) ১৲ মাঃ।০
২। বাসন্তী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম-এ (২য় সং) ১৲ „
৩। চোরাবালি—শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বি-এ ১৲ „
৪। মহিমাদেবী—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া (২য় সং) ১৲ „
৫। দরদী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল (২য় সং) ১৲ „
৬। শেষরক্ষা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২য় সং) ১৲ „
৭। দীপালি—শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ ... ১৲ „
৮। বিচিত্রা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী... ... ১৲ „
৯। রাঙাবর—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু ... ... ১৲ „
১০। গোধূলি—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ ... ... ১৲ „
১১। সুদের সুদ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১৲ „
১২। জন্মএয়োস্ত্রী—শ্রীশরৎচন্দ্র পাল ... (২য় সং) ১৲ „
১৩। উচ্ছৃঙ্খল—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ... ১৲ „
১৪। প্রতিষ্ঠা—শ্রীমতী সরসীবালা বসু ... ১৲ „
১৫। ঘৃণাহতা—শ্রীমতী শৈলবালা-ঘোষজায়া ... ১৲ „
১৬। কালো মেয়ে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১৲ „

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৭। | চরকার উৎসব—শ্রীমতী সরসীবালা বসু | ১৲ | মাঃ।০ |
| ১৮। | মণিবেগম—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী ... | ১৲ | ” |
| ১৯। | রাজপুতের মেয়ে—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | ” |
| ২০। | লক্ষ্মীর কৌটা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২য় সং) | ১৲ | ” |
| ২১। | স্বপ্নবাণী—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ... | ১৲ | ” |
| ২২। | পরাজিতা—স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী (২য় সং) ... | ১৲ | ” |
| ২৩। | কলা-বৌ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২য় সং) ... | ১৲ | ” |
| ২৪। | রাঠৌর-শিবাজী—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | ” |
| ২৫। | মণির বর—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (৪র্থ সং) | ১৲ | ” |
| ২৬। | মোটর-ডাকাতি—শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ ... | ১৲ | ” |
| ২৭। | সতী সাবিত্রী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... | ১৲ | ” |
| ২৮। | সোনার খনি—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ... | ১৲ | ” |
| ২৯। | সোনার কাঠি শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়(২য়সং) | ১৲ | |
| ৩০। | সই—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া ... | ১৲ | ” |
| ৩১। | সোনার খনি—(২য় খণ্ড) শ্রীমতী অনুরূপা দেবী | ১৲ | ” |
| ৩২। | জগদ্ধাত্রী—শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় | ১৲ | ” |
| ৩৭। | প্রিয়া—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (বসুমতী সং) (৩য় সং) | ১৲ | ” |
| ৩৮। | অনুরাগ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য(২য়সং) | ১৲ | ” |
| ৩৯। | পল্লীবধূ—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় (রহস্য-লহরী সং) | ১৲ | ” |
| ৪০। | বাঙ্গালীর মেয়ে—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | ” |
| ৪১। | সোনার পদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য(২য়সং) | ১৲ | ” |
| ৪২। | রূপের মোহ—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় (২য়সং) | ১৲ | ” |
| ৪৩। | যুগল মিলন—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... | ১৲ | ” |
| ৪৪। | সতীর মূল্য—শ্রীমনোমোহন রায় (রিজিয়া প্রণেতা) | ১৲ | ” |
| ৪৫। | দেবতার দান—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় | ১৲ | ” |
| ৪৬। | শ্রীমতী—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (২য় সং) ... | ১৲ | ” |
| ৪৭। | প্রেমিকা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২য় সং) ... | ১৲ | ” |
| ৪৮। | প্রেয়সী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (২য় সং)... | ১৲ | ” |

৪৯, ৫০, ৫১ ৫২ ও অন্যান্য সংখ্যার বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেখুন।

মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই এজেন্ট প্রয়োজন। পত্র লিখিয়া বিবরণ জানুন।

স্বাগতম্ ! স্বাগতম্ ! আজ সুপ্রভাত।

এবারে কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম পূজারী—

মানসী-সম্পাদক

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

—ইহাকেই বলে—

# বৈদ্যুতিক আকর্ষণ !

কেমন, একটু চমক লাগে না কি ?

স্নেহের খাতিরে আত্মবিস্মৃত হইয়া সুখ্যাতি করিবেন না,

মনে প্রাণে অনুভব করিয়া—সত্য বলুন !

—আজ—

প্রভাতের অরুণালোক-রশ্মি সম্পাতের সঙ্গে কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের বাণী-পূজায় আরতির যে বাজনা

বাজিয়া উঠিবে, তাহাতেই 'কমলিনীর'

সারাটি ষষ্ঠ বর্ষের

সুফল নিরূপিত হইবে না কি ?'

কতটা উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল-নেত্রে আপনাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছি ;—আশীর্ব্বাদ করুন,

বলুন 'তথাস্তু'—তা হইলেই

আমাদের সুলভ সৎ-সাহিত্য-প্রচার সাধনার সিদ্ধি হইবে—

মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

বিগত পূজায়

# কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরে

সৎসাহিত্য-মন্ত্রপুরোহিত—সাহিত্যিক-ভীষ্ম

## শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

# আরতি

শারদীয় পুণ্য-প্রভাতে—মহাপূজার শুভ-সন্ধিক্ষণে—
শঙ্খঘণ্টারোলে দিকদিগন্ত ঝঙ্কৃত করিয়াছে।
'আরতি' উপন্যাস, মূল্য ১৲ একটাকা, ডাকে ১।০।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির
১১৪নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# চাঁদেও কলঙ্ক আছে

কিন্তু অকলঙ্ক কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের চারু ব্যবস্থায় বুঝি এতটুকু ত্রুটী কখনও পরিলক্ষিত হয় না,—স্নেহের খাতিরে একথা অনেকে বলেন বটে, কিন্তু আমরা তাহাতে লজ্জা পাই।

তবে একথা সত্য যে—

সাধ্যপক্ষে 'কমলিনী' কখনও সুলভ সৎসাহিত্য-প্রচারকল্পে প্রাণপাত পরিশ্রম বা সাহিত্যামোদিগণের মনের মত সুচারু অনুষ্ঠানে কৃপণতা করে নাই বরং এভাবে আপনাদের অনুগ্রহ পাইলে ভবিষ্যতে ;—দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে আরও নূতন নূতন নূতনত্বের আবিষ্কার করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবে। তাহার প্রমাণ, এবারের এই—

## শ্রুতিবিনোদন চারু আয়োজন !

## ইহাও 'কমলিনী'র ভাগ্যে সম্ভব হইল !!

বিদ্বন্-জনমণ্ডলীর মনের মতন—প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকবৃন্দের মধ্যে শতকরা একজন—
সাহিত্য-তুলাদণ্ডের বিরাশী ওজনের ঔপন্যাসিক
উপন্যাস-বিদ্যাসাগর—'প্রবাসী' সঃ সম্পাদক—আর্ট-সাহিত্যের চারুশিল্পী

—প্রফেসর—

## শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নূতন কায়দায় বোনা—সুরুচি-সম্পন্ন উপন্যাস

# রূপের ফাঁদ

এবারে—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরে !!!

"রূপের ফাঁদ পাতা ভুবনে,—

কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে !"

**না জানিলেও সাবধানে ত পা বাড়াইতে হইবে !**

দিশাহারা পান্থ ! যাও কোথায় ? পিছিয়ে পড়—ফেরো ফেরো !

কিন্তু হায়রে ! লক্ষভ্রষ্ট উন্মাদ-বাসনা ঐ আশা-মরীচিকার পানেই
যে দ্রুত টানিয়া লইয়া যায় ;—উপায় নাই, উপায় নাই !

ঐ রূপ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াই

এবার পতঙ্গের মত নিমিষে পুড়িয়া ছাই হইতে হইবে, কিন্তু তবুও……

—এই 'তবুও' কিন্তু—

কোনও মানা মানিল না, কোন সবুর শুনিল না.—
ক্রমেই অগ্রসর—আরও অগ্রসর—আরও আধও—দূর—দূর—
ওঃ, কতদূর ! বলিতে পারেন, ইহার পরিসমাপ্তি কোথায় ?—

## ঐ রূপের ফাঁদে !

একবার জড়াইলে কি আর উদ্ধার আছে ?—কিছুতে না, কখনও না।
কিন্তু তবু যে মানুষ বোঝে না ; ঐ ত গোল !

বিবাহের উপহারে যৌতুক দিবার জন্য
২০০০৲ দুই হাজার টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত রাশি রাশি চিত্রযুক্ত
নূতন উপন্যাস—রূপের ফাঁদ।

---

উপন্যাস-বিদ্যাসাগর—'প্রবাসী'-সঃ সম্পাদক—

# চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুরুচি সম্পন্ন—চিত্রবাহার নূতন উপন্যাস

# রূপের ফাঁদ

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের একটা অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা, সমস্ত পুস্তকালয়ে পাইবেন।

## কমলিনী সিরিজের পঞ্চম বর্ষের পাঞ্চজন্য !

### 'ক্ষত বক্ষঃস্থল, কিন্তু পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্ররেখা !'

দীর্ঘ চারি বৎসরকাল নকল নবীশ, হিংসা বাগীশদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বক্ষঃস্থল ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু পৃষ্ঠে অস্ত্রঘাত চিহ্ন নাই ; উপন্যাস-সাহিত্য-সমরে 'কমলিনী' আজিও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই !

১৲ এক টাকা সংস্করণ বলিতে একমাত্র কমলিনী-ই'
উপস্থিত বর্ত্তমান !

অনেক হইল গেল, আরও অনেক হইবে, তবে টিকিবে কতদিন ;— টিকেন্দ্রজিত ভিন্ন সে কথা বলিবার কাহারও সাধ্য নাই। এবার রণশ্রান্ত 'কমলিনীর' বিজয়োৎসব জন্য

কমলিনী সাহিত্য মন্দিরে

সারাবৎসর—অনাবিল আনন্দ-প্রবাহ

এ বৎসরের ১২ খানি উপন্যাস যেন ১২ খানি
হীরার টুক্‌রা

পঞ্চম বর্ষের প্রথম উপন্যাস উপন্যাসাচার্য্য পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

# স্বামীর ঘর

( তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল )

অতি বড় সুন্দরী, না পায় বর,
অতি বড় ঘরণী, না পায় ঘর।

প্রবাদ এইরূপ হইলেও অত বড় দরের ঘরণী 'পার্ব্বতী' কিন্তু জীবনের অবেলায় স্বামীর ঘরে সংসার পাতিল। আর লক্ষ্মী! লক্ষ্মী অতি বড় সুন্দরী হইয়া শিবের মত বর, অথবা রামের মত স্বামী পাইল, সে বিচার আপনারা করুন।

৫ খানি বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্র
ও ১ খানি দ্বিবর্ণরঞ্জিত চিত্র

তা'র উপর প্রচ্ছদপটের অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবন্ত শ্রী দেখিলে, চক্ষে আর পলক পড়িবে না। আমরি মরি ! উপন্যাসের কি রূপ রে !

মূল্য সেই ১৲ টাকা, ডাকে ১।০। নিয়মিত গ্রাহকের জন্য সডাক ১৶০

## নূতন ঐতিহাসিক নাট্যোপন্যাস 'রাজারাণী'

যাঁর কটাক্ষ-ইক্ষণে দিল্লী-সিংহাসন, প্রলয়ের ভূকম্পনে দুলিয়া উঠে,—যে

বঙ্গরমণীর বাহুবলে দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ অমিততেজা মানসিংহ

অপমানিত—পর্য্যুদস্ত—পলায়ন-তৎপর;—ইনি সেই

লুণ্ঠিত পতাকাধিকারিণী ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী শ্রীপুরের রাজরাজেন্দ্রাণী—"রাজরাণী"

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৌত্র—'রাজপুতের মেয়ে' প্রণেতা—

### শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত

অভিনব ঐতিহাসিক নাট্যোপন্যাস,

# রাজরাণী

নবপ্রণালীতে প্রস্তুত অসংখ্য রঙিণচিত্র মণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বর্গ মর্ত্ত দৈত্যপুর, ত্রিভুবন ভরপুর—মন্দ মন্দ গন্ধ বহে ধীরে,
লুণ্ঠিত পতাকা হাতে কে যায় কে যায় ঐ, যশের মুকুট শোভে শিরে?
এই বিজয় যশেন্দুহারভূষিতা রাজার ঘরণী রাজরাণীটী কে?
এমন মহীয়সী বঙ্গমহিলার বিশ্ববিমোহন অলৌকিক কার্য্যকুশলতার কাহিনী
এতদিন অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল কেন?—একথা আপনাকে
একবার ভাবিতেই হইবে।

তার উপর চিত্র:—'রাজারাণী'র রঙিণ চিত্রের জন্য

অদ্বিতীয় আলেখ্য-বিদ্যা পারদর্শী শ্রীযুক্ত নলিনকৃষ্ণ দাস

যে এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া প্রত্যেককে
বলিতে হইবে, এ ছবি নয়;—সজীব—চলন্ত বায়োস্কোপের
দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি

**এমন রেশমী বাঁধাই সচিত্র 'রাজারাণীর' মূল্য নাম মাত্র ১৲ এক টাকা, ডাকে ১।০।**

"এটা কি বলুন দেখি ?", "প্রেয়সী" !   "এই দেখুন, কিছুই নাই !"

প্রথম সংস্করণের ২০০০ 'প্রেয়সী' ভোজবাজীর মত তাক্ লাগাইয়া চক্ষু পালটীতে উড়িয়া যায়,—ইহাই 'কমলিনী'র বিশেষত্ব নয় কি ?

—প্রেয়সী—

মিষ্টিউপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা সৌরীন্দ্রমোহন বাবুর—'প্রেয়সী'

সাহিত্য-সব্যসাচী—বাংলার মোপাঁসা—'ভারতী সম্পাদক'

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত

বুকভরা আশা—মুখভরা হাসি

# প্রেয়সী

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

মকরন্দ-গন্ধ-মদির উপন্যাস-সাহিত্যোদ্যানে সৌবীন্দ্রবাবুব মানস-কুসুম

প্রেয়সী

এ প্রেয়সী—ফুল শয্যায় নব দম্পতীর প্রথম মিলন রাত্রির—প্রেয়সী !

চিরনির্জ্জন-শয্যায় তুমি নবাগতা,—এ যে নূতন সোনালী স্বপ্ন,
তবে জাগ লো রূপসী, বহিয়া যায় যে গোলাপ-জাগানো লগ্ন !
প্রিয়তমে, জাগো—জাগো !
গভীর রাত্রি, নিঝুম স্তব্ধ, কোথাও একটু নাহিক শব্দ,
এ ফুল্ল-বাসর—শুভ মুহূর্ত্ত, এ যদি বিফলে যায় গো ;—
দিবসের আলো ধাঁধিবে নয়ন ; পরিচয় নেওয়া হয় কি তখন ?
নূতন জীবন—নব দরশন—এই শুভক্ষণ ; জাগো ! প্রিয়ে জাগো !

প্রাণময়ী—প্রেমময়ী—রসময়ী—রঙ্গময়ী 'প্রেয়সী'

নগদ মূল্য ১৲ এক টাকা।  হাতে ডাকে ১।০

# বন্ধুর বৌ! বন্ধুর বৌ!!

সাহিত্য-সংসারে যত রকম 'বৌ' আছে, তাহার মধ্যে

বন্ধুর বৌটি কি সুন্দর!

ইহার চাল-চলন, গড়ন-পিটন, হাব-ভাব-কার্য্য-কলাপ

সবেরই যেন কেমন একটা নূতন বাহার।

দেখুন দেখি মুখখানি কি চমৎকার!!

নব-বিবাহিতদিগের মধ্যে যিনি যত রূপসী বধূই গৃহে

আনিয়া থাকুন না কেন, তুলনায়, এ বিয়ের বাজারে

## বন্ধুর বৌ-টি সবার উপরে টেক্কা!

এমন রূপে লক্ষ্মী, গুণে স্বরস্বতী বৌ;—ওঃ, বন্ধুর কি জোর বরাত ভাই!

এবারে 'বন্ধুর বৌ'এর সমালোচনায়—বান্ধবমহলে একটা

অনাবিল আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়াছে।

'কমলিনীর' বিজয় বৈজয়ন্তী

এ বৎসরের উপহারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

উপন্যাস-সম্রাটের প্রধান সদস্য—প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক,

## শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, বি-এ প্রণীত

# বন্ধুর-বৌ

বহু চিত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া দর্শন দিয়াছে।

আপনার 'বৌ' দেখিবার নিমন্ত্রণ রহিল,

লৌকিকতা গ্রহণে সক্ষম জানিবেন।

দর্শনী—সাক্ষাতে ১৲ এক টাকা, ডাকে ১।০ পাঁচ সিকা।

এমন সোণার চাঁদ ;—অমন ননীর দেহ ;—

খড়্গ হাতে কোথা যাও ধেয়ে ?

জাগ গো জগৎবাসী, এ সময় ঘুমাবার নয়, দেখ চেয়ে ;—

রণস্থলে বাঙ্গালীর মেয়ে।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৌত্র—স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র,

'রাজপুতের মেয়ে' প্রণেতা

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত

# বাঙ্গালীর মেয়ে

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

গুরু গুরু গর্জ্জনে ডাকিছে মেঘ—বহিছে ঝঞ্ঝা—ছুটিছে তড়িৎ লেখা।—

বাখানি সাহস বঙ্গবালা!—সমান দাঁড়ায়ে এখনো যুঝিছ, একা!

এ মেয়ে কে? এমন রামধনুলীলাতরঙ্গায়িত যৌবন—এমন শতচন্দ্র-করোজ্জ্বল-সর্ব্বজনমনমোহন বদন ;—পিধানমুক্ত তরবারি হস্তে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে জীবন্ত প্রত্যক্ষ নামিয়া আসিতেছ, কে তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী! এই একখানি নাট্যোপন্যাসেই 'প্রমথবাবুর' যশ জগদ্ব্যাপ্ত হইবে, একথা আমরা দৈববাণীর মতই শুনিতে পাইতেছি।

অর্দ্ধপৃষ্ঠে 'ওস্‌মান' ও 'তবশঙ্করীর' ত্রিরঞ্জিত চিত্রযুক্ত রেশমী বাঁধাইএর উপর রজত কামান পরিশোভিত প্রকাণ্ড নাট্যোপন্যাস ১৲ এক টাকা হাতে, ডাকে ১।০।

কাঁপাইয়া রণস্থল—কাঁপাইয়া গঙ্গাজল—
নবাবের গোলা গর্জ্জে গুড়ুম। গুড়ুম!!
আসুন নবাব সাহেব—আদাব, আদাব!
ইনি কে জানেন? **নবাব মীরজাফর খাঁ সাহেব।**
আর ঐ যে জ্ঞানালোক বর্ত্তিকাধারিণী রমণীটি, বলুন দেখি উনি কে?
উনিই নবাব মীরজাফর মহিষী :—**মণিবেগম**—
আমাদের সৎ সাহিত্য-মন্ত্র-পুরোহিত বর্ত্তমান যুগের বেদব্যাস
চতুর্ব্বেদের অনুবাদক—পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা—সাহিত্য-সাগর
অশীতিপর প্রবীন ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধেয়

**শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী**

মহাশয়ের শেষদান—

**নবাব মীরজাফর মহিষী**

# মণিবেগম

গভীর চিন্তা-ব্যথা বিজড়িত অভিশপ্ত অনুতপ্ত রোগযন্ত্রণাকাতর মুমূর্ষু নবাবের পার্শ্বোপবিষ্টা, কে তুমি করুণার অলকনন্দা; মণিবেগম নয়? মৃত্যুতৃষাতুর নবাবের মুখে আর একপাত্র সিরাজী দাও! দাও? দাও? আহা কি বিষাদ কাতর করুণ অনুতাপ! আচ্ছা, এ অনুতাপ না প্রলাপ? অকস্মাৎ নবাব চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, সিরাজ! সিরাজ! বেহস্তের দেলতা! অমন করে আর ভয় দেখিও না নবাবজাদা, আমি নফর, তুমি নবাবী, গোলামের ভয়ত্রাতা রক্ষাকর্ত্তা রাজরাজেশ্বর দেবতা। পাব যদি সিরাজ, তোমার ঐকরুণার সপ্তসমুদ্রবারি দিয়ে আমার কলঙ্ক কালিমা ধৌত ক'রে ঐদ্বেষ হিংসা, পাপশূন্য সুন্দরসুখময় বেহস্তের এক কোণে তোমার চরণতলে স্থান করে দিতে; না না, বিশ্বাস ঘাতকতা। আমি নই, আমি নই, মীরণ। আমার ঔরসজাত পুত্র মুসলমান কুলকলঙ্ক মীরণ—উঃ অসহ্য! এবার মীরজাফরের স্বরভঙ্গ হইল, সেই সময় লর্ড ক্লাইব সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তারপর কি হইল, তাহার বিস্তারিত ইস্তাহার "মণিবেগমের" মুখে শুনুন।

২০০ দুইশতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, গ্রন্থকারের ফটোচিত্র
সহ রেশমী বাঁধাই প্রকাণ্ড উপন্যাস ১৲। ডাকে ১।০।

‘আরতির’ পর সংখ্যা—‘গিণির মালা !’

খরস্রোতা ধায় যবে মিশিতে সাগরে,
কার হেন সাধ্য যে, সে রোধে তার গতি ?

ভাদ্রের ভরা-গাঙে—স্রোতস্বিনীর একটানা বেগ প্রতিরোধ করিবার জন্য
‘খাল’ কাটিয়া যাহারা গতি হ্রাসের বিফল প্রয়াস পাইতেছিল,
‘কমলিনীর’ সুলভ সাহিত্য-প্রচার-প্লাবনে
—ঐ দেখুন, তাহারা—
স্রোতে কুটার মত ভাসিয়া যাইতেছে !
সাগর প্রমাণ সাহিত্য-ভক্তবৃন্দের চরণতলে ডালি দিতে সাজি ভরিয়া
শুচি-শুদ্ধ নির্ম্মাল্য লইয়া, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও
কমলিনী যাইবেই ;
পার কি করিতে কেহ লক্ষ্যচ্যুত তারে ?
যদি না পার, তবে লোক হাসাইয়া লাভ কি ?
—এবারে—
নক্কারভোজী নকলনবীশদের আক্কেল সেলামী
—পণ্ডিত—
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত
—সোনার সাহিত্যে মীণের কাজ করা—

# গিণির মালা

১৲ এক টাকায়।

বলুন দেখি এ ‘গিণির মালা’ কেমন নূতন ? না দেখিয়াই বলিবেন কেমন করিয়া ? যেরূপ একটা ‘নূতন’ দেখিলে নকলিওয়ালাদের মুখ চুলকাইবে, ‘গিণির মালা’ উপন্যাস-সাহিত্যে সেইরূপ একটা ‘নূতন কিছু’। যেমন আশ্চর্য্য কিছু ‘নূতন’ দেখিলে বালকে বায়না ভুলে, আনন্দে যুবকের জবাব রহিত হয়, আর বৃদ্ধ গালে হাত দিয়া ভাবেন, ‘কালে কালে কতই হইতেছে’,—এবারে ‘কমলিনীর’ গিণির মালা তেমনই ‘নূতনত্বে’ পরিপূর্ণ থাকিবে। পুস্তক প্রকাশের দিন পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞাপনখানি যত্নে রাখিলে আমাদের কথা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য বুঝিতে পারিবেন। ‘গিণির মালা’ উপন্যাস শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।